পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

 কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 260 Tuesday, 20 August, 2024 * ২৯ বর্ষ, ২৬০ সংখ্যা * ৩ ভাদ্র, ১৪৩১, মঙ্গলবার, ২০ আগস্ট, ২০২৪ * আজ ৮ পাতা * মূল্য- ৩ টাকা

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটছে, এমনটা চলতে পারে না ঃ রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যপাল বোস বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটছে, এমনটা চলতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস সোমবার সকালে রাখি বন্ধন দিবস উপলক্ষ্যে রাজভবনে মহিলা নেত্রী এবং ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেছেন। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল বলেছেন ..পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় হচ্ছে...এমনটা চলতে পারে না। আমাদের মেয়ে ও বোনেদের রক্ষা করার শপথ নিতে হবে। সমাজটা এমন হওয়া উচিত যেখানে আমাদের নারীরা খুশি ও সুরক্ষিত বোধ করবেন। আমাদের বোনদের প্রতি নিজেদের মিশনে আমাদের ব্যর্থ হয়েছি। সমস্ত পুরুষের নিজেদের সংশোধন করার সময় এসেছে। বাংলা নারীদের জন্য নিরাপদ জায়গা নয়, বাংলা নিজস্ব নারীদের ব্যর্থ করেছে। এমনই মন্তব্য করলেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের সমালোচনা করে সোমবার রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস বলেছেন, বাংলা নারীদের জন্য নিরাপদ জায়গা নয়। বাংলা নিজস্ব নারীদের ব্যর্থ করেছে। সমাজ নয়, বর্তমান সরকার নারী সমাজকে ব্যর্থ করেছে। বাংলার পুরানো গৌরব ফিরিয়ে আনা উচিত, যেখানে নারীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সমাজে সম্মানজনক স্থান ছিল। রাজ্যপাল বোস বলেছেন, বোনরা হল ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি। আজ রাখি বন্ধনে ভাই এবং বোনের বন্ধন একটি সন্দর উদযাপন। এটি এমন কিছু যা অন্তর থেকে আসে, ভারতীয় সংস্কৃতির শিকড়, যেখানে ভাই সুরক্ষার প্রতীক এবং বোন স্নেহের প্রতীক। সমগ্র বিশ্বের উচিত এর থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া।

‘গলা টিপে, নাক-মুখ চেপে ধরে খুন করা হয় তরুণী চিকিৎসককে’

বলছে ময়নাতদন্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ আর জি করের মৃত তরুণী চিকিৎসক যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছিলেন আগেই আন্দাজ করা হয়েছিল। সোমবার ময়নাতদন্তের রিপোর্টে তা আরও স্পষ্ট হয়েছে। বলা হয়েছে, তাঁকে গলা টিপে, নাক-মুখ চেপে ধরে খুন করা হয়। ফরেনসিক মেডিসিনের বিশেষজ্ঞদের কথায়, এমন নৃশংস কাজ করতে গেলে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন। কারও একার পক্ষে একইসঙ্গে গলা টিপে, নাকমুখ চেপে ধরে খুন করা সম্ভব নয়। প্রশ্ন একটাই, খুনের আগেই কি তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছিল? নাকি, খুনের পর ধর্ষণ করা হয়? ফরেনসিক মেডিসিনের বিশেষজ্ঞদের কথায়, তা নির্ভর করবে পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর। মৃত্যুর আগে অথবা পরে তরুণীকে নির্যাতন করা হয়েছিল। গণধর্ষণও চলে। ধর্ষণ নাকি গণধর্ষণ? কীভাবে খুন করা হয়েছিল আর জি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে? তা নিয়ে একাধিক তথ্য প্রকাশ্যে। সোশাল মিডিয়াতেও ঘোরাফেরা একাধিক তথ্য। তার কতটা সত্য, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ছিলই। এসবের মাঝে এবার হাতে এল নিহত চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট। সেখানেই বলা হয়েছে, গলা টিপে, নাক-মুখ চেপে ধরে খুন করা হয়। ফরেনসিক মেডিসিনের বিশেষজ্ঞদের কথায়, এমন নৃশংস কাজ করতে গেলে একাধিক ব্যক্তির প্রয়োজন। কারও একার পক্ষে একইসঙ্গে গলা টিপে, নাকমুখ চেপে ধরে খুন করা সম্ভব নয়। করা হয়েছে গণধর্ষণও। তবে সোশাল মিডিয়ায় যে হাড় ভাঙার তথ্য মিলছিল, তার উল্লেখ ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নেই। ‘হাড় ভাঙ্গা সংক্রান্ত কোনও উল্লেখও নেই। দেশের ফরেনসিক মেডিসিনের প্রবীণ অধ্যাপক ড. অজয় গুপ্তের কথায়, দুটোই সম্ভব। অর্থাৎ খুন করার আগে বা পরে ধর্ষণের শিকার হতেই পারে। সেজন্যই সম্ভাবনার কথা বলা হয়। কারণ মৃত্যুর খানিক পরেও শরীর গরম থাকে। নির্যাতিতার শরীরে জমে থাকা বীর্যের ডিএনএ পরীক্ষা করলেই জানা যাবে গণধর্ষণ না একই ব্যক্তি এই ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত।

আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষকে ম্যারাথন জেরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ ফের সিবিআই-এর জেরার মুখোমুখি আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। সোমবার সকালে ফের সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন তিনি, চলছে ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ। এই নিয়ে চতুর্থ বার সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন তিনি। সোমবারও বেশ কিছু নথি নিয়ে দফতরে ঢুকতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।
সাংবাদিকরা একাধিক প্রশ্ন করলেও, নীরব ছিলেন সন্দীপ। আর জি করে মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় সন্দীপকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই। গত বৃহস্পতিবার তাঁকে তলব করা হয়েছিল। সে দিন হাজিরা দেননি। শুক্রবার রাস্তা থেকে সিবিআই-এর গাড়িতে ওঠেন সন্দীপ। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় সিজিও কমপ্লেক্সে। তার পর থেকে প্রতি দিনই তাঁকে তলব করা হয়েছে। সোমবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ তিনি আবার সিবিআই দফতরে পৌঁছান।

আর জি কর কাণ্ডে বিচার চাইলো নারী-কন্ঠ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ আর জি কর কাণ্ডে দোষীদের শাস্তির দাবিতে আবারও নারীদের সোচ্চার হতে দেখা গেল। বিচার চাইলো নারী-কন্ঠ। উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা, বনগাঁয় প্রতিবাদ মিছিল করলেন অসংখ্য মহিলারা। আবার নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরেও মহিলারা প্রতিবাদ মিছিল করেন। রবিবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা স্টেশন এলাকায় প্রায় কয়েকশো মহিলা জড়ো হন, হাবরা স্টেশন এলাকায় জড়ো হয়ে উই ওয়ান্ট জাস্টিস স্লোগানে সোচ্চার হন। দোষীদের শাস্তির দাবি জানান সবাই। আর জি করের তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে মশাল জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন কৃষ্ণনগরের নাগরিকরা। রবিবার রাতে কৃষ্ণনগর পোস্ট অফিস মোড়ে থেকে মশাল জ্বালিয়ে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। আবার আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মহিলাদের পাশাপাশি পুরুষদেরও সামিল হতে দেখা গিয়েছে। বনগাঁ ত্রিকোণ পার্ক থেকে মশাল হাতে মিছিল শুরু করেন পুরুষরা। আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় কলকাতা পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছে মোট ৩৭ জন। এমনটাই জানা গিয়েছে লালবাজার সূত্রে। আর জি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে গত ১৪ আগস্ট মেয়েদের ‘রাত দখল’ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। আর জি কর হাসপাতাল চত্বরে সেই কর্মসূচি চলাকালীন এক দল দুষ্কৃতী হামলা চালায় বলে অভিযোগ। হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভাঙচুর করা হয়। সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৩৭ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিকে, নিজেদের দাবি না মেটা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আর জি করের জুনিয়র ডাক্তাররা। দিন দিন আরও জোরালো হচ্ছে তাঁদের আন্দোলন।

দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল বোস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ আর জি কর-কাণ্ডে উত্তাল গোটা পশ্চিমবঙ্গ। নির্যাতিতা ডাক্তারের ন্যায় বিচারের দাবিতে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলছে অবস্থান, বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, মিছিল। ক্ষোভে ফুঁসছেন ডাক্তাররা। এই পরিস্থিতিতে দিল্লি যাচ্ছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। দিল্লি গিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সঙ্গেও দেখা করবেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রের খবর, আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ঘটনা সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডাকে অবগত করবেন রাজ্যপাল বোস। উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্যপাল বোস বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটছে, এমনটা চলতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস সোমবার সকালে রাখি বন্ধন দিবস উপলক্ষ্যে রাজভবনে মহিলা নেত্রী এবং ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করেছেন।

মমতাকেও গুলি করে হত্যার নিদান ছাত্রের

কলকাতায় গ্রেপ্তার কলেজ পড়ুয়া

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ সালটা ছিল ১৯৮৪। দিনটা ছিল ৩১ অক্টোবর। অভিশপ্ত এই দিনেই নিজের দেহরক্ষীর গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। ঠিক একইভাবে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুলি করে হত্যার ছক কষেছিল বলে অভিযোগ ওঠে এক পড়ুয়ার বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার সেই কলেজ পড়ুয়া। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম কীর্তি শর্মা। তিনি বি'কম দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া। মুখ্যমন্ত্রীকে খুনের নিদানের পাশাপাশি সোশাল মিডিয়ায় আরজি কর হাসপাতালে নিহত চিকিৎসকের নাম ও ছবি প্রকাশের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আরজি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়াকে যৌন নির্যাতন ও খুনের ঘটনায় উত্তাল গোটা দেশ। নির্যাতিতার বিচার চেয়ে দেশব্যাপী শুরু হয়েছে আন্দোলন। এই ঘটনাতেই সোশাল মিডিয়ায় ওই পড়ুয়া পোস্ট করেন, ‘ইন্দিরা গান্ধীর মতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুলি করুন। আপনি যদি এটি করতে না পারেন তবে আমি হতাশ করব না।’ মুহূর্তে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এই পোস্ট। বিষয়টি পুলিশের নজরে আনে শাসকদল তৃণমূল। তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে তা তুলে ধরে লেখেন, ‘এবার কি ঘুরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাণনাশের বার্তা বাজারে ছাড়া শুরু?’ বিষয়টি শোরগোল শুরু হতেই তদন্তে নামে কলকাতা পুলিশ। এর পর সোমবার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে তালতলা থানার পুলিশ।
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আরজি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে ‘Kirtisocial’ নামে ইনস্টাগ্রাম আইডি থেকে মোট ৩টি পোস্ট করা হয়। যেখানে নির্যাতিতার নাম ও ছবি প্রকাশের পাশাপাশি ইন্দিরা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের মতো করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হত্যা করতে অন্যদের উৎসাহিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে ধরনের মন্তব্য করা হয়েছে তা অত্যন্ত অবমাননাকর এবং আপত্তিজনক। যার প্রেক্ষিতেই অভিযুক্ত ওই কলেজ পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করে তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ বলে জানতে পারা গিয়েছে।

লালবাজারের জোড়া তলব, গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ সুখেন্দুশেখর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ লালবাজার থেকে জোড়া তলব করা হয়েছে। তাই গ্রেপ্তারির ভয়ে তিনি সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। বলা হচ্ছে তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়ের সম্পর্কে। তিনি গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের এজলাসে মামলা দায়ের করার আবেদন জানান তিনি। বিচারপতি অনুমতি দেন। আগামী মঙ্গলবার মামলার শুনানির সম্ভাবনা। আর জি কর কাণ্ডে বাংলার পাশাপাশি তোলপাড় গোটা দেশ। সুবিচার ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে গর্জে উঠেছে সবমহল। দলের ঊর্ধ্বে গিয়ে দিন কয়েক আগেই বিচার চেয়ে ধরনায় বসেছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায়। পরবর্তীতে শনিবার মাঝরাতে তিনি প্রশ্ন তোলেন, কারা আত্মহত্যার কথা

রটিয়েছিল, কেন ৩দিন পরে ঘটনাস্থলে স্নিফার ডগ? কেন দেওয়াল ভাঙা হল? এরকম শতাধিক প্রশ্ন আছে। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল ও আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষকে হেফাজতে নিক সিবিআই, ওদের মুখ খোলানো দরকার। সন্দীপ ঘোষ এত প্রভাবশালী হলেন কীভাবে? এই প্রশ্নও তোলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ। রবিবার সকালে জানা যায়, লালবাজারের তরফে তাঁকে তলব করা হয়েছে। বিকেল ৪ টের মধ্যে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি হাজিরা এড়িয়েছেন বলেই খবর। এর পর রবিবার সন্ধ্যায় ফের তলব করা হয় তাঁকে। তার কয়েকঘণ্টা পর এক্স হ্যান্ডেলে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পোস্ট করেন সুখেন্দুশেখর রায়। গানটি হল, আমি ভয় করব না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই পোস্ট অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য। তার ঠিক পরদিন গ্রেপ্তারির আশঙ্কায় কলকাতা হাই কোর্টে মামলা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদের।

আর জি কর কাণ্ডে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ, লালবাজারের তলবে ‘চ্যালেঞ্জ’ কুণাল সরকারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুন মামলায় মৃতার পরিচয় প্রকাশ ও সোশাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগ। কলকাতা পুলিশের তলবের মুখে দুই বিশিষ্ট, খ্যাতনামা চিকিৎসক। সোমবার তাঁদের লালবাজারে ডেকে পাঠানো হয়েছে। এদিন লালবাজারে হাজিরা দিতে যাওয়ার আগে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সামনে থেকে মিছিল করেন ডাঃ কুণাল সরকার, ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামীর সমর্থকরা। শামিল হন অন্যান্য বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। মিছিল থেকে ডাঃ কুণাল সরকার রীতিমতো চ্যালেঞ্জের সুরে জানান, প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো স্বচ্ছতা, মানসিক জোর তাঁদের আছে। আর জি কর কাণ্ড নিয়ে তাঁদের সরব হওয়ার পিছনে কোনও দূরভিসন্ধি ছিল না। কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসকের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নৃশংস ঘটনার পর থেকেই গর্জে উঠেছে চিকিৎসক মহল। সোশাল মিডিয়া ভরে গিয়েছে একাধিক প্রতিবাদী পোস্ট, প্রশাসন, হাসপাতালের সমালোচনায়। বিশিষ্ট চিকিৎসক তথা সমাজকর্মী হিসেবে খ্যাত ডাঃ কুণাল সরকার, ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামী, ডাঃ রাজা ধরও এনিয়ে সরব হয়েছেন। আর ঘটনার তদন্তে নেমে লালবাজারের নজরে তাঁদের সেসব পোস্ট। সোশাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোর অভিযোগে এই তিন বিশিষ্ট চিকিৎসককে তলব করে কলকাতা পুলিশ। সোমবার তাঁদের হাজিরা দেওয়ার নির্দিষ্ট দিন।
এমন স্পর্শকাতর ইস্যুতে বিশিষ্ট ও নামী চিকিৎসকদের এভাবে সরাসরি পুলিশি তলবে ক্ষুব্ধ কলকাতার চিকিৎসক মহল। ডাঃ কুণাল সরকার, ডাঃ সুবর্ণ গোস্বামীদের হয়ে তাই সুর চড়িয়েছেন তাঁদের শুভানুধ্যায়ীরা। এদিন কলকাতা মেডিক্যালের সামনে থেকে চিকিৎসকরা একটি মিছিল করে লালবাজারের সামনে পৌঁছন। তিন চিকিৎসক হাজিরা দিতে ঢোকেন ভিতরে। তাঁরা বাইরে অপেক্ষা করবেন প্রতীকী প্রতিবাদ স্বরূপ। তাঁদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, তলব করে চিকিৎসকদের দমানো যাবে না। ভয় দেখালে চিকিৎসকদের প্রতিবাদ আরও ধারালো হবে।

আর জি কর সংক্রান্ত নথি নিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ হঠাৎই সিজিও কমপ্লেক্সে সিবিআই দপ্তরে হাজির হলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। আজ সোমবার বেলা এগারোটা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছন তিনি। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কাণ্ড সংক্রান্ত নথিপত্র সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে গিয়েছেন বলেই তিনি দাবি করেন। কুণাল জানান, আমি নিজস্ব দরকারে এসেছি। আমার কলকাতার বাইরে গেলে ইন্টিমেশন দিতে হয়। সেই তালিকা নিয়ে এসেছি। পাশাপাশি আর জি করের কয়েকজন জুনিয়র চিকিৎসক, প্রাক্তনী তাঁরা কয়েকদিন আগে যোগাযোগ করেছিলেন। তাঁরা কিছু বিষয় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন। আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমার কাছে কেন? তাঁরা বলেছেন, কর্মপ্রার্থীদের আন্দোলনের সময় আপনি ওঁদের সময় দিয়েছিলেন। তাই আমরা আপনার কাছে এসেছি। তাঁরা কিছু বলেন। তিনি আরও বলেন, আর জি কর হাসপাতালের প্রতি আমার দুর্বলতা আছে। আমার বাবা-মা সেখানকার পড়ুয়া। আমার জন্ম আর জি করে। আমার ঠাকুরদাদার চেম্বার ও ওষুধের দোকান আর জি করের গায়ে ছিল। অতীতে সম্প্রসারণের সময় সেগুলো উঠে যায়। তাই দুর্বলতা রয়েছে। জুনিয়র চিকিৎসকরা জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সবটা বুঝতে পারিনি। তাঁদের বলেছিলাম বিশ্লেষণ করতে। ইতিমধ্যে দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ড ঘটে যায়। আমরা সবাই দোষীদের বা দোষীর ফাঁসি চাই। তাঁরা আবার আমার সঙ্গে আবার যোগাযোগ করেন। কিছু বিষয় আমাকে জানিয়েছেন। তাঁরা এই গোটা ঘটনায় যুক্ত নন। তাই তাঁদের সিবিআই ডাকবে না। কিন্তু কিছু প্রেক্ষিত থাকলেও থাকতে পারে। তাই তাঁরা যেগুলো দিয়েছেন, আমি সেগুলো সিবিআইকে দেব। অনুরোধ করব নিতে। নিলে নেবেন, না নিলে না নেবেন। জুনিয়র চিকিৎসকদের বক্তব্য এসে দেওয়া অসুবিধা। তথ্য কাজে লাগবে মনে করে জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তাঁরা সহযোগিতা করতে প্রস্তুত থাকবে বলে জানিয়েছেন।

আর জি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাড়িতে গেলেন সিবিআই

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি করে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও মৃত্যুর ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিবিআই। দায়িত্বভার পাওয়ার পরই গত বৃহস্পতিবার সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের একটি দল তাঁর বাড়িতে গিয়েছিল। সেই দলে ছিলেন সিবিআইয়ের যুগ্ম ডিরেক্টর। সে দিন মৃত চিকিৎসকের ডায়েরি, বইপত্র ঘেঁটে দেখেছিলেন তদন্তকারীরা। সোমবার সকালে ফের নির্যাতিতার বাড়িতে গেলেন সিবিআইয়ের একটি দল। আর জি কর কাণ্ডের ১২ ঘণ্টার মধ্যেই গ্রেফতার করা হয়েছিল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। অভিযুক্ত ধৃত এই যুবক বর্তমানে রয়েছে সিবিআই হেপাজতে। নতুন করে এখনও কেউ গ্রেফতার বা আটক না হওয়ায় তদন্তের গতিবিধি নিয়ে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। এদিন সকালে সিবিআই আধিকারিকরা দুটি দলে বিভক্ত হয়ে বেরোয় সিজিও কমপ্লেক্স থেকে। তার মধ্যে একটি দল নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাড়িতে যায়। অন্য একটি দল গিয়েছে আর জি করে। গত ৯ আগস্ট ভোরে কী ঘটেছিল, তা জানতে একাধিক পদক্ষেপ করেছে সিবিআই। আর জি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ্য সন্দীপ ঘোষকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করেই চলেছে এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী দলের আধিকারিকরা। অন্য দিকে, সিবিআই দফতরে সোমবার সকাল থেকেই আর জি কর মেডিকেল কলেজের সদ্যপ্রাক্তন অধ্যক্ষ সঃদীপ ঘোষকে জেরা করছেন আধিকারিকেরা। এই নিয়ে টানা চার দিন সিবিআইয়ের তলবে সাড়া দিয়ে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেন তিনি। অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি অত্যন্ত ‘ তদন্তেও প্রভাব খাটাতে পারেন। এর পর অধ্যক্ষের পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেন। আদালতের নির্দেশে আপাতত তিনি ছুটিতে রয়েছেন।

গত ৫০ বছরে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দেয়নি ভারত ঃ নারায়ণ মূর্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উন্নতির পথে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। অথচ জরুরি অবস্থার পর জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। সম্প্রতি উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনটাই জানালেন ইনফোসিস প্রধান নারায়ণ মূর্তি। তাঁর দাবি, এই সমস্যা ভবিষ্যতে বাসস্থান ও স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব। চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে চলেছে। প্রয়াগরাজে মতিলাল নেহরু ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ইনফোসিস কর্তা বলেন, ‘জরুরী অবস্থার পর ভারতীয়রা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণকে একেবারেই গুরুত্ব দেয়নি। ভবিষ্যতে দেশের অগ্রগতির পথে এই সমস্যা গুরুতর আকার নেবে দেশে। কারণ আমেরিকা, ব্রাজিল, চিনের মতো দেশের তুলনায় ভারতের কাছে জমি অত্যন্ত কম। অথচ জনসংখ্যা অত্যন্ত বেশি।’ সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে নারায়ণ মূর্তির এই বক্তব্য যে যথেষ্ট ইঙ্গিতপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একথা সত্য, তার কারণ তথ্য বলছে বর্তমানে দেশের জনসংখ্যা ১৪০ কোটি ছাড়িয়ে গিয়েছে। অথচ ২০১১ সালে এই সংখ্যাটা ছিল ১২১ কোটি। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রের সাম্প্রতিক রিপোর্ট বলছে ২০৩৬ সালের মধ্যে এই সংখ্যাটা ১৫২ কোটি ছাড়িয়ে যাবে। রাজনৈতিক মহলের দাবি, পরিস্থিতি এই পর্যায়ে গেলেও সরকারের তরফে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে কোনও পদক্ষেপ এখনও সেভাবে নেওয়া হয়নি। অতীতে কংগ্রেস জমানায় জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হলেও পরে মোদি সরকারের আমলে ধীরে ধীরে তা কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই পরিস্থিতিতে এমারজেন্সি পরবর্তী সময়ের প্রসঙ্গ তুলে নারায়ণ মূর্তির এই বক্তব্য নিশ্চিতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। উল্লেখ্য করা যেতে পারে, এর আগে দেশের যুব সমাজকে সপ্তাহে ৭০ ঘণ্টা কাজ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন নারায়ণ মূর্তি। তাঁর সেই বক্তব্যে শোরগোল পড়ে যায় গোটা দেশে। তিনি বলেন, দেশের উন্নতির জন্য বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষকে আবেদন জানান কঠোর পরিশ্রমের।

চলতি মাসেই ইউক্রেন সফরে মোদি!

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে প্রথমবার ইউক্রেন সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি! মোদীর এই সফর নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে জল্পনা ছড়াচ্ছে। এবার মোদির সফর নিয়ে মুখ খুলল বিদেশমন্ত্রক। সোমবার মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, পরে সাংবাদিক বৈঠকে এই সফর নিয়ে সরকারি ঘোষণা করা হবে। সম্ভবত মোদির সফরসূচিও ঘোষিত হতে পারে এই সাংবাদিক বৈঠকে। গত মাসে রাশিয়া সফরে গিয়েছিলেন মোদি। সেই সময়ে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের তীব্র নিন্দা করেছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। মোদির রাশিয়া সফর শেষ হওয়ার পরেই খবর ছড়ায়, এবার ইউক্রেন সফরে হয়ত যাবেন প্রধানমন্ত্রী।

তিন তালাকের তীব্র বিরোধিতা করে সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃ তিন তালাককে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করার পক্ষে শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিল কেন্দ্রীয় সরকার। যেখানে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ‘তিন তালাক প্রথা মুসলিমদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে। বিয়ের মতো প্রতিষ্ঠানে এই প্রথা অত্যন্ত বিপজ্জনক।’ এদিন আদালতে হলফনামা দিয়ে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, ‘তিন তালাক প্রথার শিকার হওয়া মহিলাদের কাছে পুলিশের কাছে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও উপায় থাকে না। কিন্তু আইনে যদি এই ঘটনায় শাস্তির বিধান না থাকে সেক্ষেত্রে পুলিশেরও কিছু করার থাকবে না। ফলে বেআইনি হলেও অবাধে চলতে থাকবে এই প্রথা। যা কোনওভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই

ধরনের অপরাধ বন্ধ করতেই দ্রুত কঠোর আইনি পদক্ষেপ প্রয়োজন ছিল।’ ২০১৭ সালে তিন তালাক প্রথাকে অসাংবিধানিক বলে গণ্য করে দেশের শীর্ষ আদালত। এর পর ২০১৯ সালে সংসদে পাশ হওয়া মুসলিম বিবাহ আইনে এই প্রথাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। যার জেরে কেউ তিন তালাক দিলে তাঁর ৩ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। এর পালটা শীর্ষ আদালতে মামলা দায়ের করে কেরলের জমাইতুল উলেমা নামে এক সংগঠন। যেখানে বলা হয় ২০১৯ সালে সংসদে পাশ হওয়া আইন অসাংবিধানিক তাকে বাতিল করা হোক। এই আইন মৌলিক অধিকারকে লঙ্ঘন করছে। ধর্মের ভিত্তিতে এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যায় না। এবার সেই আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা জমা দিল কেন্দ্রীয় সরকার।

ছুরি দিয়ে তেরঙ্গা ফালাফালা, ‘গো ব্যাক টু ইন্ডিয়া’ স্লোগান! কানাডায়

টরন্টো, ১৯ আগস্ট ঃ কানাডায় ফের ভারতের উপর ‘ খলিস্তানিদের। টরন্টোয় স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের শোভাযাত্রায় কার্যত ‘তাণ্ডব চালায় উগ্রপন্থী সংগঠনটি। অভিযোগ, ছুরি দিয়ে তেরঙ্গা ফালাফালা করে দিয়েছে খলিস্তানপন্থীরা। সেই সঙ্গে কানাডার প্রবাসী ভারতীয়দের হুমকি দিয়ে ‘গো ব্যাক টু ইন্ডিয়া’ স্লোগানও দেওয়া হয়। আঁটসাট নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও কী করে শোভাযাত্রার সময় স্লোগান দিল খলিস্তানিরা? উঠছে প্রশ্ন। ১৫ আগস্টের পরে প্রথম রবিবার কানাডায় পালিত হয় ইন্ডিয়া ডে প্যারেড। প্রত্যেক বছরেই বিশেষ শোভাযাত্রা-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন প্রবাসী ভারতীয়রা। যেহেতু গত এক বছরে কানাডায় খলিস্তানিদের ভারতবিদ্বেষী আচরণের মাত্রা অনেকখানি বেড়ে গিয়েছে, সেই কথা মাথায় রেখে এবছরের ইন্ডিয়া ডে প্যারেডে বিরাট নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। তার মধ্যেও আয়োজকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ভারতের বাইরে সবচেয়ে বড় তেরঙ্গা ওড়ানো হবে এবছর। কানাডার নানা প্রান্ত থেকে টরন্টোর সিটি হলে জমায়েত

হবেন ভারতীয়রা। তবে আঁটসাট নিরাপত্তা থাকা সত্ত্বেও ইন্ডিয়া ডে প্যারেডে ঢুকে পড়ে খলিস্তানি উগ্রপন্থীরা। প্রথম থেকেই তাদের পরিকল্পনা ছিল ‘খলিস্তানি শিখ’ বনাম ‘কানাডার হিন্দু’ লড়াই বাঁধিয়ে দেওয়া হবে অনুষ্ঠান চলাকালীন। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, শোভাযাত্রার সময়ে হলুদ পতাকা হাতে লাগাতার স্লোগান দিচ্ছেন খলিস্তানিরা। প্রবাসী ভারতীয়দের দেশে ফিরে যেতে হুমকি দেন। ছুরি দিয়ে ভারতের জাতীয় পতাকা চিরে দিতে দেখা যায় এক ব্যক্তিকে। পরে মাটিতে তেরঙ্গা বিছিয়ে তার উপরে উঠে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেখা যায় খলিস্তানিদের। গোটা ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়।

পবিত্র অমরনাথ যাত্রার সমাপ্তি, ৫ লক্ষাধিক ভক্তের দর্শন সম্পন্ন

জম্মু, ১৯ আগস্টঃ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন এই বছরের অমরনাথ যাত্রা। দক্ষিণ কাশ্মীরের শ্রী অমরনাথ গুহায় ভগবান শিবের পবিত্র ছড়ি মুবারক সোমবার সকালে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে ৪৩ দিনের শ্রী অমরনাথ যাত্রার আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘটল। পঞ্চতরণীতে রাত্রিবাসের পর মহন্ত দীপেন্দ্রগিরির নেতৃত্বে একদল সাধু এদিন সকালে পবিত্র ছড়ি মুবারক নিয়ে পৌঁছন।এই বছর ২৯ জুন থেকে অমরনাথ যাত্রার সূচনা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৫ লক্ষাধিক ভক্ত পবিত্র গুহা দর্শন করেন। ভক্তরা অনন্তনাগে দীর্ঘতম পাহেলগাঁও যাত্রাপথ অথবা গান্ডেরওয়ালের খাড়াই বালতাল হয়ে পবিত্র গুহায় পৌঁছন। সূর্যোদয়ের ঠিক আগে ছড়ি মুবারকের পবিত্র গুহায় প্রবেশ করানো হয়। এরপর শুরু হয় পুজো পাঠ।

রাখীবন্ধনে কলকাতায় অপরিবর্তিত সোনা রুপোর দাম

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ সোমবার রাখীবন্ধনের উৎসবে মাতোয়ারা সমগ্র দেশ। বাদ যায়নি শহর কলকাতাও। কথায় বলে, রাখীপূর্ণিমার দিনে ঘরে সোনা আনলে সুখসমৃদ্ধি বাড়ে। আর এদিন তিলোত্তমায় বাড়েনি সোনারুপোর দাম। অপরিবর্তিতই রইলো সোনা রুপোর দর।জানা গেছে, এদিন কলকাতায় ১৮ ক্যারাট ১ গ্রাম সোনার দাম ৫,৪৫৭ টাকা, ১০ গ্রাম সোনার দাম ৫৪, ৫৭০ টাকা, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৫,৪৫,৭০০ টাকা। এছাড়া ২২ ক্যারাট ১ গ্রাম সোনার দাম ৬,৬৭০ টাকা, ১০ গ্রাম সোনার দাম ৬৬,৭০০ টাকা, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৬,৬৭,০০০ টাকা। আর ২৪ ক্যারাট ১ গ্রাম সোনার দাম ৭,২৭৭ টাকা, ১০ গ্রাম সোনার দাম ৭২,৭৭০ টাকা, ১০০ গ্রাম সোনার দাম ৭,২৭,৭০০ টাকা। পাশাপাশি এদিন শহরে ১০০ গ্রাম রুপোর দাম ৮৬০০ টাকা এবং এক কেজি রুপোর দাম ৮৬,০০০ টাকা।

জুলফিকর আলি যোগ দিলেন গেরুয়া শিবিরে, বিজেপির প্রশংসায় পঞ্চমুখ

জম্মু, ১৯ আগস্ট ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মন্ত্রী চৌধুরী জুলফিকর আলি যোগ দিলেন বিজেপিতে। গত রবিবার জম্মুতে আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া শিবিরে শামিল হয়েছেন তিনি। প্রাক্তন এই পিডিপি নেতাকে বিজেপিতে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি নেতা জি কিশান রেড্ডি এবং জম্মু ও কাশ্মীর বিজেপির সভাপতি রবীন্দর রেড্ডি।চৌধুরী জুলফিকর আলি বলেছেন, বিজেপির নীতি ও পরিকল্পনা সর্বশেষ মানুষের কাছেও পৌঁছেছে। এই বিষয়গুলি আমাকে বিজেপিতে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছে। জম্মু ও কাশ্মীরে শান্তি ফিরে এসেছে, পাথর নিক্ষেপ বন্ধ হয়েছে, সাধারণ মানুষ আরও নিরাপদ বোধ করছেন এবং পর্যটন শিল্প বেড়েছে... আমরা আমাদের সরকার গঠন করব।

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নতুন দিল্লি,(পিআইবি) ১৯আগষ্টঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় শ্রীমতী পেতংতার্ন সিনাওয়াত্রাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ও মানুষে মানুষে পারস্পরিক বন্ধনের শক্তিশালী ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত হবে বলেও আশাপ্রকাশ করেছেন শ্রী মোদী।""এক্স পোস্টে মোদী লিখেছেনঃ ''@ingshin থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ায় অভিনন্দন। কার্যকালের সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা জানাই। সভ্যতা, সাংস্কৃতিক ও মানুষে মানুষে পারস্পরিক বন্ধনের শক্তিশালী ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য অপেক্ষা করছি।

ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যতম উৎসব হল রাখি বন্ধন উৎসব

মধুসূদন দে, বাঁকুড়াঃরাখি বন্ধন উৎসব ভাই ও বোনের মধ্যে প্রীতির বন্ধনের উৎসব। এই উৎসব হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ ও শিখরা পালন করে থাকে। এই দিন দিদি বা বোনেরা ভাইয়ের হাতে রাখি নামে একটি পবিত্র সুতো বেঁধে দেয়। রাখি বন্ধন হল মানবিকতা রক্ষা করার বন্ধন।পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে একটি যুদ্ধে কৃষ্ণের কব্জিতে আঘাত লেগে রক্তপাত শুরু হলে পান্ডবদের স্ত্রী দ্রৌপদী তাঁর শাড়ির আঁচল খানিকটা ছিঁড়ে কৃষ্ণের হাতে বেঁধে দেন। এতে কৃষ্ণ অভিভূত হয়ে যান। কৃষ্ণ দ্রৌপদী কে নিজের বোন বলে ঘোষণা করেন। বহু বছর পর পাশা খেলায় কৌরবরা দ্রৌপদীকে অপমান করে। তাঁর বস্ত্রহরণ করতে গেলে কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সম্মান রক্ষা করে সেই প্রতিদান দেন। এইভাবে রাখি বন্ধন উৎসবের প্রচলন হয়।অপরদিকে রাখি বন্ধন উৎসবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ১৯০৫ সালে জুন মাসে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯০৫ সালে আগস্ট মাসে বঙ্গভঙ্গের জন্য আইন পাশ করা হয়। এই আইন কার্যকরী হয় ১৯০৫ সালের, ১৬ ই অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলা এবং ব্রিটিশদের বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সবাইকে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করার জন্য আহ্বান করেন। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দেশ্যে একটি গান লিখেছিলেন তা হল বাংলার মাটি বাংলার জল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ১৯০৫ সালে প্রথম রাখি বন্ধন উৎসব পালিত হয়। আর সেই থেকে রাখি বন্ধন উৎসব আমাদের দেশে পালিত হয়ে আসছে।রবীন্দ্রনাথ একজন স্বদেশ প্রেমিক ছিলেন। ১৯১৯ সালে জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ইংরেজিতে দেওয়া 'নাইট 'উপাধি ত্যাগ করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ইংরেজ সরকার হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি তখন রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে রাখি পরিয়ে দিয়েঘোষণা করেন হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।

ফের ভাইরাল কাঁচা বাদাম খ্যাত শিল্পি ভুবন বাদ্যকার,রাজা পাট নিয়ে গাইলেন নতুন গান

নিজস্ব সংবাদদাতা,১৯ আগষ্টঃপাট শিল্প পুনরুজীবিত করতে এবং পাটজাত দ্রব্যের ব্যাবহার বাড়াতে পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর জোর দিচ্ছে নুজিভিড়ু সিডস। তাদের তৈরি রাজা পাট পাটের উৎপাদনে বিরাট সাফল্য এনেছে বলে দাবী পাট চাষীদের।এই সাফল্য দেখে এবার রাজা পাট নিয়ে গান বাঁধলেন কাঁচা বাদাম খ্যাত সঙ্গীত শিল্পী বিরভূমের ভুবন বাদ্যকার। রবিবার মুর্শিদাবাদ জেলার পাটিকাবাড়ি এলাকায় রাজা পাটের চাষ নিয়ে একটি মেগা ফিল্ড ডে এর উদ্বোধন করে রাজা পাটের সাফল্য নিয়ে তার নতুন গান গেয়ে শোনান এলাকার কৃষকদের। ইতিমধ্যেই সেই গান ইউটিউবে ভাইরাল হতে শুরু করেছে। ভুবনবাবু বলেন, প্রথম জীবনে তিনি চাষের কাজ করতেন। পরে কাঁচা বাদাম বিক্রি শুরু করেন। তিনি মুর্শিদাবাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে এই রাজা পাটের একচেটিয়া চাষ দেখে অভিভূত।রাজা পাট উৎপাদনকারী সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই পাট একর প্রতি অতিরিক্ত ১০ হাজার টাকা লাভের সুযোগ করে দিচ্ছে চাষীদের। এটা সম্ভব হয়েছে পাটের লম্বা আঁশ এবং অন্যান্য প্রজাতির চেয়ে এর একর প্রতি বাড়তি নূনতম ২ কুইংটাল উৎপাদন বেশি হওয়ার ফলে। সংস্থার দাবী রাজা এন জে ৭০০৫ পাটের একটি নতুন প্রজাতি। যা ২০২০ সালে প্রবর্তনের পর থেকে পাট চাষে পরিবর্তন এনেছে। এই চাষে খরচও কম । সাথে পাওয়া যায় উচ্চ ফলন, উচ্চতর গুণমানের তন্তু এবং বর্ধিত লাভের সুযোগ।যারা রাজা পাট চাষ করেছেন সেইসব চাষিরা জানিয়েছেন,আগের চেয়ে তাদের লাভের পরিমাণ বেড়েছে। এই বীজ চাষ করে তারা খুশি। ভবিষ্যতেও এই বীজই চাষ করতে চান তারা।এক পাট চাষী সিরাজুল ঈসলাম বিশ্বাস তুলে ধরেন রাজা পাট চাষ করে কিভাবে তাদের পরিবারে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। তিনি বলেন, অন্যান্য প্রজাতির তুলনায় এই পাট দু ফিট বেশি লম্বা অর্থাত বেশি ফলন, মোটা ছাল যা ফলন এবং তন্তুর গুণমান বাড়ায়।এদিনের অনুষ্ঠানে পাট চাষের এই নতুন দিগন্ত গানে গানে চাষিদের কাছে তুলে ধরেন কাঁচা বাদাম খ্যাত শিল্পি ভুবন বাদ্যকার । তিনি এই অনুষ্ঠানটিকে উৎসাহিত করেন এবং কৃষকদের যুগান্তকারী রাজা পাট গ্রহণ করতে উৎসাহিত করেন।

ক্রিপটো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের চ্যালেঞ্জকে সঠিকভাবে বোঝা প্রয়োজন

নয়াদিল্লি,১৯ আগষ্টঃক্রিপ্টো কারেন্সিভিত্তিক অর্থব্যবস্থা সঠিক অর্থে এখন আন্তর্জাতিক। আর এটা জরুরি নয় যে, যে দেশেই এটা লেনদেন হোক না কেন সেই দেশে এর সঞ্চালন বা নিয়ন্ত্রণ সঠিকভাবে হচ্ছে। যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহার কারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরুপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহার কারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছা পরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টি ফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে। ক্রিপ্টো টোকেনের সঙ্গে সংযুক্ত অপরাধমূলক তদন্ত এবং ওই সংক্রান্ত পরিচালন কাজগুলি ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে। দেশীয় সবকটি সংগঠনের সঙ্গে সহযোগিতা দেশের ভিতরের পাশাপাশি দেশের বাইরে আরও অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে। ক্রিপ্টো কারেন্সির বাজারের পৃষ্ঠপোষকরা বিশেষ করে ক্রিপ্টো এক্সচেঞ্জগুলি বেআইনী কাজ রুখতে কড়া ব্যবস্থা

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক চিরস্মরণীয় কিংবদন্তী নেতা সুভাষচন্দ্র বসু ও ভারতের স্বাধীনতা

নিজস্ব প্রতিবেদন(বাঁকুড়া)ঃপরাধীন ভারতবর্ষ। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের জন্য দেশবাসীর আবেগ থরথর করে কাঁপছে। এই সময় নেতাজির কণ্ঠে ধ্বনিত হল তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। তাঁর ডাকে সাড়া দিয়েছিল ভারতের কোটি কোটি মানুষ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কোনদিন তাঁর কন্ঠ রোধ করতে পারেনি। বীর বিপ্লবী সুভাষচন্দ্রের জন্ম হয়েছিল উড়িষ্যার কটক শহরে। ১৮৯৭ সালের ২৩ শে জানুয়ারী। বাবা জানকীনাথ বসু। মা প্রভাবতী দেবী। আদি নিবাস দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কোদালিয়া গ্রাম।স্ভবিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসির মঞ্চে আত্মবলিদান। ছাত্র সুভাষচন্দ্রের মনে ব্যাপক ভাবে ছাপ ফেলল। সুভাষের মনে নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলেছিলেন শিক্ষক বেণীমাধব দাস। পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বুড়িবালাম নদীর তীরে বাঘা যতীনের আত্মবলিদান সুভাষের মনকে সেদিন দারুন ভাবে ব্যথিত করে তুলেছিল। সুভাষ মানে কোনো আপোষ নয়। সুভাষ মানে হল লড়াই ও আন্দোলন। দেশকে স্বাধীন করতে। পরাধীনতার শিকল থেকে মুক্ত করতে। তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল দেশের স্বাধীনতা। বারে বারে সুভাষ তাঁর মাকে জড়িয়ে ধরে বলতেন মা তুমি কেন লাঞ্ছিত? তোমার সঙ্গে দেশমাতার যে কোনো পার্থক্য খুঁজে পাই নি। দেশ মাতার অপমান যে আমার মায়ের অপমান বলে মনে হয় মা। আমার স্বপ্ন শুধু স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নয়। আমার স্বপ্ন ন্যায় আর সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বাধীন রাষ্ট্র। সুভাষচন্দ্র ওটেন সাহেবের গাঁয়ে হাত তুলেছিলেন ব্যক্তিগত কারণে নয়। তিনি ভারতীয়দের অপমান সহ্য করতে পারেন নি।দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির প্রবল চাপে ব্রিটিশ সরকার এক অভাবনীয় পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। নেতাজী সেই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করতে পারে। এই ভেবে ব্রিটিশ সরকার ১৯৪০ সালের ৪ঠা জুলাই সুভাষ কে কলকাতায় গৃহবন্দী করে। কিন্তু সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে তিনি ছদ্মবেশে ১৯৪১ সালের ২৬ শে জানুয়ারি দেশ ত্যাগ করেন। প্রথমে কাবুল, তারপর রাশিয়ার মস্কো হয়ে জার্মানির বার্লিনে উপস্থিত হন। ১৯৪৩ সালে রাসবিহারী বসুর অনুরোধে ডুবো জাহাজে করে জার্মানি থেকে জাপানে আসেন। জাপানে এসে বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের নিয়ে গঠন করলেন আজাদ হিন্দ ফৌজ। তিনি হলেন তার সর্বাধিনায়ক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈন্যরা তাঁকে নেতাজী আখ্যায় ভূষিত করেন। নেতাজীর দিল্লি চলো ডাকে সেনাবাহিনী উদ্বুদ্ধ হয়। ১৯৪৩ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ নেতাজীর নেতৃত্বে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪৪ সালে আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের মাটি ইম্ফলে ভারতের স্বাধীন জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয় আজাদ হিন্দ বাহিনীকে দুর্বল করে। এই সময় সুভাষচন্দ্র জাপানের তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে সাহায্যের আশায় বিমানে যাত্রা করেন। সেই বিমান দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। প্রচারিত হয় বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর খবর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ইংরেজ সাহেব ওটেন কি উপলব্ধি করলেন। যখন ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগস্ট ওটেন সাহেব শুনলেন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির সর্বাধিনায়ক তার প্রাক্তন বিদ্রোহী ছাত্র সুভাষচন্দ্র বসুর বিমান দুর্ঘটনার সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। ওটেন সাহেব ভাবছেন-তোমার হাতেই কি আমি একদিন লাঞ্ছিত হয়েছিলাম? সুভাষ তোমার সেই স্বদেশ প্রেমিক হৃদয়ের গতিবেগ বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি আরও ভাবছেন সেই কলঙ্কময় ইতিহাস যদি ভুলতে পারতেন। সুভাষচন্দ্রের স্বদেশ ভক্তির কাছে ওটেন সাহেব হার স্বীকার করলেন। তিনি চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন তরুণ বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়।নেতাজীর লড়াই ও সংগ্রামের ফলে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু এই স্বাধীনতা তাঁর স্বপ্নের স্বাধীনতা নয়। যেখানে ন্যায় আর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি।

অন্যথা হল না এবারও, স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখীবন্ধন উদযাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃসম্প্রীতির প্রতীক হিসেবে সোমবার সমগ্র দেশে পালিত হয়েছে রাখীবন্ধন উৎসব। উৎসবে মাতলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখীবন্ধন উৎসব উদযাপন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছোট ছোট পড়ুয়াদের সঙ্গে অন্য মেজাজে পাওয়া গেল প্রধানমন্ত্রী মোদীকে।স্কুল পড়ুয়ারা প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে রাখী বেঁধে দেয়। এই সময় কয়েকজন ক্ষুদে পড়ুয়ার সঙ্গে কথাও বলতে শোনায় যায় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে। প্রতিবারই স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে রাখীবন্ধন দিবস উদযাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, অন্যথা হল না এবারও।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, রাখি বন্ধন হিন্দুদের এক বিশেষ উৎসব যা শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। রাখি বন্ধন উৎসব মূলত ভাই ও বোনের বন্ধন ও ভালবাসার সম্পর্ককে উৎসাহিত করার উৎসব। এই দিনটি একে অপরের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়ার দিন। এই দিন বোন বা দিদিরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি পরিয়ে ভালবাসা জানায় এবং জীবনভর দাদা বা ভাইয়েরা তাদের নিঃস্বার্থ ভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। সোমবার সমগ্র দেশজুড়ে পালিত হয়েছে রাখি বন্ধন উৎসব।রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী মোদী লিখেছেন, ভাই ও বোনের মধ্যে অপরিসীম ভালবাসার প্রতীক এই রাখি বন্ধন উৎসব উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। এই পবিত্র উৎসব আপনাদের সম্পর্কের মধ্যে নতুন মাধুর্য এবং আপনাদের জীবনে সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্য বয়ে আনুক।

উত্তরাখণ্ডে ফের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, বৃষ্টি দুর্যোগ চলছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলেও

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট ঃউত্তরাখণ্ডে ফের ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা জারি করলো ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরপূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিসহ দেশের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও। আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ২০-২১ আগস্ট উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন অংশে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় আগামী ২৪ ঘন্টায় ভারী বৃষ্টিপাত হবে।আইএমডি আরও জানিয়েছে, ঝাড়খণ্ডে ২০ আগস্টও ভারী বৃষ্টি হবে। পূর্ব উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন অংশে আগামী ৪৮ ঘন্টা ভারী বৃষ্টি প্রত্যাশিত। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেও ২০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

পেট্রোল ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮০ ডলারের কাছাকাছি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্টঃআন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮০ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৭ ডলার। যদিও, সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি (পিএসইউ) সোমবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, রাজধানী নয়াদিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা প্রতি লিটারে স্থিতিশীল রয়েছে। মুম্বইতে পেট্রোল ১০৩.৪৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৯৭ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোলের দাম ১০৪.৯৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯১.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।এটি লক্ষণীয় যে আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের প্রথম দিনে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.১৫ ডলার অর্থাৎ ০.১৯ শতাংশ হ্রাসের সাথে ব্যারেল প্রতি ৭৯.৫৩ ডলার প্রবণতা করছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) অশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ০.২৬ ডলার বা ০.৩৪ শতাংশ কমে ৭৬.৩৯ মার্কিন ডলারে লেনদেন করছে।

গুঞ্জনের মধ্যেই দিল্লিতে চম্পাই সোরেন, বললেন ব্যক্তিগত কাজে এখানে এসেছি

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্টঃ বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন। এই গুঞ্জনের মধ্যেই গত রবিবার দিল্লিতে এলেন চম্পাই সোরেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, ব্যক্তিগত কাজে দিল্লিতে এসেছেন তিনি। বিজেপিতে যোগদানের গুঞ্জন প্রসঙ্গে চম্পাই বলেছেন, ব্যক্তিগত কাজে এসেছি, এখনও পর্যন্ত আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই আছি।তিনি কলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করেছেন কিনা জানতে চাইলে ঝাড়খণ্ডের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং জেএমএম নেতা চম্পাই সোরেন বলেন, আমি কারও সঙ্গে দেখা করিনি। আমি এখানে ব্যক্তিগত কাজে এসেছি।

আইনজীবীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দাসপুর, ১৯ আগস্ট ঃ পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাসপুর এক নম্বর ব্লকের কুঞ্জপুর এলাকায় সোমবার সাত সকালে নিজের বাড়ি থেকে আইনজীবীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। জানা গিয়েছে, ঘাটালের আইনজীবী সুদীপ চক্রবর্তীর আগুনে ঝলসানো মৃতদেহ উদ্ধার হয় তাঁর নিজেরই বাড়ি থেকে। কী করে লাগল আগুন, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।স্থানীয় বাসিন্দাদের তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে, এটা পুরোপুরি পরিকল্পনা করে মারা হয়েছে। অপরদিকে পরিবারের লোকের দাবি, আগুনে পুড়েই মৃত্যু

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২ ভাদ্র ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ১৯ আগষ্ট ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ৩ ভাদ্র, চান্দ্রঃ১৫ ঋষিকেশ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্বৎ, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৪ ভাদ্র ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ২৮ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ১৫ হাবান, আসামঃ ২ ভাদ, মুসলিমঃ১৩সফর১৪৪৬ হিজরী।রাখীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ১৭ঃ৪২ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ০১ঃ২৬।চন্দ্র উদয়ঃবিকাল ০৬ঃ০১ঃ৩০(১৯) এবং অস্তঃসকাল ০৫ঃ৩২ঃ১০(২০)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃ পূর্ণিমা (পূর্ণা) সকাল ঘ ০০ঃ৩৪ঃ৩০ দং ৪৮১০৫৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ ধনিষ্ঠা সকাল ঘ ০৭ঃ৪২ঃ৩৩ দং ৬১২.৫ পর্যন্ত পরে শতভিষাকরণঃ বিষ্টি দুপুর ঘ ০২ঃ৩২ঃ২৯ দং ২০৩৬৪২.৫ পর্যন্ত পরে বব সকাল ঘ ০০ঃ৩৪ঃ৩০ দং ৪৮১০৫৫ পর্যন্ত পরে বালবযোগঃশোভনঅমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ১৭ঃ৪৮ থেকে ০৬ঃ৫৯ঃ৩৮ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ২৩ঃ১৭ থেকে - ১২ঃ৫৬ঃ০২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ৪৬ঃ৩৭ থেকে ০৯ঃ০১ঃ৫২ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ১৭ঃ০৭ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ২৮ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৩ঃ২৮ঃ৪৭ থেকে - ০৫ঃ১০ঃ৩৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃ দিন ০২ঃ৩৭ঃ৫২ থেকে- ০৩ঃ২৮ঃ৪৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৩২ঃ২২ থেকে - ০২ঃ১৭ঃ২৮ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০২ঃ৫০ঃ৩৬ থেকে- ০৪ঃ২৬ঃ০৪ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৬ঃ৫৩ঃ১৬ থেকে- ০৮ঃ২৮ঃ৪৪ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১০ঃ১৫ঃ০৮ থেকে - ১১ঃ৩৯ঃ৪০ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৪২৩৪৪৭ (১০) ১ পদচন্দ্রঃ১০৩৫৪৪ (২৩) ৪ পদমঙ্গলঃ১২৩১৯৪৯ (৪) ৪ পদবুধঃ৩২২৫২২১ (৯) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২৪৯৯ (৫) ১ পদশুক্রঃ৪২৩৪০২২ (১১) ৪ পদশনিঃ১০২০৯৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৬৪১৭ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৬৪১৭ (১৩) ৩ পদবুধ বক্রিশনি বক্রি।লগ্নঃসিংহ রাশি সকাল ০৭ঃ১৫ঃ৪১ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ০৯ঃ২৫ঃ৫১ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ১১ঃ৪০ঃ০১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০১ঃ৫৫ঃ৪৬ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৪ঃ০১ঃ০৩ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৫ঃ৪৭ঃ৫৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৭ঃ২১ঃ২২ পর্যন্ত। মীন রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৫২ঃ২৫ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্র ১০ঃ৩৩ঃ০০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্রি ১২ঃ৩১ঃ২৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৪৪ঃ৪২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ০০ঃ২৫ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৮ শতকরা এবং ৬৫ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১১ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ২টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ১৪ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬টা ৯মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃ বিবাহের যোগ। বিদেশ যাত্রা শুভ। বাড়িতে অতিথি আসবে
বৃষ রাশিঃ সন্তানের বিবাহ নিয়ে কিছু সমস্যা থাকলেও আগামী দিনে তা কেটে যাবে। সংসারে শান্তি হবে।
মিথুন রাশিঃব্যবসায়ীরা এই সময় তাঁদের আটকে থাকা অর্থ উদ্ধারের চেষ্টা করুন। আর্থিক উন্নতি হবে।
কর্কট রাশিঃব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত শ্রম ও বুদ্ধির ফলে ব্যবসায় উন্নতি।
সিংহ রাশিঃ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা নিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে।
কন্যা রাশিঃআবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করুন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন
তুলারাশিঃখাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করুন। প্রতিবেশীর সঙ্গে মনোমালিন্যের জন্য গৃহনির্মাণে বাধা পড়তে পারে।
বৃশ্চিক রাশিঃদনটি আপনাকে শুভাশুভ ফল প্রদান করবে। শ্বশুর-শাশুড়ির মধ্যে একজনের শারীরিক অসুস্থতার জন্য অর্থ ব্যয় হতে পারে। জাতকের বন্ধুভাগ্য মোটামুটি ভালো।
ধনু রাশিঃ জমি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য জাতকের ঋণের আবেদন অনুমোদিত হওয়ার সম্ভাবনা।
মকর রাশিঃ দিনটি আর্থিক দিক থেকে শুভ। উচ্চপদস্থ কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে নিজের কাজ সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করুন।
কুম্ভ রাশি ঃব্যবসায় বড় লেনদেন করার আগে সবদিক বিবেচনা করে নেবেন। নব-বিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। শুভ দিন হবে।
মীন রাশিঃব্যবসায় সাময়িক ক্ষতির মুখে পড়লেও আত্মীয়দের সাহায্যে আবার উন্নতির মুখ দেখতে পাবেন। বিবাহের যোগ। শুভ রং হবে লাল।

সিবিআইকে দেওয়া ডেডলাইন পেরিয়ে গেছে, কোন পথে হাঁটবেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ আরজি কর কাণ্ডের তদন্ত রবিবারের মধ্যে শেষ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তদন্ত এজেন্সি সিবিআইয়ের উদ্দেশে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেছিলেন, ১৮ আগস্টের মধ্যে তদন্ত শেষ করে দোষীদের গ্রেফতার করতে না পারলে তিনি হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেন। ঘটনা হল, ওই পাশবিক ঘটনায় কলকাতা পুলিশ সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেফতার করার পর আর নতুন আর কোনও গ্রেফতার হয়নি। সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রায় ৬ দিন কেটে গেলেও দ্বিতীয় কাউকে গ্রেফতার করেনি। এর পরই নতুন কৌতূহল তৈরি হয়েছে। তা হল, সিবিআই তাঁর দেওয়া ডেডলাইন ফেল করার পর এবার কোন পথে হাঁটবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনা ঘটে গত ৮ অগস্ট। পরদিন ৯ আগস্ট অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। তার পর পরই বড় ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছিলেন, রবিবার তথা ১৮ আগস্টের মধ্যে পুলিশ দোষীদের গ্রেফতার করে তদন্ত শেষ করতে না পারলে তিনি তদন্তের ভার সিবিআইকে দিয়ে দেবেন। কিন্তু ততদিন অপেক্ষা না করে গত মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, অবিলম্বে তদন্তের ভার সিবিআইকে দিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''আমি রবিবার পর্যন্ত সময় চেয়েছিলাম। কিন্তু তার মধ্যেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া

হল। অথচ কলকাতা পুলিশ মঙ্গলবারের মধ্যেই ৩৪ জনকে জেরা করে ফেলেছিল। ১৬৪ জনের টিম তৈরি করা হয়েছিল, যাঁরা গত এক মাসের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু করেছিলেন।'' পর্যবেক্ষকদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন, আরজি কর কাণ্ডে সরকারের লুকনোর কিছু নেই। কিন্তু পর পর কয়েকটি ঘটনায় অনেকের মধ্যেই ভিন্ন ধারণা তৈরি হয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হল হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ পদে বসানো বা হাসপাতালের দেওয়াল ভেঙে দেওয়া। মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাবও ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয়েছে। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনেও চ্যালেঞ্জ হল এই ন্যারেটিভের অভিমুখটা ঘোরানো। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া ডেডলাইন পেরিয়ে গেলেও শাসক দল বা সরকার সোমবার রাত পর্যন্ত তা নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ নিয়ে কিছু বলেননি। তবে এও ঘটনা যে সিবিআইয়ের উপরেও চাপ বাড়ছে। তদন্তের দায়িত্ব পাওয়ার পর এখনও পর্যন্ত সিবিআই অনেককেই জেরা করেছে। আরজি কর হাসপাতালেও কয়েক দফা গিয়েছে তদন্তের জন্য। কিন্তু সঞ্জয় রায় ছাড়া দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তিকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করতে পারেনি। অথচ মৃতের বাবা এদিনও একাধিক সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন যে, ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে তাঁদের সন্দেহ, কোনও একজনের কাজ এটা নয়। আরও কেউ থাকতে পারে। অপরাধীরা সবাই শাস্তি পেলে তবেই মেয়ের আত্মা শান্তি পাবে। তবে হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে লাগাতার জেরা করে চলেছে সিবিআই। চার দিন পর পর তাকে সিবিআই দফতরে ডাকা হয়েছে। সোমবারও জেরা করা হয় সন্দীপের। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার ফের সুপ্রিম কোর্টে শুনানি রয়েছে। এখন দেখার উচ্চ আদালতে সিবিআই কী প্রাথমিক রিপোর্ট দেয়।

'নন্দীগ্রামের থেকেও খারাপ অবস্থা'
বললেন বুদ্ধদেব সরকারের আইনজীবী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ গত কয়েকদিন ধরে বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। শহর থেকে মফঃস্বল সর্বত্র ছড়িয়েছে আন্দোলনের আঁচ। চিকিৎসক, নার্স থেকে অভিনেতা, নাট্যকর্মী অথবা সাধারণ মানুষ, সবার মুখে একটাই কথা, 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। আর এবার বিচারালয় থেকেই প্রতিবাদে পথে নামলেন আইনজীবীরা। আরজি কর-কাণ্ডে 'তিলোত্তমা' মৃত্যুর বিচারের দাবিতে মিছিল করলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী। সেই মিছিলের প্রথম সারিতেই দেখা গেল রাজ্যের একাধিক প্রাক্তন এজি-কে। এদিন মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বহু বর্ষীয়ান আইনজীবী। প্রথম সারিতেই ছিলেন রাজ্য সরকারের প্রাক্তন এজি অনিন্দ্য মিত্র, প্রাক্তন এজি জয়ন্ত মিত্র। ছিলেন আইনজীবী সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি এজি পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। ছিলেন জিপি অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি রাজ্য সরকারের হয়ে একাধিক মামলা লড়েছেন। এদিন সংবাদমাধ্যমের প্রশ্ন তিনি বলেন, ''বিবেকের কাছে আমি দায়বদ্ধ। ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। এর প্রতিবাদ করতেই হবে। এমন ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা নন্দীগ্রামের সময়ও লড়েছি।'' প্রাক্তন এজি অনিন্দ্য মিত্র বলেন, ''নাগরিক সুরক্ষা সব মানুষের অধিকার। এই আন্দোলন শুধুমাত্র ডাক্তারদের জন্য নয়।'' মিছিলে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী প্রতীক ধর। নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় তৎকালীন বাম সরকারের আইনজীবী ছিলেন তিনি। এদিন আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, নন্দীগ্রামের থেকেও অনেক অনেক বেশি খারাপ। আমরা শকড। তার থেকেও বড় কথা হল, সঠিক তদন্ত হচ্ছে না। কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। অন্যদিকে এদিন হাইকোর্টের ভিতরে দুই আইনজীবীর লাগল তুমুল ঝগড়া। হা করে দেখল সকলে। একদিকে আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি আবার তৃণমূলের সাংসদও বটে। অন্যদিকে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি সিপিএমের তরুণ মুখ। একেবারে কোমর বেঁধে ঝগড়া শুরু করেন দু'জনে। কল্যাণও ছাড়ার পাত্র নন, সায়নও পাল্লা দিয়ে ঝগড়া করে চলেছেন। হাইকোর্টচত্বরে এমন ঘটনায় হতবাক বিচারপ্রার্থীরাই। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে দলমত নির্বিশেষে সোমবার একটি মিছিল করেন আইনজীবীরা। অভিযোগ, পরবর্তী সময়ে প্রতিবাদের সঙ্গে রাজনীতির রংও লাগতে শুরু করে। সায়নের অভিযোগ, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি বলেন ভোটে তাদের জমানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এরপরই পাল্টা বিতণ্ডায় জড়ান সায়নও। যদিও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্টা অভিযোগ, তিনি এক বর্ষীয়াণ আইনজীবী। তাঁকে ধাক্কাধাক্কি করা হয়েছে। একটা শান্তিপূর্ণ মিছিলে কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও আইনজীবীরা বলেন, কোনও ভেদাভেদ নয়, আরজি করের ঘটনার বিচারের দাবিতে সকলে একসঙ্গে পথে নেমেছেন এদিন। আরজি করে ডাক্তারি পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে তোলপাড় রাজ্য। ডাক্তার থেকে আইনজীবী, শিল্পী থেকে বুদ্ধিজীবী, পথে নেমেছেন সকলে। গলার শিরা ফুলিয়ে প্রতিবাদে সামিল আমজনতা। সকলেরই একটাই দাবি, বিচার চাই। অপরাধীর কঠোরতম শাস্তি চাই। সোমবার হাইকোর্টের আইনজীবীরাও মিছিল করেন। আর সেই মিছিলের সময়ই ঝগড়ায় জড়ালেন দুই আইনজীবী।

ধৃত সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্টের অনুমতি পেল সিবিআই!
কী তথ্য লুকোচ্ছে সে, জানা যাবে শিগগিরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ আরজি কর হাসপাতালে তরুণী ডাক্তার ধর্ষণ ও খুনের তদন্তে বড় মোড়। ঘটনায় গ্রেফতার হওয়া সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্টের জন্য সিবিআই-কে অনুমতি দিল আদালত। এই টেস্টের মাধ্যমে বোঝা যায়, যে কেউ মিথ্যা বলছে কিনা। সঞ্জয় রায়ের এই টেস্ট করলে জানা যেতে পারে, ওই দিন ঘটনার সময়ে সে ঠিক কী কী করেছিল, তার সঙ্গে আর কেউ ছিল কিনা এবং আরও নানা তথ্য। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কারও পলিগ্রাফ টেস্ট বা পরীক্ষার মাধ্যমে তার শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি, নাড়ির স্পন্দন তথা গতি, রক্ত চাপ, শরীর থেকে কতটা ঘাম বেরোচ্ছে ইত্যাদি দেখা হয়। কেউ মিথ্যা কথা বললে তার হৃৎস্পন্দন এবং রক্তচাপের পরিবর্তন ঘটে। তার মাধ্যমেই একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সবসময় যে ১০০ শতাংশ সঠিক ফল মেলে তা নয়, তবু একটা ধারণা করতে পারেন তদন্তকারীরা। প্রসঙ্গত, আজ, সোমবারই সামনে এসেছে নিহত চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট। বিস্তারিত রিপোর্টের উপসংহারে পরিস্কার বলা হয়েছে, শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে চিকিৎসককে। তা ছাড়া জোর করে তাঁর যৌনাঙ্গে কিছু ঢোকানো হয়েছিল, যা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে যৌন নির্যাতন করা হয়েছিল। বিস্তারিত পোস্ট মর্টেম রিপোর্টে এও বলা হয়েছে, চিকিৎসকের এন্ডোসার্ভাইকাল ক্যানেলে গাঢ় সাদা তরল পাওয়া গিয়েছে, চিকিৎসা পরিভাষায় যাকে বলা যেতে পারে, হোয়াইট থিক ভিসিড লিক্যুইড। যার ওজন হতে পারে ১৫১ গ্রাম। নিহত চিকিৎসক ছাত্রীর মরদেহের

ময়নাতদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী, তাঁর সারা শরীরে অনেকগুলি ছোট বড় ক্ষত ছিল। সব মিলিয়ে তার সংখ্যা ১৬টি। যেমন মাথায়, গালে, নাকে, ঠোঁটের ভিতরে, বাম কাঁধে ও হাতে, বাম হাঁটুতে, এবং যৌনাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়েছে। এই সব ক্ষতচিহ্নগুলোর কোনওটি ০.৩ X ০.১ ইঞ্চি মাপের তো কোনওটি ০.২ X ০.১ ইঞ্চি মাপের। বাম কাঁধের উপর ২ ইঞ্চি X ২ ইঞ্চি মাপের ক্ষত দেখা গিয়েছে। তা ছাড়া মৃত চিকিৎসরের দুই ফুসফুসে হেমারেজ অর্থাৎ রক্ত জমাট অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। গত শুক্রবার তথা ৯ আগস্ট আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চার তলার সেমিনার হলে তরুণী চিকিৎসকের মরদেহ মিলেছিল। সেদিনই তাঁর মরদেহের ময়নাতদন্ত করা হয়। পরিবার ও চিকিৎসকদের দাবি মতো একজন বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্ত করা হয়েছিল। কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল আগেই জানিয়েছিলেন, গোটা ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়ার ভিডিও গ্রাফি করা হয়েছে। সেই ভিডিগ্রাফারের নামও রয়েছে রিপোর্টে। সেই তদন্তেরই রিপোর্ট এখন পাওয়া গিয়েছে। রিপোর্ট দেখে সব মিলিয়ে অনেকেরই অনুমান, যে অত্যাচারের কথা বলা হয়েছে এবং যেভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে, তাতে একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারার সন্দেহই বাড়ছে। এই অভিযোগ অবশ্য প্রথম থেকেই করে এসেছেন নির্যাতিতাক বাবামা। তাঁরা দাবি করেছেন, এই ঘটনায় আরও কেউ জড়িত। কলকাতা পুলিশও প্রথম থেকেই সে কথা মাথায় রেখেছে। সিবিআই সূত্রের খবর, এই পরিস্থিতিতে সঞ্জয় রায়ের পলিগ্রাফ টেস্ট করা হলে সত্যিটা সামনে এলেও আসতে পারে।

সিভিক ভলান্টিয়ারদের জন্য বড় নির্দেশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ আর জি কর কাণ্ডের জের। এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের তথ্য তালাশে লালবাজার। লালবাজার থেকে থানা এবং ট্রাফিক গার্ডের কাছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে তথ্য জানতে চাওয়া হল বলে খবর। কর্মরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের অতীতে তাঁদের কোনও ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে কি না তা জানতে চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তাঁদের পরিচয়পত্র যাচাই এবং কাজে যোগ দেওয়ার পরে

একাধিক তথ্যে নজর পড়বে এবার

তাঁদের কাজের মূল্যায়ণ কী, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, আরজি করকাণ্ডে অভিযুক্ত হিসাবে উঠে এসেছে যাঁর নাম, যাঁকে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই অভিযোগ উঠেছে, তিনিও সিভিক ভলান্টিয়ার। পুলিশমহলে তাঁর অবাধ যাতায়াত। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তিনি বহু মানুষকে প্রতারণা করেছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। পড়ুয়া-চিকিৎসককে নিগ্রহ এবং খুনের

ঘটনায় এখনও তিনিই মূল অভিযুক্ত বলে কলকাতা পুলিশের তদন্তে চিহ্নিত। এই ঘটনা সামনে আসতেই উঠে আসতে শুরু করেছে তাঁর পুরনো একাধিক অপরাধের কথা। এই আবহে এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিস্তারিত জানতে চায় লালবাজার। নবান্নের নির্দেশেই কলকাতা পুলিশ তার থানাগুলির সমস্ত সিভিক ভলান্টিয়ারদের সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য চেয়ে পাঠিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

হাথরাস-কাণ্ডের তদন্তকারী অফিসার সীমা পাহুজা এবার আরজি কর-মামলার তদন্তে, কী এই অফিসারের পরিচয়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ তদন্তভার পাওয়ার পর আরজি কর-কাণ্ডে বিশেষ টিম গঠন করেছে সিবিআই। উচ্চপদস্থ অফিসারদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে সেই টিম। গত কয়েকদিন ধরে তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত করছে কেন্দ্রীয় সংস্থা। এবার সেই মামলায় দায়িত্ব দেওয়া হল সিবিআই আধিকারিক সীমা পাহুজাকে। হাথরাস ধর্ষণ-কাণ্ডেও তাঁর নেতৃত্বে হয়েছিল তদন্ত। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিক তিনি। হাথরাস মামলার তদন্তে সিবিআই যে টিম গঠন করেছিল, তার নেতৃত্বেও ছিলেন সীমা পাহুজা। হাথরাস-কাণ্ডের সময় সীমা পাহুজা ছিলেন উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদের সিবিআই ইউনিটের দুর্নীতি দমন ব্যুরো অর্থাৎ এসিবি-তে কর্মরত। তিনি ছিলেন ডেপুটি পুলিশ সুপার পদমর্যাদার অফিসার। ওই ব্যুরোতে প্রশংসনীয় কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পুলিশ মেডেলসহ একাধিক সম্মান পেয়েছেন তিনি। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তদন্ত করে সত্যি সামনে এনেছেন তিনি। ২০১৪ সালের ১৫ অগস্ট পুলিশ পদক পেয়েছিলেন সীমা পাহুজা। সিবিআই-এর স্পেশাল ক্রাইম ইউনিট-১-এ বহু বছর কাজ করেছেন তিনি। ২০২০ সালে উত্তর প্রদেশের হাথরাসে এক মহিলাকে গণধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে। সেই সময় সীমা পাহুজার নেতৃত্বে তদন্ত শুরু হয়। শোনা যায়, সিবিআই অফিসার সীমা পাহুজার হাতে মামলা হস্তান্তর করলে সেই মামলায় অভিযুক্তরা রেহাই পান না। এবার আরজি করের মামলাতেও আসল সত্যিটা তাঁর হাত ধরে বেরিয়ে আসবে কি না, সেই দিকে তাকিয়ে আছে সব মহল। হিমাচল প্রদেশের গুড়িয়া মামলাতেও দায়িত্বে ছিলেন ওই সীমা পাহুজা। এক শিশুকে অপহরণ করে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠেছিল এই মামলায়। সিবিআই-এর অন্দরে সৎ ও পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তি রয়েছে সীমা পাহুজার। গুড়িয়া মামলার কিণারা করতে তাঁর ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়।

ক্ষোভ উগরে রাস্তায় প্রতিবাদ, 'নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি', বললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ আরজি করে চিকিৎসকের মৃত্যুর ঘটনার পর নারী নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলারা রাস্তায় বেরিয়ে নিরাপত্তার দাবিতে সুর চড়াচ্ছেন। প্রশ্ন উঠছে রাজ্য সরকার তথা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। এবার সেই একই প্রশ্ন তুললেন খোদ তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে তথা হাইকোর্টের আইনজীবী প্রমিতী বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার অন্যান্য আইনজীবীদের সঙ্গেই প্রতিবাদে সামিল হতে দেখা যায় তাঁকে। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে এদিন পথে নেমেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবীরা। কোনও স্লোগান ছাড়া শুধুমাত্র কিছু ব্যানার হাতে পথ হাঁটেন তাঁরা। এই প্রসঙ্গে প্রমিতী বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''তদন্ত নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। তবে যা হয়েছে, তা ঠিক হয়নি। মানুষ রাস্তায় নেমে বিচারের

জন্য। আমরা আইনজীবীরাও রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'' গত কয়েকদিন পুলিশের ভূমিকা নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। আরজি করে মধ্যরাতে হামলার ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ থেকে শুরু করে রবিবার ফুটবল ক্লাবের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ! সাংসদের মেয়েও এবার পুলিশকে কটাক্ষ করতে ছাড়লেন না। প্রমিতী বলেন, ''ট্রোলের জন্য, খবর ছড়ানোর জন্য পুলিশের এত তৎপরতা। তৎপরতাটা আসলে কোথায় দেখানো উচিত, সেই প্রশ্ন উঠছে।'' আইনজীবী প্রমিতী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র একজন আইনজীবী বা সাংসদই নন, শাসকদলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একজন। তাঁর মেয়ে হলেও, প্রমিতীর দাবি, তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নন। আর ভুল কাজের জন্য প্রতিবাদ জানাতে হবে বলেই মনে করেন তিনি। সেই সঙ্গে প্রমিতী জানান, নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন তিনি। মহিলা আইনজীবীদেরও অনেক সময় রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। প্রমিতী বলেন, ''হ্যাঁ আমিও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। মহিলা হিসেবে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। ভেবে খুব কষ্ট হচ্ছে যে আমার শহরে এটা ঘটে গিয়েছে। আমরা তাকিয়ে আছি সিবিআই-এক দিকে।'' আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'আমি একজন মেয়ের বাবা, এক দিদির ভাই, এক মায়ের সন্তান। ন্যায় তো চাইতেই হবে। তিনি মনে করেন, রাস্তায় নামলে যারা বিকৃত মনস্ক মানুষ, তাদের একটা বার্তা দেওয়া দরকার।''

রেলওয়ে স্টেশনে ওএসওপি ষ্টল নিন, আর নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ পূর্ব রেল ইতিমধ্যেই হাওড়া, শিয়ালদহ, মালদা, ও আসানসোল স্টেশন সহ অন্যান্য বিভিন্ন স্টেশনে ও.এস.ও.পি. (এক স্টেশন এক পণ্য) স্টল স্থাপন করেছে, যেখানে স্থানীয় শিল্পী এবং শিল্পোদ্যোগীরা তাদের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রী ন্যায্য দামে বিক্রি করতে পারছেন। এই স্টলগুলোতে তাদের পণ্য প্রদর্শনের পাশাপাশি দেশবিদেশ থেকে অর্ডার পাচ্ছেন, ফলে তাদের আয় ও নিয়োগের সুযোগ বেড়েছে। যারা আগে এর সুযোগ পেতেন না, তাদের আর্থসামাজিক উন্নতি হচ্ছে এবং তারা একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পথে অগ্রসর হচ্ছেন। পূর্ব রেল এই ও.এস.ও.পি. স্টলের মাধ্যমে ভোকাল ফর লোকাল এবং লোকাল এক পণ্য প্রকল্পে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় হাওড়া, আদিসপ্তগ্রাম, অম্বিকা কালনা, আরামবাগ, আজিমগঞ্জ জংশন, বগিলা, চন্দননগর, বাঁশবেড়িয়া-সহ বিভিন্ন স্টেশনে স্টল স্থাপন করা হয়েছে। শিয়ালদহ ডিভিশনে দত্তপুকুর, পিয়ালী, লালগোলা, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর, বনগাঁ, দমদম ক্যান্টনমেন্ট সহ আরও অনেক স্টেশনে এই স্টলগুলো স্থাপন করা হয়েছে। এই স্টলগুলোর জন্য যারা ১৫ দিনের জন্য রেজিস্ট্রেশন করবেন, তাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ১৫০০ টাকা (জিএসটি সহ) এবং ২০ ইউনিট বিদ্যুতের ব্যবহার বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। ৩০ দিনের জন্য যারা রেজিস্ট্রেশন

টু গ্লোবাল ধারণাকে বাস্তবে রূপ দিতে কাজ করছে, যাতে স্থানীয় শিল্পের বিশ্বায়ন সম্ভব হয়। ইন্ডিয়ান রেলওয়ের এই উদ্যোগটি স্থানীয় উদ্যোক্তাদের জন্য অত্যন্ত সফল হয়েছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের হ্যান্ডক্র্যাফট শিল্পীদের জন্য, যারা তাদের পণ্য বাজারজাত করার সুযোগ পায় না। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তারা এখন সহজেই তাদের তৈরি হ্যান্ডক্র্যাফট গুলো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারছেন এবং এর মাধ্যমে তারা জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে সফল হচ্ছেন। হাওড়া ডিভিশনের অন্তর্গত প্রায় ১০০টি স্টেশনে এবং শিয়ালদহ ডিভিশনে ও ১০০টির কাছাকাছি স্টেশনে এক স্টেশন করবেন, তাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ২০০০ টাকা (জিএসটি সহ) এবং ৪০ ইউনিট বিদ্যুতের ব্যবহার বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। এর বাইরে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত চার্জ প্রযোজ্য হবে। বিস্তারিত তথ্য এবং শর্তাবলী www.er.Indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। স্থানীয় শিল্পী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ, যেখানে তারা সহজেই তাদের পণ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারছেন এবং যাত্রীরা সস্তায় তাদের পছন্দের হ্যান্ডক্র্যাফট পণ্য পেতে পারছেন। এই উদ্যোগটি উভয় পক্ষের জন্যই অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হয়েছে।

ক্যারাটে ইন্ডিয়া ফেডারেশন (কেআইএফ)-এর উদ্যোগে যশোড়া চারুবালা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হল ক্যারাটে বেল্ট টেস্ট-এর পরীক্ষা।

ট্রেনে চড়ে আসা পরিজনদের খুঁজতে দেখুন ট্রেন ও কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ আপনি প্লাটফর্ম-এ কাউকে আনতে গেছেন, হন্ত দন্ত হয়ে ঘুরছেন, কোচ খুঁজে পাচ্ছেন না, বা ট্রেন ধরার জন্য স্টেশনে গেছেন, হাতে খুব কম সময়, ট্রেন-এর কোচ বা ট্রেনটি কোন প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে বুঝতে পারছেন না, আপনাদের কথা মাথায় রেখেই পূর্ব রেল স্টেশন গুলিতে কোচ ও ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ডগুলি বসানোর ওপর জোর দিয়েছে। এগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাত্রীদের জন্য। এই বোর্ডগুলি ট্রেনের কোচগুলির স্থান ও ট্রেনটি কোন প্লাটফর্ম থেকে ছাড়বে তা নির্দেশ করে। যাত্রীদের হয়রানি কমানোই রেলের মূল লক্ষ্য। রেলযাত্রীরা এখন আরও সুবিধাজনক ও সহজতর যাত্রা উপভোগ করতে পারবেন, কারণ বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড এবং কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং তার ক্রমাগত ব্যাপ্তি ঘটানো হচ্ছে। এই সুযোগটি যাত্রীদের ট্রেনের আগমন ও প্রস্থান, প্ল্যাটফর্ম নম্বর এবং কোচের অবস্থান সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে, যার ফলে যাত্রীরা তাদের যাত্রা পরিকল্পনা করতে এবং বিনা ঝামেলায় ট্রেনে উঠতে পারবেন। ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ডগুলি ট্রেনের আগমন ও প্রস্থানের সময়সূচি এবং নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের তথ্য প্রদর্শন করে, এবং কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ডগুলি আগাম জানিয়ে দেয় প্ল্যাটফর্মে আগত ট্রেনের প্রতিটি কোচের অবস্থান সম্পর্কে। এটি যাত্রীদের উদ্বেগ কমাতে সহায়ক হয় এবং তাদের যাত্রা আরও আরামদায়ক করে তোলে। প্লাটফর্মের ইন্ডিকেশন বোর্ড দেখে ট্রেনে চড়ে আসা পারিজনদেরও সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমান আর্থিক বছর ২০২৪-২৫-এ, পূর্ব রেলওয়ের সিগনাল ও টেলিকম বিভাগ যাত্রীদের অভিজ্ঞতা উন্নত করতে বিভিন্ন স্টেশনে ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড এবং কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড স্থাপন করেছে। যে স্টেশন গুলোতে ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড এবং কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে সেগুলি হল সিমুলতলা, বাসুকীনাথ, পাণ্ডবেশ্বর, সিউড়ি, বিদ্যাসাগর, দেওঘর, সাঁইথিয়া, আজিমগঞ্জ, নৈহাটি, শিবনারায়ণপুর, গিরিডি, শঙ্করপুর, লালগোলা, শান্তিপুর, জামতারা, পিরপৈতি, মুর্শিদাবাদ, চিত্তরঞ্জন এবং সুলতানগঞ্জ। ২০২৪-২৫ আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত ১৪টি স্টেশনে টিআইবি এবং ৮টি স্টেশনে সিআইবি স্থাপন করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতে আরও বিস্তারের পরিকল্পনা রয়েছে। এই উদ্যোগটি যাত্রী সুবিধা ও পরিষেবার উন্নতির প্রচেষ্টার অংশ। ইতিমধ্যে বিদ্যমান ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড এবং কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ডগুলির উন্নতি ও বৃদ্ধি করে আসানসোল ডিভিশনের ১০টি স্টেশনে, মালদা ডিভিশনের ২টি স্টেশনে এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের ২টি স্টেশনে ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে। অন্যদিকে আসানসোল ডিভিশনের ২টি স্টেশন, হাওড়া ডিভিশনের ২টি স্টেশন, মালদা ডিভিশনের ৩টি স্টেশন এবং শিয়ালদহ ডিভিশনের ১টি স্টেশনে কোচ ইন্ডিকেশন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে, যা পূর্ব রেলওয়ের উদ্ভাবন এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতিশ্রুতিকে আরও জোরালোভাবে প্রমাণ করে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৬০ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৩ ভাদ্র, ১৪৩১

বহু ভাষা অর্জনকারী বাঙালি

তরকারির খোসা দিয়ে অক্ষর চিনতে শিখেছিলেন, স্বল্প জীবনে ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে এনেছিলেন প্রখ্যাত বাঙালি পন্ডিত হরিনাথ দে। আজকে তাঁকে কেউ আর চেনে না। তাঁর নাম করলে লোকেরা অবাক হয়ে থাকে। সবজি কাটতে কাটতে ছোট্ট হরিনাথকে তরকারির খোসা দিয়ে বর্ণমালা চিনিয়েছিলেন মা। কিছুক্ষণ পর সেই খোসা আর কয়লা নিয়ে গোটা বাড়ি ভরিয়ে দিয়েছে বাংলা বর্ণমালায়। এভাবেই ভাষার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়ে গিয়েছিল হরিনাথের। সে তো ছিল নিজের ভাষা, মাতৃভাষা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার ঘটতে থাকে সেই ছোট্ট বয়স থেকেই। স্থানীয় চার্চ থেকে বাইবেল নিয়ে পড়তে শুরু করেছিলেন। কয়েকদিন পর চার্চের ফাদার দেখেন, ছেলে গোটা বাইবেল হিন্দিতে অনুবাদ করে ফেলেছে! ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আড়িয়াদহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এশিয়া ও ইয়োরোপের বহুসংখ্যক ভাষায় পারদর্শিতা অর্জ্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বয়স ৩০ পূর্ণ হওয়ার আগেই তিনি পৃথিবীর ৩৪টি ভাষা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। জীবিকাসূত্রে তিনি কোলকাতা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরির (বর্তমানে ভারতের জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থাগারিক এবং ঢাকা কলেজে ইংরেজি ভাষার অধ্যাপকের দায়িত্ব পালন করেছেন। হরিনাথ তাঁর প্রাথমিক পড়াশোনা রাইপুর হাই স্কুলে শেষ করে কলকাতা যাত্রা করেন পরবর্তী পড়াশোনার জন্য। কলকাতা এসে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়েন এবং স্কুলের পাঠ শেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ১৮৯৩ সালে হরিনাথ প্রেসিডেন্সির ছাত্র হিসেবেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ও ইংরেজি ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে যান্মানিক স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং ওই বছরই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ল্যাটিন ভাষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকারি বৃত্তি লাভ করেন। এরপর তিনি ইংল্যান্ড যান কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভের জন্য। সেখানে ক্রাইস্ট'স কলেজে ভর্তি হন। কেম্ব্রিজে পড়ার সময়েই হরিনাথ গ্রিক ভাষায় এম.এ.-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে। এর পর হরিনাথ প্যারিসে যান এবং সেখানকার সর্বন বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবি ভাষা শেখেন। এরপর হরিনাথ মিশর গিয়ে আরবি ভাষাও শেখেন। আরবি ভাষা শেখা শেষ করে হরিনাথ জার্মানির মারমুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য যান এবং এখান থেকে তিনি সংস্কৃত, তুলনামূলক ব্যাকরণ এবং আধুনিক ভাষা শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯০০ সাল নাগাদ তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত 'ক্লাসিকাল ট্রাইপস' পরীক্ষার প্রথম ভাগ দিলেন এবং এই পরীক্ষাতেও প্রথম শ্রেণীতেই উত্তীর্ণ হলেন। পরের বছরই তিনি মধ্যযুগীয় আধুনিক ভাষায় ট্রাইপস পরীক্ষায় ডিগ্রি অর্জন করলেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হরিনাথ দে গ্রিক, লাতিন ও হিব্রু ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ভাষা নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। হরিনাথ দে সম্পাদনায় ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল "Macaulayós Essay On Milton" গ্রন্থের এক অভিনব সংস্করণ।

'মহাজাতি সদন' স্থাপন

১৯৩৯ সালের ১৯ অগস্ট সুভাষচন্দ্র, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। মধ্য কলকাতায় মহাত্মা গান্ধী রোডে মেট্রো স্টেশনের পাশে অবস্থিত মহাজাতি সদন শুধুমাত্র একটি প্রেক্ষাগৃহ নয়। এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস। ১৯৩৯ সালের ১৯ অগস্ট সুভাষচন্দ্র, বিধানচন্দ্র রায় প্রমুখ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাজাতি সদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। তবে তার আগে ১৯৩৭ সালের মে মাসে সুভাষচন্দ্র বসু তাঁদের এলগিন রোডের বাড়িতে তাঁর বন্ধু অ্যাডভোকেড নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র এবং স্থানীয় যুবকদের নিয়ে একটি সভা ডেকেছিলেন। সেই সভায় সুভাষচন্দ্র কলকাতার নাগরিকদের সভাসমিতি ডাকার উপযুক্ত একটি বড়ো প্রেক্ষাগৃহ স্থাপনের ইচ্ছার কথা প্রকাশ করেন। এর কিছুদিন পর সুভাষচন্দ্র মধ্য কলকাতায় সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ (অধুনা চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ) ও হ্যারিসন রোডের (অধুনা মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযোগস্থলের কাছে কলকাতা পৌরসংস্থার ৩৮ কাঠা জমির সন্ধান পান। এই স্থানটিই সুভাষচন্দ্র প্রস্তাবিত প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের জন্য নির্বাচন করেন। তাঁর আবেদনে পৌরসংস্থা ১ টাকা লিজে জমিটি সুভাষচন্দ্রকে দিয়ে দেয়। সেই প্রস্তাবিত প্রেক্ষাগৃহের নামকরণের জন্য অনুরোধ করা হয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। রবীন্দ্রনাথ প্রেক্ষাগৃহের নামকরণ করেন 'মহাজাতি সদন'। শান্তিনিকেতনের বিশিষ্ট স্থপতি সুরেন্দ্রনাথ কর মহাজাতি সদনের নকশা তৈরির দায়িত্ব পান। তারপর সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকেই এই প্রেক্ষাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুরোধ জানান। এদিকে ১৯৪১ সালে সুভাষচন্দ্র বসু দেশত্যাগ করলে মহাজাতি সদন নির্মাণের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। যেহেতু ওই সময় ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ফেরার ঘোষণা করে এবং তাঁর নামে থাকা মহাজাতি সদনের জমির লিজও বাতিল করে দেয়। তখন সুভাষচন্দ্রের দাদা শবৎচন্দ্র বসু ও নৃপেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ব্রিটিশ সরকারের এহেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করেন। আদালতের রায়ে অবশ্য লিজ বাতিল বেআইনি ঘোষিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়। ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'মহাজাতি সদন বিল' পাশ হয়। এরপর তদনীন্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায় মহাজাতি সদন নির্মাণের কাজ শুরু করেন। ১৯৫৮ সালের ১৯ অগস্ট তিনিই মহাজাতি সদনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন। মহাজাতি সদন মানেই হল সকল জাতির একটি সম্মিলিত স্থান। সেখানে সব জাতিরা একত্রিত হতে নিজেদের কথা বলতে পারবে। ব্যক্ত করবে মনে ভাব।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মানব কল্যাণে ব্যবহার হতে পারে এই সব রকমের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ করলে তা কখনও বিফলে যায় না। স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে হবে। বলবান হতে হবে। মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। শারীরিক এবং মানসিক শক্তি র্জন করতে পারলে তবেই বড় হওয়া সম্ভব। কখনও সৎ কাজ করবে না। তাহলেতোমার শক্তি একটি সময়ে নষ্ট হয়ে যাবে। শক্তিকে ধারন করতে হবে। তার জন্য সত্যবাদিতা হওয়ার খুবই প্রয়োজন। যিনি সত্যের পথ ধরে চলেন তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারে না। তিনি ন্যায় পথ ধরে চলে বলেই তাঁর চলার পথ সুগম হতে থাকে।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

তারাপীঠের মা কালী হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তারাপীঠের মায়ের পুজো করতে হবে। আরাধনা করতে হবে। নারী শক্তির জাগরণ চাই। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। নারীদের শিক্ষিত করে তুলে হবে। যদি শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের সম্পদশালী করতে সক্ষম হয় তাহলে গোটা দেশটা সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। বাংলার প্রতিটি ঘর ঘরে প্রতিভা বিকশিত হতে থাকে।

বাংলা চলচ্চিত্রকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য এককভাবে যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতেন সত্যজিৎ রায় তারই সুফল ঘরে উঠে আসতো

বিশেষ প্রতিবেদক

অভিনেতা শ্রদ্ধেয় প্রদীপ মুখোপাধ্যায় কলকাতার সিমলার বাসিন্দা ছিলেন কৈশোরে। মেধাবী ছাত্র হিসেবে হেয়ার স্কুলে তাঁর পড়াশোনা। এরপর সিটি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন নাটকে অভিনয় করতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ তখন, যখন তিনি নক্ষত্র থিয়েটার গ্রুপে অভিনয় করছেন। এরপর স্নাতক হয়ে তিনি আইন নিয়ে পড়তে শুরু করেন। অভিনয় ছিল তাঁর নেশা। তপন থিয়েটারে নিয়মিত অভিনয় করেছেন। তবে চাকরীর খাতিরে পরবর্তী কালে সপ্তাহান্তে অভিনয় করতেন তিনি। বাংলা চলচ্চিত্রের গড়পড়তা মূলধারার অভিনেতা তিনি ছিলেন না। কিন্তু অন্যধারা যাকে আমরা আর্ট ফিল্ম বলে থাকি সেই ধারার এক অসাধারণ ব্যতিক্রমী অভিনেতাদের মধ্যে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল নাম। সত্যজিৎ রায়ের কলকাতা ট্রিলজির 'জন অরণ্য' র সোমনাথ চরিত্র দিয়ে তাঁর চলচ্চিত্রের অঙ্গনে আত্মপ্রকাশ। বর্ষীয়ান এই অভিনেতার জন্ম এবং প্রয়াণ দুই -ই হয় আগস্ট মাসে।

সত্যজিৎ রায়ের দরজায় যেভাবে অনেকে অভিনয়ের জন্য ঘুরে যান, আমি তাঁদের মধ্যে একজন ছিলাম। ১৯৭৪-এ, ডিসেম্বরের ২১ তারিখ থেকে কেমন একটা আকস্মিক অভিঘাতে বা সময়ের, মুহূর্তের এক অলীক পরম্পরায়, আমি কিন্তু তাঁদের মতো রইলাম না। তাঁদের থেকে একদম আলাদা হয়ে গেলাম। সেদিনটা ছিল কোনও এক রবিবার। ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই বাড়ির তিনতলায় ডোরবেলের আওয়াজে ওঁরই মতো একজন লম্বা মানুষ বেরিয়ে 'কী চাই' বলাতে আমি আমার নাম বললাম এবং কোথা থেকে আসছি অর্থাৎ দলের নাম বললাম। তিনি ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। একটু পরেই, হালকা চটির শব্দ। দরজার ফ্রেমে ঈষৎ হাস্যোজ্জ্বল মুখের সত্যজিৎ রায়- 'তুমি? এতদিন কোথায় ছিলে?' একটু বিরতি দিয়ে- 'আমি তো তোমার খোঁজে অনেককে বলেছি। এমনকী তোমার দলে একজনকে পাঠিয়েও ছিলাম, এসে খবর দিল তোমার দল বন্ধ।' হৃৎপিণ্ড পলক থেমে, আবার চালু হল যেন হাজার শব্দের দামামা বাজিয়ে- যেন জয়লাভের সহর্ষ ঘোষণা। এবার বাকি কেবল জয়পতাকা মাটিতে শক্ত করে পুঁতে ফেলা, যেন কোনওভাবেই উপড়ে না যায়। ওঁর পরের কথাগুলো- 'তোমার নাম তো আমি জানি না, কিন্তু তোমার ঠিকানাটা আমার লিখে রাখা উচিত ছিল। আমি কেবল চেহারার বর্ণনা দিয়ে লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু দলের কেউ বিবরণ অনুযায়ী কাউকে নির্দিষ্ট করে বলতে পারল না। কয়েকজন খবর পেয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি তাদের বলেছি, না না আপনারা কেউ নন, আমি যে ছেলেটির কথা ভেবেছি- ছেলেটি ফরসা, রোগা, গালভাঙা, চোখে চশমা, চুল বড় বড় উল্টে আঁচড়ানো।' দরজায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল। বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালী

যুগ। হঠাৎ বললেন- 'তুমি কাল একবার আসতে পারবে? কী করো তুমি?' -চাকরি করি। -কখন যেতে হয়? সময় বলাতে বললেন- 'ঠিক আছে তুমি সকালে সাড়ে আটটা নাগাদ এসো। তোমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দেব। দরকারে তোমার ফ্যাক্টরিতে গাড়ি পৌঁছে দেবে'। সত্যজিৎ রায়ের বাড়ির কাঠের চক্রপুঞ্জ সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছিলাম, তখন কেন জানি না মনে হচ্ছিল সিঁড়ির ধাপে পা পড়ছে না। ওঁর জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর যেন একটা দৈববাণীর মতো মনে হচ্ছিল। আবার মনে হচ্ছিল সত্যিই কি কিছু ঘটতে চলেছে? এতদিন তিল তিল করে যে আশা, আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস আমার মধ্যে গড়ে উঠেছে, তার একটা রূপরেখা কি আগামী কালই স্পষ্ট হয়ে উঠবে? সাদামাটা ঘষটে চলা জীবনে সত্যিই পরদিন অর্থাৎ সোমবার মনে হল একটা সুন্দর দিনের সূচনা হতে চলেছে। শীতের ডিসেম্বর। কলকাতা আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠার আগেই আমি আগের দিন ছোট মামার কাছ থেকে আনা একটা ভাল শার্ট এবং নিজের সস্তার ফোমের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে সকালের জাঁকিয়ে পড়া ঠান্ডায় শ্যামবাজার থেকে এল-নাইনের দোতলায় চেপে বসলাম। বাস আমাকে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এক্সাইড মোড়ে নামিয়ে দিল। সেখান থেকে ওঁর বাড়ি ঢিলছোড়া দূরত্বে। নির্ধারিত সময়ের দশ মিনিট আগেই ডোরবেলে হাত রাখলাম আমি। কী আশ্চর্য, আমার হাতে একটুও কম্পন হচ্ছে না, গতকালও যেটা হয়েছিল। হচ্ছে না, আর হবেও না কোনও দিন। কারণ এটাই আমার অভীষ্ট পথ। অনেক দিন, অনেক বিপর্যয়ের ঝড়, হেলাফেলা, উপহাস সহ্য করে আজ এখানে এসে পৌঁছেছি। বুঝলাম, আমার মধ্যে একটা জোশ দাপাদাপি শুরু করছে। বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালী যুগ। নিজেই দরজা খুলে ভিতরে নিয়ে গেলেন। আমাকে বসতে বলে নিজে বসলেন- 'কী, আসতে অসুবিধে হয়নি তো? আমি তো ভাবলাম আজকে যা জাঁকিয়ে শীত পড়েছে, এতদূর থেকে আসবে?' চারিদিকে বইয়ে ঠাসা বিরাট ঘর, দু'ভাগে ভাগ করা মেঝে থেকে প্রায় অর্ধেক দেওয়াল পর্যন্ত থরে থরে বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই। ভিতরের যে আর্মচেয়ারে উনি বসেন, তাঁর সামনে একটা নিচু টেবিল। বাঁদিকের দেওয়ালে একটা তক্তপোষ। সুন্দর চাদর পাতা। তার উপর আবার অনেক বই-ম্যাগাজিন, জার্নাল। ঘরে বাকিটা জুড়ে বিরাট সোফা সেট। ঢোকার সময়ই চোখ গেল বাঁদিকে দেওয়ালে রাখা পিয়ানোয়। যেখানে উনি বসলেন, তার বাঁদিকে ছোট র‍্যাক। সেখানেও নানা টুকিটাকি জিনিস। উপরের তাকে একটা কালো টেলিফোন। ওঁর চেয়ারের ডানদিকে একটা বড় হরলিক্সের মুখ খোলা বোতলে জল ভর্তি আর তাতে নানা সাইজের তুলি ডোবানো। একটা বড় চিনেমাটির পেন স্ট্যান্ড। অনেক রকম পেন। হঠাৎ মনে হল, কী লম্বা মানুষ। সাদা পাজামা একটু উঁচু করে পরা ও লম্বা পাঞ্জাবি, তার উপর আলগোছে ছড়ানো শাল। কী ব্যক্তিত্ব মানুষটার! কণ্ঠস্বর মেঘমন্দ্রিত, টানা ব্যাকব্রাশ করা চুল, উন্নত নাসা, চওড়া কপাল, কেবল ডানদিকের চিবুকের নিচে একটা বড় আঁচিল ওঁর সৌষ্ঠবের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। কেবল চোখ আটকে যায় ও চোখের দিকে তাকালে মনে হয় এক দৃষ্টিপাতে উনি মানুষের ভিতরটা পড়ে নিতে পারছেন। বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালী যুগ। 'হ্যাঁ, কোথায় থাকো তুমি?' উত্তর শুনে বললেন 'উত্তর কলকাতার আরও উত্তরে না?' নিজে থেকেই বললেন, 'সল্টলেক সিটি বলে একটা নতুন জায়গা হয়েছে শুনেছি। এয়ারপোর্ট যাওয়ার সময় চোখে পড়ে। ওদিকটায়? 'না, ঠিক বিপরীতে লেকটাউন বলে একটা নতুন জায়গা তৈরি হয়েছে, তারই কাছে যশোর রোডের উপর।' 'তুমিও উত্তর কলকাতার? আমার তো তোমাকে প্রথমে দেখে দক্ষিণ কলকাতার মনে হয়েছিল। কতদিন অভিনয় করছ? বাড়িতে কে কে আছেন? পড়াশোনা কত দূর? চাকরি কতদিনের? চাকরিতে কী কী কাজ করতে হয়? ডিউটি আওয়ার্স কতক্ষণের?' সমস্ত কিছু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন। ডান পা-টা মাঝে মাঝে সেন্টার টেবিলে রাখছেন। একটা হাত শালের অংশ দিয়ে মুখের নিচুটুকু ঢেকে রেখেছেন। সেটা সরিয়ে কথা বলছেন আবার যথাস্থানে নিয়ে যাচ্ছেন। একসময় বাঁদিকের র‍্যাক থেকে প্যাকেট বের করে সিগারেট ধরালেন। ইতিমধ্যে আমার বাড়ির ঠিকানা অফিসের ঠিকানা ফোন-সহ লিখে ফেলেছেন। বাড়ির ফোন নেই। একসময় এক মহিলা এলেন। আলাপ করিয়ে দিতে বুঝলাম, ওঁর স্ত্রী বিজয়া রায়। একটু আলাদা ধরনের চেহারা। ব্যক্তিত্বময়ী আবার ওঁর বয়সি গুরুজনদের মধ্যে যে স্নেহময়ী চেহারা থাকে তার খুব কাছাকাছি। বললেন- মানিক তো তোমাকে বেশ ক'দিন হল ভীষণভাবে খুঁজছে। কিন্তু তোমার কোনও ঠিকানা রাখেনি। কেবল তোমার চেহারার বর্ণনা দিয়ে বলছে আমার কাছে আসে কিন্তু অনেক দিন আসেনি। মনে হয় সাউথের দিকে কোথাও থাকে। দলের নামটা বলছে, সেটা আবার নর্থের। যাক তুমি এসেছ। মানিক কাল রাত্রে বলেছে তুমি আসবে। 'মানিক তোমাকে খুঁজছে'- বিজয়া রায়ের প্রথম লাইনটা শুনে মনে হল শিল্পী আলাপ শেষ করে মূল রাগে প্রবেশ করলেন। সত্যজিৎ রায় আমাকে সেদিন অনেক কথা জিজ্ঞেস করলেন। আমি আমার বুদ্ধি অনুযায়ী উত্তর দিলাম, আবার আমিই ওঁকে নানা প্রশ্ন করেছিলাম যার বেশ খানিকটাই বোকার মতো। উনি কিন্তু একটুও বিরক্ত না হয়ে আমি যাতে বুঝতে পারি সেভাবেই উত্তর দিলেন। তবে এটা ঠিক, আমি প্রথম সাক্ষাৎকারে সাবলীল থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম। একসময় বিজয়া রায় উঠে গেলেন। তার কিছু পরেই একজনের হাত দিয়ে চা-জলখাবার ভর্তি ট্রে পাঠিয়ে দিলেন। উনি আমাকে চা এগিয়ে দিয়ে খাবার নিতে বললেন এবং নিজেও এক পেয়ালা চা হাতে নিলেন। আমার চা খাওয়ার ভঙ্গি বুঝতে পেরে হঠাৎই বললেন, 'কী খুব খারাপ লাগছে তো? আমরা এতবার চা খাই যে পাতলা না খেলে চলে না। তোমারও কয়েক দিন বাদে অভ্যেস হয়ে যাবে।' ওঁর বাড়ির চা পাতলা হলেও এক অপূর্ব সুগন্ধযুক্ত। একসময় হঠাৎ উঠে ভিতরে চলে গেলেন। ফিরে এসে বসার আগে বেনসন হেজেসের একটা সিগারেট প্যাকেটের সেলোফেন খুলে সামনে হালকা করে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন- 'নাও, ভাল সিগারেট, সিগারেট খাও তো? ধরাও, শীতে ভাল লাগবে।' আমায় ইতস্তত দেখে বললেন, 'ধরাও, লজ্জা কেন? আমার সামনে আমার ছেলে ছাড়া সবাই খায়। আমি কিছু মনে করি না।' অগত্যা আমিও আর আপত্তির খুব একটা কারণ দেখলাম না। সিগারেট যতক্ষণ খাচ্ছিলাম, দেখলাম ধরানো থেকে ছাইদানিতে গুঁজে রাখা পর্যন্ত লক্ষ করলেন খুঁটিয়ে। একসময় সাক্ষাৎপর্ব শেষ হল। তখন ঘড়িতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় পেরিয়ে গিয়েছে। উঠে দরজার কাছ পর্যন্ত এসে বিদায় জানানোর মুহূর্তে বললেন- 'একটা ছবি করব। এখনকার কাহিনি নিয়ে। তোমাকে ভেবে রেখেছি। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। ব্যাপারটা একদম গোপন থাক। প্রয়োজনে তোমাকে ডাকব।' এভাবেই দু'দিন কেটে গেল। একদিন সন্ধেবেলা হঠাৎ-ই জরুরি তলব। বের হলাম অফিস থেকে ওঁর ওখানে যাব বলে। মৌলালি থেকে ধর্মতলা আসতে অনেক সময় পেরিয়ে গেল। সেদিন ছিল ২৪ ডিসেম্বর। নির্ধারিত সময়ের অনেকটাই পরে পৌঁছলাম। দেরির কারণ ব্যাখ্যা করাতে বললেন- 'ঠিক আছে। আজ আর ঘরে কোনও কথা নয়, অন্য লোক এসে গিয়েছে। তুমি যাও তোমাকে আর আটকাব না।' আমি ঘুরে গিয়ে নামব বলে পা বাড়িয়েছি, তখন বললেন-ও হ্যাঁ, শঙ্করের 'জন অরণ্য' উপন্যাসটা পড়ে ফেলো, ওখানে সোমনাথ অর্থাৎ হিরো চরিত্রটার কথা আমি তোমার জন্য ভেবে রেখেছি। কথা ক'টি অত্যন্ত নিচু গলায় বলেই আমার অবাক হওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন সুন্দর করে আশ্বাসের হাসি হাসলেন সত্যজিৎ রায়। এই অবাক হওয়াটা কিন্তু ঘটনার আভিঘাতে নয়, বরং কাঙ্ক্ষিত সুযোগটা এইভাবে কোনও ভনিতা না করে সহজভাবে এসে গেল বলে। কারণ প্রথম দিন উনি এবং ওঁর স্ত্রী আমার সম্পর্কে যেভাবে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলেছিলেন, আমি বুঝেছিলাম যে যদি কোনও স্তরে নিজেকে অক্ষম বা অপারগ প্রমাণ না করি, তাহলে আমি ওঁর পরবর্তী কোনও এক ছবির নায়ক বা কোনও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে যাচ্ছি। এটা এমন এক অনুভূতি, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, কেবল ঘটনা পরম্পরা যখন সাফল্যের দিকে মানুষকে পরিচালিত করে, তখন মানুষ এই অনাস্বাদিত পূর্ব অনুভূতির আস্বাদন পায়। মাঝে মাঝে অফিসে ফোন করতেন 'কেমন আছি' বা যদি সময় থাকে তাহলে চলে আসতে বলতেন। ওঁর বাড়ির আড্ডায় গিয়েছি, সেটা বসত রবিবার। প্রথম দিকে আমার পরিচয় পেতে উৎসুকদের কিছু বলতেন না। পরে আমার নাম বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন 'আমার পরবর্তী ছবির হিরো' বলে। আমার মনে হত শব্দটার কী ওজন! অনেক দিন হয়ে গেল 'আপনি, আজ্ঞে' বলে চালিয়ে দিয়েছি, এবার হঠাৎই একদিন 'মানিকদা' শব্দ উচ্চারণ করে ফেললাম, করে বুঝলাম ঠিকই করেছি। বয়সের বাধা পেরিয়ে সকলেই ওঁকে । 'মানিকদা' বলে, কেবল দু'-একজন ছাড়া- যাঁদের উনি একেবারে ছোটবেলায় দেখেছেন বা অন্য কোনওভাবে সম্পর্কিত। তথ্য সূত্র (একটি দৈনিক পত্রিকা)

রোমান্টিক সঙ্গীত-জীবনে গুলজার সাহেব

বিশেষ প্রতিবেদক

'মেরা কুছ সামান - গুলজার। অনুবাদ - আখতার জাভেদ। 'আমার কিছু জিনিষ আজো পড়ে আছে তোমার কাছে, শ্রাবণের কিছু ভেজা ভেজা দিন আর, চিঠিতে লেপ্টানো এক রাত- সে রাত তুমি নিভিয়ে দিও, তবুও আমার সেসব ফিরিয়ে দিও- পাতাঝরা মৌসুমে শুকনো কিছু পাতা পড়ে আছে - আছে তো? সেখানেই আরো কিছু পাতা পড়ার শব্দ-এসেছে ফিরে কানের কাছ হতে - পরে পাতাঝরা সেই গাছের এক শাখা, এখনো রয়ে গেছে কানের পাশে, তাও ফেলে দিও, তবুও আমার সেসব ফিরিয়ে দিও -একশো ষোলটি চাঁদের রাত, তোমার কাঁধে সেই তিল নরম মেহদীর সৌরভ, মিছেমিছে কিছু অভিযোগ- মিছে কিছু প্রতিশ্রুতি, তাও মনে করিয়ে দিও, সব পাঠিয়ে দিও, আমার যা ছিল সব ফিরিয়ে দিও...। বাঙালির থেকে বেশি রবীন্দ্রনাথ বোঝেন গুলজার। রবীন্দ্রসঙ্গীতের রিমেক নয়। রোম্যান্টিক রবীন্দ্রনাথকে আজকের প্রজন্মের জন্য নতুন করে খুঁজলেন গুলজার। তিব্বত থেকে সেই গল্প বললেন শান্তনু মৈত্র। শুনলেন স্রবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়। সন্ধে নেমেছে মুম্বইয়ের রাস্তায়। সাদা পোশাকের সেই মানুষটি কলম চালাচ্ছেন খাতার সাদা পাতায়। খস খস শব্দ। মরচে ধরা পাতা পড়ছে, নাকি তৈরি হচ্ছে কোনও ইতিহাস? ৮২ বছরের এক কবি খুঁজতে থাকলেন আর এক প্রেমের কবিকে। রবীন্দ্রনাথ দাড়ি নিয়ে জন্মাননি। রবীন্দ্রনাথকে আমরা এই ভুল নিয়ে পড়ি। যেন জন্ম থেকেই উনি দাড়ি নিয়ে জন্মেছেন। গুলজার বলেছিলেন, "টেগোর কো পড়ণ্ডতে হুয়ে হাম ইস ভুল মে রহতে হ্যায় কি টেগোর দাড়িকে সাথ হি প্যায়দা হুয়ে থে।" তাই 'গীতাঞ্জলি'র কবি নয়। হ্যান্ডসাম, রোম্যান্টিক এক কবিকে আবার করে খোঁজার জন্য জড়ো হলাম আমরা। আমি, শ্রেয়া, শান। প্রথম সুজিত সরকারের 'ইঁহা'তে আমরা চারজনই ছিলাম। এ বার ফিরলাম রবীন্দ্রনাথ নিয়ে। টানা পাঁচ বছর ধরে চলেছে আমাদের এই কবিতা-গানের মেহফিল। গুলজার আফশোস করতেন, আমাদের দেশ সে ভাবে রবীন্দ্রনাথকে চিনল না, হিন্দিভাষীরা তো জানে উনি 'গীতাঞ্জলি' লিখে নোবেল পেয়েছেন। সেই নোবেল চুরি গেছে। আর রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সঙ্গীত লিখেছেন। ব্যস ওই পর্যন্ত!

প্রায়ই যেতাম গুলজারের কাছে। উনি লেখার টেবিলে বসে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরা। চারদিকে শুধু বই আর বই। মনে হত যেন মন্দিরে এসেছি। একদিন বললেন, " প্রায়ই আসো, আর চা খাও, আর চায়ের পাতা খরচা করো। এভাবে কী চলবে? কিছু তো করতে হবে"। ওঁর হেঁয়ালির মধ্যেই আসল কথা লুকিয়ে থাকে। বুঝলাম কিছু একটা করতে চাইছেন। উনি পরে আরও পরিষ্কার করে বললেন, "গুরুদেব তো আমাদের চাকরি খেয়ে নিয়েছেন। উনি সুরও দিয়েছেন, কথাও লিখেছেন। তোমার, আমার আর কী কাজ? চলো ওঁকে নিয়ে কিছু করি।" রবীন্দ্রনাথকে ভালবেসে বাঙালি মেয়ে বিয়ে দশ বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' পড়ে থমকে গিয়েছিল এক কিশোর মন। বদলে গিয়েছিল জীবনকে দেখার চোখ। আড্ডায় একদিন বললেন; দেখিয়ে, টেগোর কিৎনে খামোশ সওয়াল করতে হ্যায় জিন্দেগি সেখ। 'খামোশ সওয়াল'! দুটো শব্দ যে পাশাপাশি যেতে পারে কোনও দিন ভেবে দেখিনি। গানের মধ্যে দিয়ে তো অনেক দেখেছি রবীন্দ্রনাথকে। এ বার গুলজারের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথের সুরের সুতোগুলো খুলতে লাগল আমাদের সামনে। শান বলত, এত বার তো রবীন্দ্রনাথের গান গেয়েছি, কিন্তু কথাগুলো তো এ ভাবে ভিতরে ধাক্কা দেয়নি আগে। গুলজারই শিখিয়েছেন রবীন্দ্র নাথের গান পড়ে তার পর ওঁর অন্য লেখা পড়তে। বলতেন, "উনকে গানা শুনো, উসকে বাদ ফিকশন, ড্রামা পড়ো।" এতটা ডেডিকেশন আজকের ক'জন বাঙালির মধ্যে আছে? মনে আছে, এক সন্ধেয় বাড়িতে বসে আছেন। যেতেই বললেন, আজ যা পেয়েছি, এত দিন ধরে এত লেখা পড়েছি অন্য কারও 'নাজাম'য়ে (লেখায়) আমি এই অনুভব খুঁজে পাইনি! কী আশ্চর্য। টেগোর কী সুন্দর বুঝিয়ে দিয়েছেন, "জাহাঁ জাহাঁ জিন্দেগি কা দমন উসকে গুঞ্জায়িশ সে জাদা খিঁচা ওয়াহাঁ ওয়াহাঁ উসকি শাঁস ছুট গয়িদ। ফুল শুকিয়ে গেল কেন? কারণ প্রেমের চঞ্চলতায় আমি তাঁকে গলার মালা করে আঁকড়ে ধরেছিখতাই সে মূর্ছা গেল। নদী শুকিয়ে গেল কেন? তাকেও জোর করে আমার কাছে আটকে রাখতে চেয়েছি। তাইগ্ধ শুকিয়ে গেল। গুলজার পড়ালেন নতুন পাঠ। যা চাইছি তাকে হাতের মুঠোয় বন্দি না করে যদি খোলা আকাশে মেলে ধরিখতবেই তাকে নিজের করে পাওয়া হল! গুলজারের প্রিয় আলুসেদ্ধ ভাত, সরষের তেল। মাসে অন্তত দু'বার ওর পালি হিলসের 'বসকিয়ানা'তে পৌঁছে যেতাম। যত কাজই থাকুক, আমরা তিন জনে পাঁচ বছর ধরে মাসে অন্তত দু'বার ওঁর বাড়িতে যেতাম। উনি বলতেন, রবীন্দ্রনাথ অনেকের মধ্যে, অনেক কিছুর মধ্যে কাজ করতেন, সৃষ্টি করতেন। আমরাও যখন তাঁকে নিয়ে চর্চা করব কেউ একা একা আলাদা কাজ করব না। জমজমাট আড্ডা, খানাপিনার মধ্যে দিয়েই হইহই করে গানবাজনা করব। খানাপিনায় গুলজারের প্রিয় আলুসেদ্ধ ভাত। সরষের তেল থাকবেই। শ্রেয়া নানান রকম মাছ নিয়ে হাজির হতো। ওই সময়গুলো যেন রূপকথার মতো ছিল। দেখতাম, এক জন কবি তাঁর আগের প্রজন্মের কবিকে কী ভাবে বুকে আঁকড়ে ধরে বাঁচছেন। এত বার ওঁর বাড়ি গেছি কিন্তু কোনও দিন রবীন্দ্রনাথের বই ছাড়া ওঁকে দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ পড়বেন বলে বাংলা শিখেছিলেন। হেসে বলেছিলেন, "শুধু কি তাই? বিয়েও তো করেছি বাঙালিকে।" তবে এটাও বলতেন, "আমার রবীন্দ্র সঙ্গীত শব্দটা উচ্চারণ নিয়ে জয়া (বচ্চন) এখনও ঠাট্টা করে। শুনে হেসে উঠতাম আমরা। গুলজারের কবিতা-গানে, ইন্টারলিউডে রবীন্দ্রসঙ্গীত একদিন আমি ওঁর বাড়িতে হাজির। ওঁর টেবিলের উল্টো দিকে দুটো চেয়ার থাকে। আমি একটা চেয়ারে বসে আর একটাতে গিটার রাখতেই উনি চেয়ার থেকে গিটারটা তুলে নিতে বললেন। আমি ভাবলাম কেউ বোধহয় আসবে। ওঁকে জিজ্ঞেস করতেই বললেন "গিটার সরাও, চেয়ারে রবীন্দ্রনাথ বসে আছেন। শুনছেন আমরা কী করছি।" এভাবেই ভাবতে শিখিয়েছিলেন তথ্য সূত্রঃ শান্তনু মৈত্র।

সম্পাদক সমীপেষু

ভোজনরসিক বাঙালি জীবন

মিত্র ক্যাফে ঃ শতাব্দী পুরানো ক্যাফে, একসময় সেলিব্রিটিদের দেখার জন্য একটি গন্তব্য ছিল মিত্র ক্যাফে। এখনও কবিরাজি, ব্রেইন চপ, মাটন চপের জন্য বিখ্যাত, জায়গাটি বেশিরভাগ সময়ই পূর্ণ থাকে এবং বিশেষগুলি খাবারগুলো রেস্তোরা খোলার এক ঘন্টার মধ্যেই অদৃশ্য হয়ে যায়। ১৯২০এর দশকে প্রতিষ্ঠিত, এটি এখন কলকাতার অবশিষ্ট 'কেবিন'গুলির মধ্যে একটি। শোভাবাজার মেট্রো স্টেশনের কাছে অবস্থিত। **মোলারুজ ঃ** পার্ক স্ট্রিটে তার আইকনিক উইন্ডমিলের সম্মুখভাগ সহ মোলারুজ নিঃসন্দেহে সেই আইকনিক জায়গাগুলির মধ্যে একটি যা আপনি মিস করতে পারবেন না। সিজলারদের মধ্যে বিশেষজ্ঞ, মোলারুজ এখন অনেক বছর ধরে একটি কিংবদন্তি গন্তব্য। পরিণীতা মুভিতে মোলারুজ 'নয়ি নাহি ইয়ে বাতেন...'-তে রেখা নাচছেন, সম্ভবত এই জায়গার কিংবদন্তি ব্যাখ্যা করবে। নিখুঁত পরিবেশন এবং ক্লাসিক অভ্যন্তরীণ সহ সেই চটকদার রেস্তোরাঁগুলির মধ্যে একটি যা গ্রাহকদের প্রিয় পছন্দের মধ্যে অন্যতম। **রয়্যাল ইন্ডিয়ান হোটেল ঃ** এই শহরে প্রথম বিরিয়ানি নিয়ে আসে। এটি তার একাধিক প্রতিপক্ষের (শহরের অন্যান্য বিরিয়ানির চেইন) সাথে তাদের পরিবেশন করা বিরিয়ানি গুলির মধ্যে আলু অনুপস্থিতির প্রতিযোগিতা করে। তাদের ইতিহাস অনুসারে, তারা তাদের প্রতিষ্ঠার পর থেকে লখনউই বিরিয়ানি পরিবেশন করেছে। যদিও এতে বাঙালির প্রিয় বিরিয়ানির উপাদান নেই, তবুও এই জায়গাটি বেশিরভাগ সময়ই পূর্ণ থাকে। **আমিনিয়া ঃ** অসংখ্য কেন্দ্র থেকে বিরিয়ানি পরিবেশন করে, নিউ মার্কেটের কাছে ধর্মতলায় প্রথম আমিনিয়া খোলা হয়েছিল। এই জায়গাটি স্বাধীনতার দিনে অস্তিত্বে এসেছিল এবং বাংলার তরুণ এবং নবীন ফুটবলারদের কারণে জনপ্রিয়তা পেয়েছিল যারা একটি ভাল খেলার পরে তাদের প্রিয় বিরিয়ানির জায়গা থেকে এক প্লেট বিরিয়ানির জন্য ফিরে আসত। **লক্ষ্মী নারায়ণ শ অ্যান্ড সন্স ঃ** এই দোকানটি শুধুমাত্র নিরামিষ বাঙালি খাবার পরিবেশনের জন্য বিখ্যাত অন্যথায় তেলেভাজা নামে পরিচিত। তেলেভাজা যে কোনো বাঙালির জন্য একটি প্রিয় ব্রেকফাস্ট এবং লক্ষ্মী নারায়ণ শ অ্যান্ড সন্স, নিঃসন্দেহে শহরের সেরা তেলে ভাজা পরিবেশন করে। যারা ভাবছেন যে এই জায়গাটি কত পুরানো, এটি বিকল্পভাবে নেতাজির তেলেভাজা নামেও পরিচিত ছিল এবং তার দুটি জন্মদিন এই দোকানেই উদযাপন করা হয়েছিল। **প্যারামাউন্ট ঃ** প্যারামাউন্ট একটি অস্বাভাবিক কিন্তু অসাধারণ জয়েন্ট যা শুধুমাত্র বিভিন্ন পানীয় পরিবেশন করে। কলেজ স্ট্রিটে অবস্থিত, এই স্টোরটি ১৯১৮ সাল থেকে গ্রাহকদের সেবা করে আসছে যার মধ্যে বেশ কিছু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্যারামাউন্ট তার অত্যন্ত দ্রুত এবং নম্র পরিষেবার সাথে শরবতের অনন্য স্বাদ যোগ করে। **ট্রিনকাস ঃ** পার্ক স্ট্রিটে অবস্থিত, ট্রিনকাস একসময় প্রিয় লাইভ মিউজিকের গন্তব্য ছিল। উষা উত্থুপের মতো কিংবদন্তিরা এখানে বন্ধ দরজার মধ্যে পারফর্ম করেছেন। ১৯৫০ এর দশকে লাইভ মিউজিকের মক্কা হিসাবে মূল্যবান ট্রিনকাস এখনও তার টেবিলে সংগীতে দুর্দান্ত স্বাদের লোকদের আমন্ত্রণ জানায়। এটি এখনও শহরের কয়েকটি রেস্তোরাঁর মধ্যে একটি যেখানে আপনি একটি সুন্দর পানীয় এবং রাতের খাবার উপভোগ করার সময় লাইভ সঙ্গীত শুনতে পারেন। **অ্যালেন কিচেন ঃ** এই ১৩২ বছর বয়সী রেস্তোরাঁটি শহরের সূক্ষ্ম রন্ধনপ্রণালীর একটি গর্বিত ল্যান্ডমার্ক।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে আবার হাওড়ার রাজপথে নামলেন আন্দোলনকারীরা। সোমবার দুপুরে হাওড়া ময়দান থেকে এক প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। মিছিল শেষ হয় শিবপুর মন্দিরতলায়। মিছিলে বিভিন্ন কলেজের ছাত্রছাত্রীরা অংশ নেন। এদিনও মিছিলে স্লোগান ওঠে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস' কয়েক হাজার ছাত্রছাত্রী এদিনের মিছিলে পা মেলান।

ঠান্ডা পানীয়তে ওষুধ মিশিয়ে গৃহবধূকে গণধর্ষণের অভিযোগ কাটোয়ায়ঃ গ্রেপ্তার ১

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ আগস্ট ঃ আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে নৃশংস ভাবে খুনের ঘটনায় যখন সারা রাজ্য উত্তাল, তখন স্বাধীনতা দিবসের দিন কাটোয়ায় ফের এক গৃহবধূকে গণধর্ষণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। ওই গৃহবধূকে ঠান্ডা পানীয়ের সাথে ওষুধ মিশিয়ে অচৈতন্য করে গণধর্ষণ এবং সেই ধর্ষণ ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করার ভয় দেখিয়ে বারংবার গৃহবধূকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল ২ যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনার তদন্ত নেমে ১ জন কে গ্রেফতার করলো কাটোয়া থানার পুলিশ। পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার গাফুলিয়া গ্রামের ওই গৃহবধূ অভিযোগ করেন, ১৫ আগস্ট ওই গ্রামেরই এক টোটো চালক রাজেশ নন্দী ওরফে রাজার টোটোতে করে কাটোয়ায় ডাক্তার দেখানোর জন্য গিয়েছিলেন। সেই সময় টোটো চালক রাজেশ ওই গৃহবধূর সরলতার সুযোগ নিয়ে তাকে কাটোয়ার লেলিন সরণিতে অবস্থিত একটি বেসরকারি হোটেলে নিয়ে যায় এবং তাকে ঠান্ডা পানীয়ের সাথে ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে দেয়। এরপর সে অচৈতন্য হয়ে পরে। তার অচৈতন্যের সুযোগ নিয়ে গাফুলিয়া গ্রামের রাজেশ নন্দী এবং গুস্করা গ্রামের বিশ্বজিত হালদার নামের ওই দুই যুবক মিলে তাকে গণধর্ষণ করে। গৃহবধূ যখন এই ঘটনা তার স্বামীকে জানাবে বলে তখন ওই বিশ্বজিত হালদার নামে যুবক এই গৃহবধূকে হুমকি দেয় যে যদি এই ঘটনা সে প্রকাশ করে তাহলে তার গোপন ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল করে দেবে তারা। এই বিষয়ে ভয় দেখিয়ে ওই গৃহবধূকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায় এবং আবার ধর্ষণ করতে থাকে। বিশ্বজিত হালদার নামক ওই যুবক বিবাহিত। জানা গেছে, ওই গৃহবধূর স্বামী কর্মসূত্রে হায়দ্রাবাদে থাকেন। বিশ্বজিত হালদারের বাড়ি থেকেই সুযোগ পেয়ে ওই গৃহবধূ তার স্বামীকে পুরো ঘটনাটি জানালে তার তার স্বামীর পরিবারের লোকেরা ওই গৃহবধূকে ১৭ আগস্ট শনিবার বিকালে উদ্ধার করে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যায়। পরের দিন অর্থাৎ রবিবার তাকে সাথে নিয়ে এসে কাটোয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। এরপর এই ঘটনার তদন্ত নেমে পুলিশ ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করেছে।

অবশেষে শুরু হলো তুফানগঞ্জ থেকে সিতাই পর্যন্ত বাস পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ আগস্ট ঃ তুফানগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হলো। অবশেষে শুরু হলো তুফানগঞ্জ থেকে সিতাই পর্যন্ত একটি বাস পরিষেবা! সোমবার কালিবাড়ি নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে

আনুষ্ঠানিকভাবে বাসের শুভ সূচনা করেন তুফানগঞ্জ ১ ব্লক জুগ্ম সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক মোহম্মদ তৌফিক আলী। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তুফানগঞ্জ থানার মেজবাবু রাজু রায় তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার সাধারন সম্পাদক চানমোহন সাহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা। এই বিষয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমা মোটর মালিক ইউনিয়নের সভাপতি সন্তোষ সাহা বলেন, তুফানগঞ্জবাসীর একটা দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বক্সিরহাট ভায়া তুফানগঞ্জ থেকে বলরামপুর দিনহাটা ও সিতাই পর্যন্ত একটি বাস পরিষেবা চালু করা হোক। অবশেষে তুফানগঞ্জবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হল, আজ থেকেই তুফানগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড থেকে একটি বাস পরিষেবা চালু হল এই বাস প্রত্যেকদিন দিনে দুবার করে তুফানগঞ্জ থেকে সিতাই পর্যন্ত যাতায়াত করবে।

পরচা, এবার থেকে অনলাইনে বাংলা ভাষায় আবেদন করা যাবে

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ জমি কেনার পর তার পরচা নিজের নামে করানোর জন্য এবার থেকে অনলাইনে বাংলা ভাষায় আবেদন করা যাবে। এর ফলে গ্রাম বাংলায় বহু মানুষ উপকৃত হবেন। সাধারণ মানুষের সুবিধার জন্য অনলাইনে পরচার আবেদন জানানোর প্রক্রিয়া শুরু হলেও আবেদনের মাধ্যম এখনো ইংরেজি। ফলে গ্রামীন এলাকার মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। মধ্য সত্যভোগী ও দালালেরা এর সুযোগ নিচ্ছে। এবার এই সমস্যা দূর করতে বাংলা ভাষায় পরচার আবেদন জানানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর সূত্রে জানা গেছে। বাংলা ছাড়াও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষাতেও এই সুবিধা আনার ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে প্রশাসন। এখন মিউটেশন, জমির চরিত্র বদল, উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আবেদন সবই ভূমি সংস্কার দফতরার নিজস্ব পোর্টাল বাংলার ভূমি মারফত অনলাইনে করা যায়। অনলাইনে যে কোনও আবেদন জমা করার পর এসএমএস-এর মাধ্যমে তার প্রাপ্তিস্বীকার করা হয়। তবে এখন তা আসে ইংরেজিতে। আগামী দিনে এই এসএমএস বাংলায় পাঠানো হবে বলে জানা গেছে।

সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের আহ্বানে আলোচনা সভার আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ১৯ আগস্ট ঃ আজ সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের আহ্বানে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটে ব্লকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আজকের সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব হাফেজ আব্দুল হাকিম সাহেব। পিছিয়ে পড়া সমাজের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি সেখ ফজলুর রহমান, তিনি বলেন, বিশ্ব সহ সারাদেশ ও রাজ্যে যেভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের উপর অত্যাচার ও মহিলাদের উপর নির্যাতন চলছে তার তীব্র প্রতিবাদ করেন এছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়নের ধারা যাতে করে অব্যাহত থাকে, সে বিষয়ে সংগঠনের কর্মীদের আহ্বান করেন, আজকের সভায় সারা বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মূল্যায়ন বক্তব্য রাখেন সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ কর্মী সেখ জালাল উদ্দিন এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা সম্পাদক সেখ হামিদুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব হাজী মোহাম্মদ আক্রাম সাহেব সংগঠনের কোলাঘাট ব্লক কমিটির সম্পাদক সেখ জাহাঙ্গীর, জনাব সেখ সাজাহান সহ সংগঠনের বিভিন্ন কর্মী আজকের অনুষ্ঠিত টি পরিচালনা করেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি মির্জা মহম্মদ মাসুম ।

আবার ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল রাজধানী এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ আগস্ট ঃ আবার ট্রেন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল রাজধানী এক্সপ্রেস, স্থানীয় মানুষ সূত্রে জানা যায় আম বাড়ি থেকে এনজেপি যাবার পথে একটি মালগাড়ির ইঞ্জিন বিকল্প হয়ে পরে। হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পরে মাল গাড়ি আমবাড়ি স্টেশন থেকে তিন কিলোমিটার দূরে সাহু ডাংগির কাছে। কিন্তু কিছু সময় পর সেই মাল গাড়ির পিছনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে রাজধানী এক্সপ্রেস। বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল রাজধানী এক্সপ্রেস বলে জানা গেছে। রেলের পক্ষ থেকে তড়িঘড়ি মালবাহী ট্রেন কে নতুন ইঞ্জিন লাগিয়ে এনজেপি নিয়ে যাওয়া হয়। তার পরেই রাজধানীকে আমবাড়ি স্টেশনে ফিরিয়ে নিয়ে কিছু সময় পর এনজেপি এর উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মাল গাড়ির পিছনে রাজধানী এক্সপ্রেস চলে আসায় চাঞ্চল্য তৈরি হয় এলাকায়। প্রচুর মানুষ দুটি ট্রেন দেখতে এগিয়ে আসে। এলাকায় ভিজ জমে যায়। পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে রেল। কি কারনে এক লাইনে একটি গাড়ি থাকা সত্ত্বেও আরেকটি গাড়ি চলে আসে। এই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে রেল। এই বিষয়ে রেল দপ্তরের পক্ষ থেকে কোন মন্তব্য করতে চাই না কেউ।

পথে নামলো স্কুল ছাত্রীরা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ আগস্ট ঃ ১৯ আগষ্ট সোমবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের লোহাপুরে আর জি কর কাণ্ডের দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ছাত্রছাত্রীদের একটি মিছিল বের হয় নলহাটিতে। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি বেশ কিছু অভিভাবক ও অংশ নেয় এই মিছিলে। লোহাপুর এফসিআই গোডাউন থেকে মিছিল বার হয়ে কাটাগড়িয়া মোড় আসতেই পানাগড় মোরগ্রাম ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর বসে পড়ে পথ অবরোধ করে শাস্তির দাবি তুলে। প্রায় কুড়ি মিনিট পর অবরোধ তুলে নেয়। এর ফলে কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে ঘটনাস্থলে নলহাটি থানার লোহাপুর ক্যাম্পের প্রচুর পুলিশ ছুটে আসে। তারপর যান চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়।

শহরের সমাজবন্ধু ও বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের সাথেই রাখি বন্ধন উৎসব পালন মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ আগস্ট ঃ সোমবার দেশ জুড়ে যথাযথ মর্যাদায় ও শ্রদ্ধার সাথে পালিত হলো রাখি বন্ধন উৎসব। তথাকথিত বা প্রচলিত ভাবে বোন বা দিদিরা তাদের দাদা, ও ভাইদের রাখি পরানোর নিয়ম বা প্রচলন থাকলেও বর্তমান সময়ে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতির বার্তা ছড়িয়ে দিতে সকলেই সকলকে রাখি পরিয়ে এই বিশেষ দিনটিকে আরও বিশেষ ও স্মরণীয় করে তুলতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু আমাদের রোজনামচার জীবনে ঘুম থেকে আমরা ওঠার আগেই শহরকে পরিচ্ছন্ন করার তাগিদে যারা ভোর থেকে পথে নেমে পরে সেই সকল সমাজ বন্ধুদের অনেকেই মনে রাখে না, আর এই বিশেষ রাখি বন্ধন উৎসব এর বিশেষ দিনে শহরের সকল সমাজ বন্ধুদের প্রতি ধন্যবাদ ও ভ্রাতৃত্বের বার্তা দিতে উদ্যোগী হলো নবদ্বীপের মহিলাদের সামাজিক সংগঠন নারী শক্তি । শুধু সমাজ বন্ধু নয় এদিন তারা এই পবিত্র রাখি বন্ধন উৎসব পালনের জন্য পৌঁছে যান শহরের দক্ষিনাঞ্চলে অবস্থিত নবদ্বীপ এস পি সি ব্লাইন্ড স্কুলে। সেখানের সকল পড়ুয়াদের সাথেও সংগঠনের তরফে রাখি পরিয়ে এই রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে। আয়োজকেরা জানায় নবদ্বীপ শহরে তুড়াপাড়া এলাকায় নারী শক্তি নামক তাদের সংগঠন, যেখানে প্রায় ৫০ জন সদস্যা রয়েছে, তাদের মধ্যে সিংহ ভাগই গৃহবধূ। তবে সমাজ ও মানুষের জন্য কিছু করার প্রচেষ্ঠা নিয়ে সংগঠনের পথ চলা শুরু হয়। বছর ভর তারা বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে থাকে বলেও জানায়। পাশাপাশি সংগঠনের তরফে আরও জানায় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে পাঁচ দিন ব্যাপি বিভিন্ন সামাজিক ও প্রতিযোগীতা মূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, আর এই রাখি বন্ধন উসব পালনের মাধ্যমে তার সমাপ্তি হল। তবে উল্লেখ যোগ্য ভাবে তারা সমাজ বন্ধুদের সাথে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করে শহরের বুকে এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো তা বলাই বাহুল্য।

বর্ধমানের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উদ্যোগে গন রাখি বন্ধন কর্মসূচি

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ১৯ আগস্ট ঃ শিশু ও বয়স্কদের উন্নয়ন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলা ডিএসটি চ্যারিটেবল মিশন উদ্যোগে এক গন রাখি বন্ধন কর্মসূচির আয়োজন করা হল সোমবার। এদিন সকালে মিশনের সদস্য সদস্যারা কার্জন গেট চত্বর, কোর্ট কম্পাউন্ড, বিসি রোড, বড় নীলপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ, মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত পথচারিকে রাখি পড়িয়ে সৌভাতৃত্বের বার্তা দেন। মিশনের সভাপতি সুভাশীষ ভট্টাচার্য্য, সম্পাদক প্রভাস দাস, সহ সভাপতি সুনন্দা বৈশ্য, কোষাধ্যক্ষ দীপালি সরকার সহ প্রণব বিশ্বাস (ম্যানেজমেন্ট), গোপাল বসাক, মৌসুমী বসাক, মিঠু কর্মকার সহ অন্যান্য সদস্য ও সদস্যারা। এদিন বর্ধমান মহিলা থানার আইসি কবিতা দাস সহ অন্যান্য মহিলা পুলিশ কর্মীদের রাখি পরানো হয়। আইসি নিজেও ডিএসটি চ্যারিটেবল মিশনের সদস্য সদস্যাদের রাখি পড়িয়ে দেন। এছাড়া প্রেস কর্ণারের সাংবাদিক, ট্রাফিক পুলিশ, রাস্তার হকার ও বর্ধমান সদর থানার পুলিশ কর্মীদের রাখি পরানো হয় মিশনের পক্ষ থেকে। মিশনের সভাপতি সুভাশীষ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, ভারত সরকার অনুমোদিত তাদের এই মিশন সমাজকল্যান ও মানবাধিকার বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে। পিছিয়ে পরা শিশু ও অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সামগ্রিক উন্নয়নের পাশাপাশি বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষের মধ্যে সৌভাতৃত্বের বার্তা দিয়ে আসছে। রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। তাই রাখি বন্ধন কর্মসূচির মাধ্যমে তারা মানুষের কাছে একটা সদর্থক বার্তা তুলে দিতে চাইলেন।

হয়নি প্রতিশ্রুতি পূরণ, যৌথভাবে মৌন মিছিল মঙ্গলা হাট ব্যবসায়ী সংগঠনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ আগস্ট ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর পুরো একটি বছর পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত রাজ্য সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে মুখে কালো কাপড় বেঁধে সোমবার যৌথভাবে মৌন মিছিল করে হাওড়ার মঙ্গলা হাট ব্যবসায়ী

সমিতি (সেন্ট্রাল) এবং পোড়া হাট ব্যবসায়ী সংগ্রাম সমিতি। এদিন সংগঠনের তরফ থেকে এক ডেপুটেশন কর্মসূচি নেওয়া হয়। পোড়াহাট ব্যবসায়ী সংগ্রাম সমিতির সাধারণ সম্পাদক দিলীপ দত্ত বলেন, এক বছর আগে জনৈক প্রোমোটার পোড়াহাটে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যেই আজকের এই মৌন মিছিল। হাটের গেট থেকে শুরু করে ঘুরে জেলাশাসকের বাংলো হয়ে আবার গেটে এসেছি। হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজকুমার সাহা বলেন, অগ্নিকাণ্ডের পর বছর ঘুরে গেলেও আমাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ হলো না। এদিন মুখে কালো কাপড় বেঁধে মৌন মিছিল বার করা হয়েছিল। এই দিনটা কালো দিন হিসেবে বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে আমাদের বিভিন্ন আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। যা আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল তা পূরণ করা হয়নি। এখানকার ব্যবসায়ীরা অবহেলিত। অবহেলা এবং বঞ্চনার প্রতিবাদেই এদিন এই মৌন মিছিল।

কিউআর কোড ভিত্তিক টিকেটিং সিস্টেম জনপ্রিয় হচ্ছে মেট্রোতে

কলকাতা, ১৯ আগস্ট ঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন করিডোরে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলি যাত্রীদের দ্বারা ভালভাবে গৃহীত হয়েছে এবং দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলির মধ্যে একটি হল কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম যা সম্প্রতি কলকাতা মেট্রোতে চালু করা হয়েছে। প্রথম দিন থেকেই, এই সিস্টেমটি মেট্রো যাত্রীদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। গত তিন মাসে, অর্থাৎ ২০২৪ সালের মে, জুন এবং জুলাই, আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এই কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের জন্য বেছে নিয়েছেন যা তাদের কয়েন এবং নোটে সঠিক ভাড়া পরিবর্তন বা টেন্ডার সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম করেছে। মেট্রো বুকিং কাউন্টারে। গত মাসে অর্থাৎ জুলাই, ২০২৪-এ, প্রায় ৯.৩৪ লক্ষ যাত্রী টিকিট সিস্টেমের এই মোডটি ব্যবহার করেছেন যা রুপি পেয়েছে। কলকাতা মেট্রোকে ৪.৬৫ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের মে এবং জুন মাসে, মেট্রোতে ভ্রমণ করার জন্য যথাক্রমে ৫৬,০০০ এর বেশি এবং প্রায় ৩.৬ লাখ যাত্রী কিউআর কোড ভিত্তিক টিকিট কিনেছিলেন। আশা করা হচ্ছে যে আগামী মাসগুলিতেও, এই পরিসংখ্যানগুলি উন্নত হতে থাকবে কারণ আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীরা এই ঝামেলা-মুক্ত এবং দ্রুত টিকিটিং সিস্টেমটিকে 'কলকাতার লাইফ লাইন'-এ ভ্রমণ করতে পছন্দ করবেন।

রাখী বন্ধন উৎসব

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ১৯ আগস্ট ঃ রামপুরহাট সহ জেলার বিভিন্ন জায়গাই রাখী বন্ধন উৎসব পালিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে হিন্দু-মুসলিম ভাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে রাখী বন্ধন হয়। মাল্যদান করেন ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯ আগষ্ট সোমবার বেলা ১০টা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের লোহাপুরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুব কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে সারা রাজ্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয় রাখী বন্ধন উৎসব ও সংস্কৃতি দিবস।এই শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে হয় এই উৎসব। সকলের মঙ্গল কামনায় রাখীবন্ধন তাই বাঙালীর বিভেদের বিরুদ্ধে সম্প্রীতির বন্ধন। যদিও ভাই বোনের উৎসব এটি। তবে বর্তমানে এই উৎসব সকলেই পালন করছে। এই উৎসবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও স্বাধীনতা সংগ্রামের এক অনন্য ইতিহাস। বিভিন্ন আধিকারিক থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি পথচলতি মানুষদের হাতে বেঁধে দেওয়া হয় রাখি ও সকলকে মিষ্টিমুখ করানো হয়। এছাড়াও অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পড়ুয়াদের নিয়ে। আকাশ বাতাস মুখরিত হয় রবি-কন্ঠে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান! অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অমিতা মন্ডল, ব্লক যুব আধিকারিক রাজা সর্দার, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ নাগর চন্দ্র কোনায়, জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ সাবিবর হোসেন, পঞ্চায়েতের প্রধানরা সহ আরো অনান্য আধিকারিকরা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ও লোহাপুর ক্যাম্পের পুলিশ আধিকারিকরা। শেষ হয় দুপুর ১২টা নাগাদ।

দ্য রামেশ্বরা জুট মিলস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল১৭১১৯ডব্লুবি১৯৩৫পিএলসি০৪৬১১১
রেজিস্টার্ড অফিসঃ বিড়লা বিল্ডিং, ৮ তলা,
৯/১ আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ +৯১ ৩৩-৩০৫৭৩৭০০/৩০৪১০৯০০ (এক্সটেনশন নং ৮৬০)
ফ্যাক্সঃ +৯১ ৩৩ ২২১০৯৪৫৫
ওয়েবসাইটঃ www.rameshwarajute.com, ই-মেলঃ sharedepartment@rjm.co.in

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেডের বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বৃহস্পতিবার বিকেল ৩:০০টায় ১৬ তলা, বিড়লা বিল্ডিং, ৯/১ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে ব্যবসায় লেনদেনের সুবিধা যেমন এজিএম আহ্বান করা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('অ্যাক্ট') এর ধারা ১০১ এবং ১৩৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ('এমসিএ') এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এসইবিআই)-এর অধীন প্রণীত বিধি এবং সার্কুলারগুলি সহ পঠিত কোম্পানি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে এজিএম-এর নোটিশটি ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন করেছে যারা কোম্পানিতে বা ডিপোজিটরিগুলির সাথে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধিত করেছে। বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশের প্রকৃত অনুলিপি সেই সদস্যদের কাছে উপলব্ধ করা হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করতে পারেন।

আর্থিক বছরের ২০২৩-২৪-এর বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইটে যেমন www.rameshwarajute.com এবং যথাক্রমে সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল) অর্থাৎ https://www.evotingindia.com-এ পাওয়া যায়।

কোম্পানি (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) বিধিমালা, ২০১৪-এর ২০-এর সাথে পড়া আইনের ১০৮ ধারার বিধান অনুসারে এবং তালিকাকরণ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা, প্রবিধান ২০১৫-এর প্রবিধান ৪৪ অনুসারে, কোম্পানিটি ই-প্রদান করছে নোটিশে উল্লিখিত যেকোনো বা সমস্ত ব্যবসায় ইলেকট্রনিক উপায়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার জন্য কাট অফ তারিখ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শারীরিক বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের ভোট দেওয়ার সুবিধা। সদস্য / শেয়ারহোল্ডাররা, যারা এজিএম-এ উপস্থিত থাকবেন এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে তাদের ভোট দেননি তারা এজিএম-এ তাদের ভোট দেওয়ার যোগ্য। যাইহোক, যেসব সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন তারাই কেবল এজিএম-এ যোগদানের জন্য যোগ্য হবেন।

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু হবে সোমবার, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ০৯.০০টায় (আইএসটি) এ এবং শেষ হবে, ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বুধবার বিকেল ০৫.০০টায় (আইএসটি) এ। যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদন (এজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি সহ) ইমেল করার পরে এবং কাট অফ ডেট অর্থাৎ বৃহস্পতিবার, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পরে শেয়ারহোল্ডার হন তিনি নোটিশে দেওয়া পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন ই-ভোটিংয়ের জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়ার জন্য এজিএমের। যে ব্যক্তির নাম শুধুমাত্র কাট অফ তারিখে শেয়ারহোল্ডার / বেনিফিশিয়াল মালিকদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তিনি এজিএম-এ ব্যালটের মাধ্যমে দূরবর্তী ই-ভোটিং নোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন।

ই-ভোটিং-এর ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rameshwarajute.com-এ এজিএম সমাপ্তির দুই কার্যদিবসের মধ্যে স্থাপন করা হবে এবং কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকেও জানানো হবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত এবং সিডিএসএল। প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলি রেজুলেশনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোট প্রাপ্তির সাপেক্ষে বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখে পাস করা হয়েছে বলে গণ্য হবে।

কমল কুমার শর্মা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নম্বর এফসিএস ৩৩৩৭) একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে ব্যালট সহ ই-ভোটিং প্রক্রিয়া যাচাই বাছাই করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে।

সিডিএসএল ই-ভোটিং সিস্টেম থেকে ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, আপনি helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন বা ০২২-২৩০৫৮৫৪২৪৩ নম্বরে কল করতে পারেন।

ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার বিষয়ে সমস্ত অভিযোগ শ্রী রাকেশ ডালভি, ম্যানেজার সিডিএসএল, এ-উইং, ২৫তম তলা, ম্যারাথন ফিউচুরেক্স, মফতলাল মিল কমপাউন্ডস্, এন.এম. যোশি মার্গ, লোয়ার প্যারেল (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০১৩ অথবা ই-মেল করতে পারেন helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ অথবা ফোন করুন ০২২-২৩০৫৮৫৪২/৪৩ পূর্বোক্ত হিসেবে।

রামেশ্বর জুট মিল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
স্থান- কলকাতা
তারিখ- ১৯ আগস্ট ২০২৪
প্রিয়াঙ্কা অরোরা
কোম্পানি সেক্রেটারি

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ৪৪৪৩-জিআরসি-সিই-সি-এইচকিউ-৬১-২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/এইচকিউ/জিআরসি কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ নিম্নলিখিত টেন্ডারগুলি www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। খোলার তারিখে টেন্ডারগুলি দুপুর ১২টায় বন্ধ করা হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের খড়্গপুর ডিভিসনে নারায়ণগড়-ভদ্রক ৩য় লাইন প্রকল্পের অধীনে রানীতাল স্টেশন ইয়ার্ড সহ রানীতাল-রানীতাল লিংক জংশন কেবিন শাখার পরিপ্রেক্ষিতে ৩য় লাইন গঠনে পাড়-এর তলার দিকের অংশ তৈরি, ক্ষুদ্র সেতুতে প্রবেশ পথের পাড়, সুরক্ষার কাজ, স্টেশনের রাস্তায় প্রবেশ পথের আরসিসি নির্মাণের কাজ, বাকি কাজ, পিএফ নং ৫ এবং ৬-এ প্ল্যাটফর্ম শেল্টারের কাজ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক পি.ওয়ে কাজ সমেত বাকি অতিরিক্ত কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১০.৪০ কোটি টাকা, **দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৬,৬৯,৮০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ৬ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০৯.০৯.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের বিশদ, বিবরণ, নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং অনলাইনে তাঁদের দরপ্রস্তাব দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। এই কাজগুলির ক্ষেত্রে কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা টেন্ডার গৃহীত হবে না। **বি.দ্র ঃ** সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। (PR-491)

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার নোটিশ নং. ঃ ইএল-এসডিএএইচ-কন-টিআরডি-১৬০-২০২৪-এনআইটি, টেন্ডার নং. ইএল-এসডিএ এইচ-কন-টিআরডি-১৬০-২০২৪। তারিখ ১৪.০৮.২০২৪। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৪ কর্তৃক অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদারি লাইসেন্স তৎসহ যথেষ্ট আর্থিক ক্ষমতা ও যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থা প্রভৃতির নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ১, কাজের নাম ঃ** পূর্ব রেলওয়ের মালদা ডিভিসনে পীরপৈন্তি ইয়ার্ড-এ ইয়ার্ড পুনর্গঠন কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভিএ. সি সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড যন্ত্রপাতি, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফরমার-এর ডিজাইন, অঙ্কন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা ও সূচনার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪,৩৬,১৭,৯৮০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না অর্থ ঃ** ৩,৬৮,১০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১৫ (পনেরো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটে। "টেন্ডার নথির মূল্য এবং "বায়না অর্থ" এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ওপরে যা উল্লিখিত হয়েছে ওপরে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে বা তার পূর্বে সেগুলি অনলাইনে পরিশোধ করার পরে টেন্ডার নথি www.ireps.gov.in থেকে ডাউনলোড করা যাবে এবং দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে www.ireps.gov.in -এ সব দিক দিয়ে সম্পূর্ণ এবং সকল নথি সমেত টেন্ডার ওপরে উল্লিখিতমতো আপলোড করা যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিকে টেন্ডারের দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এইরূপ হাতেহাতে দাখিল করা কোনো দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। টেন্ডার নথি, টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিশদ, সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য মূল তথ্য www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এছাড়াও **ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আরএমএস বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর,** নোটিসবোর্ডে এও পাওয়া যাবে। (CON-50/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিশ নং. ও-এসি-টি-১২৫ থেকে ১২৬-২৪-২৫ (ওপেন) তারিখ ঃ ১৬.০৮.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে আসানসোল স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার (ওপেন) আহ্বান করা হচ্ছে। **ক্র. নং. ১, কেস নং. ঃ ও-এসি-টি-১২৫-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসনে দুর্গাপুরে ০৬ জনের জন্য নববির্মিত আরপিএফ অফিস বিল্ডিং এবং ০৪ জনের বসায় ক্ষমতাযুক্ত ব্যারাকের কাজের ওপেন টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৭,০০,৫৭৬.৬০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭৪,০০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **ক্র. নং. ২, কেস নং. ঃ ও-এসি-টি-১২৬-২৪-২৫। কাজের নাম ঃ** আসানসোল ডিভিসনে তালঝারি/বাকুড়ি খাদান থেকে বিওবিওয়াইএন ধরনের রেলওয়ে ওয়াগনে করে মেশিনে গুঁড়ো করা ৫২৭১৫ কিউবিক মিটার কঠিন ট্র্যাক ব্যালাস্ট পাথর সরবরাহ, পৌঁছানো এবং বোঝাই করার কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭,৫৪,৫৪,১৪২.৪০। **বায়না অর্থ ঃ** ৫,২৭,৩০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১০ মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১৩.০৯.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। সম্পূর্ণ বিশদ রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in থেকে দেখা যাবে। (ASN-149/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আগামী ১.৯.২৪ রবিবার সকাল ১১টায়, কলেজ রোড BSNL Telephone Exchange এর বিপরীতে (হাওড়া-৭১১১০৩) বি ই কলেজ মডেল স্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আগামী কর্মসূচি এবং নতুন কার্যকরী সমিতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে এক সাধারণ সভার আয়োজন করা হয়েছে। সকল সদস্য / সদস্যা প্রাক্তনীর উপস্থিতি কাম্য।

সভাপতি
বি ই কলেজ মডেল স্কুল অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন

ABRIDGE OFFLINE SHORT TENDER NOTICE
SNIT No.-EE/MID/SNIT-15/ 2024-25

The **Exe. Engg., Malda Irrigation Divn., Green Park, Malda** invites Offline Short Notice Tender. Last Date of application **23/08/ 2024 & Time up to 12.00 PM**. Details may be had from the office of the undersigned. For details visit the site **http://www.wbiwd.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Irrigation Division
Green Park, Malda

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে।একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **05/09/2024** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12004137, 12004260, 12004743, 12005287
12009323, 12010651

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার — রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড

ফর্ম জি
আগ্রহ প্রকাশের জন্য আমন্ত্রণ
ফ্রস্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড এর ট্রেডিং পরিচালনা করছে
মুম্বাই, দিল্লি, কানপুর, কলকাতা এবং আহমেদাবাদে বিভিন্ন পণ্য
(প্রবিধান ৩৬এ (১) এর অধীনে দেউলিয়া এবং দেউলিয়ার প্রবিধান ৩৬বি (৬এ) এর সাথে পড়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়া অবস্থা সমাধান প্রক্রিয়া) রেগুলেশন, ২০১৬)

প্রাসঙ্গিক বিশেষ

১.	CIN সহ কর্পোরেট দেনাদারের নাম	ফ্রস্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড U05001MH1995PLC243081
২.	নিবন্ধিত অফিসের ঠিকানা	৭০৯-সি উইং, ওয়ান বিকেসি, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের কাছে, বান্দ্রা কুরিয়া কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (পূর্ব), মুম্বাই- ৪০০০৫১, মহারাষ্ট্র, ভারত
৩.	URL ওয়েবসাইট	http://www.frostinternational.in/
৪.	স্থানের বিশদ বিবরণ যেখানে বেশিরভাগ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	মুম্বাই, দিল্লি, কানপুর, কলকাতা, আহমেদাবাদ, মেহসানা, পাটন, তুতিকোরিন এবং তিরুনেলভেলি।
৫.	প্রধান পণ্য / পরিষেবার ইনস্টল করা ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	গত অর্থ বছরে বিক্রি হওয়া প্রধান পণ্য / সেবাগুলির পরিমাণ এবং মূল্য	গত অর্থবছরে কোনো কার্যক্রম নেই
৭.	কর্মচারী / শ্রমিকের সংখ্যা	৭
৮.	দুই বছরের সর্বশেষ উপলব্ধ আর্থিক বিবৃতি (সূচি সহ), ঋণদাতাদের তালিকা, প্রক্রিয়ার পরবর্তী ইভেন্টগুলির জন্য প্রাসঙ্গিক তারিখ সহ আরও বিশদ এখানে উপলব্ধ	http://www.frostinternational.inl OR Details can be sought by emailing to cirpfil@gmail.com
৯.	কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) এর অধীনে রেজোলিউশন আবেদনকারীদের জন্য যোগ্যতা এখানে উপলব্ধঃ	http://www.frostinternational.inl OR Details can be sought by emailing to cirpfil@gmail.com
১০.	আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ	৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১১.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের অস্থায়ী তালিকা ইস্যু করার তারিখ	৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১২.	অস্থায়ী তালিকায় আপত্তি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৩.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যু করার তারিখ	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৪.	সম্ভাব্য রেজোলিউশন আবেদনকারীদের কাছে তথ্য স্মারক, মূল্যায়ন ম্যাট্রিক্স এবং রেজোলিউশন প্ল্যানের জন্য অনুরোধ জারি করার তারিখ	১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	১৭ অক্টোবর, ২০২৪
১৬.	ইওআই জমা দেওয়ার জন্য ইমেল আইডি প্রক্রিয়া করুন	cirpfil@gmail.com

নোটঃ (i) ১০ এপ্রিল, ২০২৩-এ সামগ্রিকভাবে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার জন্য একটি আগ্রহের অভিব্যক্তি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং উক্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো সমাধান পরিকল্পনা পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে, ১৮ জুলাই, ২০২৩-এ দেউলিয়া এবং দেউলিয়া বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার রেগুলেশন ৩৬বি (৬এ) (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস) রেগুলেশনের শর্তে কর্পোরেট ঋণদাতার এক বা একাধিক সম্পত্তি বিক্রির জন্য নতুন আগ্রহের প্রকাশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ২০১৬) এবং যার প্রতিক্রিয়ায় বেশ কয়েকটি রেজোলিউশন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে, রেজোলিউশন প্রফেশনাল ইন্টারলোকিউটরি আবেদন নং দাখিল করেন। IA 2262/ 2024 in C.P. (IB)1973(MB)2020 কর্পোরেট দেনাদারের সম্পদের ক্ষেত্রে এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তর দ্বারা আরোপিত সংযুক্তি তুলে নেওয়া / খালি করার জন্য যা ২৮ জুন, ২০২১ তারিখের অস্থায়ী সংযুক্তি আদেশের বিষয়। মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, মুম্বাই বেঞ্চ, তার ১৫ জুলাই, ২০২৪ তারিখের আদেশে ('এনসিএলটি আদেশ') নিম্নরূপঃ ''কোডের ৩২এ (২) এর বিধানের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা এটিকে উপযুক্ত বলে মনে করি স্পষ্ট করার জন্য যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার সম্পত্তি / সম্পত্তি সম্পর্কিত সংযুক্তি আদেশটি এই জাতীয় পরিকল্পনার সাথে মোকাবিলা করা কর্পোরেট দেনাদারের সম্পত্তি / সম্পত্তির ক্ষেত্রে রেজোলিউশন প্ল্যানের অনুমোদনের পরে তুলে নেওয়া / খালি করা হবে, যদি এই জাতীয় পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় এই ট্রাইব্যুনালের দ্বারা এবং এই জাতীয় পরিকল্পনার ফলে ব্যক্তির কাছে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তন হয় না যা কোডের ধারা ৩২এ (২)(i/ii) এ উল্লেখ করা হয়েছে।'' উল্লিখিত NCLT আদেশের আলোকে, কর্পোরেট দেনাদারের কমিটি অফ ক্রেডিটর ('CoC') এই আগ্রহের প্রকাশের অনুমোদন দিয়েছে। (ii) উপরে উল্লিখিত সময়সীমাগুলি CoC দ্বারা তার একক এবং সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে সংশোধন করা যেতে পারে, দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ এর অধীনে নির্ধারিত সামগ্রিক টাইমলাইন সাপেক্ষে। টাইমলাইনে এই ধরনের কোনো পরিবর্তনের বিশদ সম্ভাব্য সমাধানের আবেদনকারীদের যথাযথভাবে অবহিত করা হবে। কর্পোরেট দেনাদারের CIRP-এর ইতিহাস সম্পর্কিত বিস্তারিত পটভূমির জন্য, অনুগ্রহ করে কর্পোরেট ঋণদাতার ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই ফর্ম-জি সহ প্রকাশিত EOI-এর বিস্তারিত আমন্ত্রণ দেখুন http://www.frostintemational.in/

স্বা /-
অমিত চন্দ্রকান্ত শাহ
ফ্রস্ট ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের সিআইআরপি বিষয়ে রেজোলিউশন প্রফেশনাল
আইবিবিআই আইপি রেজিস্ট্রেশন নং। IBBI/IPA-001/IP-P00821/ 2017-2018/ 11397
যোগাযোগ ইমেলঃ cirpfilgmail.com
IBBI নিবন্ধিত ঠিকানা ঃ এ-৭৪,রূপ দর্শন বিল্ডিং, জুহু ক্রস লেন, সিডি বরফিওয়ালা মার্গ, নিউ ইন্ডিয়া কলোনির পিছনে, আন্ধেরি পশ্চিম, মুম্বাই ৪০০০৫৮, ভারত
IBBI নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানাঃ **ipamitshah@gmail.com**

তারিখঃ ২০ আগস্ট, ২০২৪
স্থানঃ মুম্বাই

বিজ্ঞান - পরিবেশ

দীর্ঘতম প্রবালপ্রাচীর গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে হুমকির মুখে

বিশ্বের দীর্ঘতম প্রবালপ্রাচীর অস্ট্রেলিয়ার গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে হুমকির মুখে পড়েছে। গত ৯ বছরে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে পাঁচবার প্রবাল-ব্লিচিং বা গরমে প্রবাল সাদা হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। অস্ট্রেলিয়ার গবেষকেরা জানিয়েছেন, এক দশক ধরেই প্রায় ৪০০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রয়েছে বিশাল এই প্রবাল প্রাচীর ও এর আশপাশে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় বিশ্বের এই প্রাকৃতিক আশ্চর্যের অস্তিত্ব হুমকিতে পড়েছে। অস্ট্রেলিয়ার ওলংগং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হেলেন ম্যাকগ্রেগর জানিয়েছেন, 'বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুসারে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ বিপদে আছে। আমাদের বিজ্ঞানের দেখানো পথে চলা উচিত। বহু বছর ধরে বিজ্ঞানীরা প্রবাল নমুনা সংগ্রহ করেছেন। প্রবালের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীরের চারপাশের পরিবেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।'প্রবাল কয়েক শতাব্দী ধরে বেঁচে থাকতে পারে। প্রাকৃতিক পরিবেশের জন্য প্রবালের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রেলিয়ার গবেষকেরা হাজার হাজার প্রবাল থেকে তথ্য সংগ্রহ করছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের চারপাশের তাপমাত্রা এক দশক ধরেই ৪০০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি রয়েছে। এ বিষয়ে বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন হেনলি বলেন, 'গ্রেট ব্যারিয়ার রিফের সাম্প্রতিক ঘটনা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রবাল প্রাচীরের বর্তমান অবস্থা বেশ ভয়ানক। যদিও এখনো আশা রয়েছে। আমরা যদি একসঙ্গে কাজ করতে পারি, বৈশ্বিক উষ্ণতা

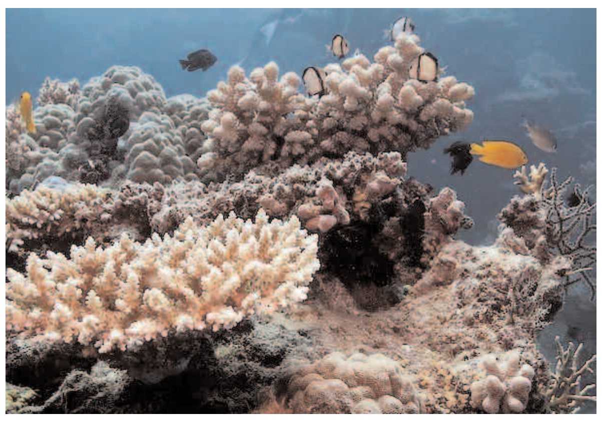

কমাতে পারি, তবে এই প্রাচীর বর্তমান অবস্থায় বেঁচে থাকবে।' প্রবাল একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সীমার মধ্যে সক্রিয় থাকে। সেই তাপমাত্রা বেড়ে গেলে প্রবালের রং ও পুষ্টির উৎস ক্ষুদ্র শেওলাগুলো ভেতর থেকে বের হয়ে যায়। তাই তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে প্রবালপ্রাচীর একপর্যায়ে সাদা হয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রবাল-ব্লিচিংয়ের শিকার প্রবালগুলো আগের অবস্থায় নেওয়া সম্ভব, তবে এ জন্য অবশ্যই তাপমাত্রা কমাতে হবে।

পুলিশ, গাড়ি চালক ও সাধারণ মানুষের হাতে রাখি পড়িয়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন সাউথ বিষ্ণুপুরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্দিরবাজার, ১৯ আগস্টঃ সোমবার রাখি বন্ধনের মধ্যে দিয়ে মানব বন্ধনের কাজ করলো বিধায়ক। এদিন মন্দিরবাজার পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে সাউথ বিষ্ণুপুর পঞ্চায়েতের সহায়তায় সাউথ বিষ্ণুপুর শ্মশান মোড়ে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় নাচ ও গানের মধ্যে দিয়ে। এদিন পথ চলতি মানুষদের হাতে,গাড়ি চালকদের হাতে, পুলিশ কর্মীদের হাতে রাখি পরিয়ে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার। এছাড়া এই দিনের অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার, সাউথ বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আনোয়ার সাদাক মোল্লা, জেলা পরিষদ সদস্য রেখা গাজী, মন্দিরবাজার ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সমীর হালদার, মনিরুল ফকির সহ একাধিক কর্মাধ্যক্ষ, পঞ্চায়েত সদস্য সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। এদিন মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন, কবিগুরু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর প্রথম রাখি বন্ধন উৎসব শুরু করেন। সব ধর্মের মানুষ কে এই রাখি বন্ধনের মাধ্যমে একত্রিত করেন তিনি। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে প্রতি বছর ঘটা করে সারারাজ্যে রাখি বন্ধন উৎসব পালন করা হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। সৌভাতৃত্বের বন্ধন হল এই রাখি বন্ধন উৎসব।

আমরা রাখি বন্ধন উৎসবের মাধ্যমে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলবন্ধন করি। সংসদ বাপি হালদার বলেন, রাখি বন্ধন হলো সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মেল বন্ধন। এদিনের এই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গানের ওপর নৃত্য পরিবেশন করেন ছাত্র ছাত্রীরা। বহু মানুষ এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

রাখি বেঁধে সম্প্রীতির বার্তা দিলেন ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ১৯ আগস্টঃ রাখি বন্ধন উপলক্ষে পথ চলতি মানুষ এবং বকখালিতে বেড়াতে আসা পর্যটকদের হাতে রাখি বেঁধে সম্প্রীতির বার্তা দিল ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ঋদ্ধি সরকারের নেতৃত্বে বকখালির ট্রাফিক গার্ড অফিসের সামনে পর্যটক থেকে শুরু করে পথ চলতি মানুষ ও কচিকাঁচাদের হাতে রাখি পরিয়ে দেন। এই বিষয়ে ঋদ্ধি বাবু বলেন, আজ রাখি বন্ধন উৎসব। তাই আমরা আমাদের কোস্টাল থানার পক্ষ থেকে পথ চলতি মানুষ ও পর্যটকদের হাতে রাখি বাঁধলাম এবং সবাইকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করলাম। আগামী দিনে এইভাবে আমরা রাখি বন্ধন উৎসবটিকে পালন করব।

লেডি ডাক্তারকে নৃশংস খুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আর জি কর হাসপাতাল চত্বরে স্বপন দত্ত বাউলের

বনস্পতি দে, কোলকাতা, ১৯ আগস্টঃ আর জি কর হাসপাতালে লেডি ডাক্তারকে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ করে নৃশংস খুনের ঘটনায় সারা রাজ্য তোলপাড় ,জেলায় জেলায় মানুষ ও বিশেষ করে মহিলারা প্রতিবাদে নেমেছে পথে পথে আর্জিকর হাসপাতালে লেডি ডাক্তারকে নৃশংস খুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে । নারী নিগ্রহ , নারীদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার , বধূ হত্যা , নারীকে গনধর্ষন করে খুন, নারী পাচার , বাল্য বিবাহর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সমাজ সচেতনের শিল্পী, রাষ্ট্রপতির প্রসংশিত আশির্বাদ ধন্য উপহার স্বরূপ পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পী পূর্ব বর্ধমানের স্বপন দত্ত বাউল সম্প্রতি কোলকাতা আরজিকর হাসপাতালের সামনে উপস্থিত হয়ে বাউল গানে প্রতিবাদ ও সচেতনের ঝড় তুললেন। গানে ও বক্তব্যে বললেন রাজ্য ও দেশের মহিলারা যে সত্যিই সুরক্ষিত নয় তার প্রমাণ আরজিকর হাসপাতালে লেডি ডাক্তারকে কর্মরত অবস্থায় ধর্ষণ করে নিশ্বংস হত্যার ঘটনা। লজ্জা জনক ঘটনা ছি! ছি! এমন নৃশংস হত্যার ঘটনা যেন কোথাও কখনো আর না ঘটে সে বিষয়ে জনগণ , সরকার , পুলিশ, প্রশাসনকে সচেতন হতে হবে। খোদ রাজধানী কোলকাতার বুকে এমন ভাবে সমাজসেবিকা লেডি ডাক্তারকে নৃশংস ভাবে যারা খুন করেছে এবং যারা এর সঙ্গে যুক্ত তাদের কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতে হবে। এমন কঠিন শাস্তি দিতে হবে যা দেখে আর অন্য কেউ যেন এমন নৃশংস হত্যা করতে সাহস না পায়। অপরাধীদের কঠিন শাস্তি না দিলে রাজ্যে অপরাধ আরও বেড়ে যাবে। সুতরাং সকল ডাক্তারবাবু, নার্স, ও সাস্থ্য কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার দাবি উঠে আসে স্বপন দত্ত বাউলের বক্তব্যে ও বাউল গানে। হাসপাতালে সি সি টিভি ক্যামেরা বেশি করে বসাতে হবে। নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে সুদূর পূর্ব বর্ধমান থেকে ছুটে গিয়ে নারী জাতিকে অপমান , অত্যাচার, নিগ্রহ, ধর্ষণ করে নিশ্বংস ভাবে খুন করার বিরুদ্ধে বাউল গানে ও বক্তব্যে কোলকাতার রাজপথে আর্জিকর হাসপাতালের সামনেই প্রতিবাদ ও সচেতন করতে দেখে কোলকাতার মানুষ মুগ্ধ। পথ চলিত অনেকেই বলেন বুদ্ধিজীবীরা সকলে জেগে ঘুমালেও রাষ্ট্রপতির প্রশংসিত শিল্পী স্বপন দত্ত বাউল প্রতিবাদ ও সচেতন করে নারী শক্তির আন্দোলনকে আরো জাগ্রত করলেন। স্বপন বাউল বলেন, দেখুন আমি কোনো রাজনীতির লোক নই আমি একজন সাধারণ মানুষও। সমাজ সচেতনের শিল্পী তাই রাজ্যের ও দেশের কোনো সমস্যা নজরে এলে কে পথে নামলো বা নামলো না আমি ওসব দেখি না। আমি সম্পূর্ন নিজের উদ্যোগেই সামাজিক দায়বদ্ধতা মাথায় রেখে নিঃস্বার্থ ভাবে বিনা পারিশ্রমিকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সমাজ সচেতন ও সমাজের কুসংস্কার কুপ্রথা দূরীকরণ এবং দেশে বিদেশে শান্তি সম্প্রীতির বার্তা বাউল গানের মাধ্যমে দিয়ে থাকি।

হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে রাখীবন্ধন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ আগস্টঃ রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে সোমবার সকালে হাওড়া সিটি পুলিশের হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পথচলতি সাধারণ মানুষের হাতে রাখী পরিয়ে এদিন সম্প্রীতি এবং সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দেওয়া হয়। হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের আইসি সুকান্ত কর্মকার নিজে উপস্থিত ছিলেন এই কর্মসূচিতে। সুকান্ত বাবু বলেন, হাওড়া সিটি পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার এবং মহিলা পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে এদিন রাখীর দিন সকালে হাওড়ার মঙ্গলাহাট চত্বরে সব দোকানদার থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের হাতে রাখী পরানো হয়। এছাড়াও হাওড়া ময়দানে ট্যাক্সি স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড এবং মেট্রো রেলের যাত্রীদের হাতেও রাখী পরানো হয়। এর মাধ্যমে আমরা সকলকে সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছি।

কোড ভিত্তিক টিকেটিং সিস্টেম জনপ্রিয় হচ্ছে কলকাতা মেট্রোতে

কলকাতা, ১৯ আগস্টঃ মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন করিডোরে যাত্রীদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ডিজিটাল পেমেন্ট মোড চালু করেছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলি যাত্রীদের দ্বারা ভালভাবে গৃহীত হয়েছে এবং দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই ডিজিটাল পেমেন্ট মোডগুলির মধ্যে একটি হল কোড ভিত্তিক টিকিট সিস্টেম যা সম্প্রতি কলকাতা মেট্রোতে চালু করা হয়েছে।প্রথম দিন থেকেই, এই সিস্টেমটি মেট্রো যাত্রীদের দ্বারা ভালভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। গত তিন মাসে, অর্থাৎ ২০২৪ সালের মে, জুন এবং জুলাই, আরও বেশি সংখ্যক যাত্রী এই কোড ভিত্তিক টিকিট সিস্টেমের জন্য বেছে নিয়েছেন যা তাদের কয়েন এবং নোটে সঠিক ভাড়া পরিবর্তন বা টেন্ডার সংক্রান্ত সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সক্ষম করেছে। মেট্রো বুকিং কাউন্টারে। গত মাসে অর্থাৎ জুলাই, ২০২৪-এ, প্রায় ৯.৩৪ লক্ষ যাত্রী টিকিট সিস্টেমের এই মোডটি ব্যবহার করেছেন যা রুপি পেয়েছে। কলকাতা মেট্রোকে ৪.৬৫ কোটি টাকা। ২০২৪ সালের মে এবং জুন মাসে, মেট্রোতে ভ্রমণ করার জন্য যথাক্রমে ৫৬,০০০ এর বেশি এবং প্রায় ৩.৬ লাখ যাত্রী কোড ভিত্তিক টিকিট কিনেছিলেন। কলকাতা মেট্রো প্রায় রুপি আয় করেছে। এর মধ্যে এই দুই মাসে আড়াই কোটি টাকা। আশা করা হচ্ছে যে আগামী মাসগুলিতেও, এই পরিসংখ্যানগুলি উন্নত হতে থাকবে কারণ আরও বেশি সংখ্যক যাত্রীরা এই ঝামেলা-মুক্ত এবং দ্রুত টিকিটিং সিস্টেমটিকে কলকাতার লাইফ লাইন-এ ভ্রমণ করতে পছন্দ করবেন।

স্বাস্থ্য যত্ন পরিষেবা ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন

মালিগাঁও, ১৯ আগস্টঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (এনএফআর) তার নেটওয়ার্কের অন্তর্গত চিকিৎসালয়গুলিতে স্বাস্থ্য যত্ন পরিষেবা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে, যা তাদের কর্মচারী, কর্মচারীদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের প্রতি দৃঢ় দায়বদ্ধতাকে প্রতিফলিত করে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তবের নেতৃত্বে রেলওয়ের পক্ষ থেকে চিকিৎসালয়ের সুবিধাগুলিকে আধুনিকীক রূপ দেওয়ার জন্য বিশাল বিনিয়োগ করা হয়েছে, যাতে চিকিৎসালয়গুলিকে উন্নত ডায়াগনস্টিক টুল, ওটি এবং ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) দিয়ে সজ্জিত করা যায়। সম্প্রতি, ১৫ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ে এগজিকিউটিভ কেবিন চালু করা এই প্রচেষ্টাগুলির একটি অংশ। চিকিৎসালয়গুলিতে রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করে সময় অনুযায়ী সঠিক রোগ নির্ণয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এমন প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মালিগাঁওস্থিত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়ের পক্ষ থেকে গুরুতরভাবে অগ্নিদগ্ধ এক ব্যক্তির চিকিৎসার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে ব্যতিক্রমী স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রতি নিজেদের দায়বদ্ধতাকে পুনরায় দৃঢ় করে তুলেছে। ডাঃ পি. মহেশ্বরী এবং ডাঃ বি.পি. ডেকা অন্যান্য উপহার সহ ৩৫ হাজার টাকা মূল্যের একটি স্যামসাং ট্যাবলেট সংশ্লিষ্ট তরুণ রোগীর হাতে তুলে দেন, যার চিকিৎসার ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিকল্পিত ও বিকশিত বিশেষ আইসিইউ ব্যবস্থা ব্যাপক সাহায্য করেছে। চিকিৎসালয়টির একাধিক মাইলস্টোনের মধ্যে এই কৃতিত্ব অন্যতম, যা উন্নত ডায়াগনস্টিক উপকরণ ও সরঞ্জামের দ্বারা নির্দিষ্টভাবে ওটি, সিএসএসডি, এমজিপিএস এবং আইসিইউ-এর উল্লেখযোগ্য আপগ্রেড করা হয়েছে। কার্ডিওলজি, শিশু চিকিৎসা, নেফ্রোলজি এবং অঙ্কোলজির বিশেষ পরিষেবা চালু করা হয়েছে, যার ফলে অঞ্চলের বাইরে গিয়ে রোগীর চিকিৎসা করানোর প্রয়োজনীয়তা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়াও, ২০২৪-এর ২৬ জানুয়ারি নতুন আয়ুষ ও

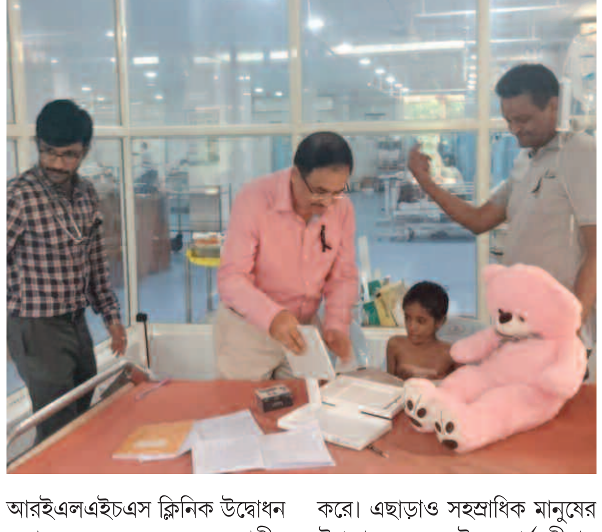

আরইএলএইচএস ক্লিনিক উদ্বোধন করা হয়েছে এবং রোগীর দেখাশোনা করা ব্যক্তিদের ডর্মিটারি সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের সাথে সংগতি রেখে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের চিকিৎসালয়গুলি ইলেকট্রনিক হেল্থ রেকর্ড (ইএইচআর) গ্রহণ করেছে, রোগীদের যত্ন শৃংখলিত করেছে এবং চিকিৎসা পরিষেবার সমন্বয় বৃদ্ধি করেছে। চিকিৎসা কর্মীদের নিরন্তর প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন সর্বশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে তাঁদের দক্ষতাকে নিশ্চিত করে। এছাড়াও সহস্রাধিক মানুষের উপকারের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে কমিউনিটি প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা হচ্ছে, স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা কর্মসূচির আয়োজন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে উৎকৃষ্টতার জন্য বিভিন্ন প্রশংসা ও পুরস্কারের দ্বারা চিকিৎসালয়টির দায়বদ্ধতাকে আরও বেশি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, জীবন রক্ষার এই যাত্রায় নিজেদের একনিষ্ঠ পরিষেবার জন্য স্বাস্থ্য কর্মীরা সময়ে সময়ে কৃতিত্বও অর্জন করেছেন।

Name Change
I, Keka Biswas W/o. Pankaj Biswas R/o. Vill +P.o - Moukhali, P.s - Magrahat , Dist - 24 Pgs (S), Pin - 743610 ,W.B shall henceforth be known as Keka Rani Maji . I declare that Keka Rani Maji and Keka Biswas is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-08-2024.

Name Change
I ,shokil son of late abdul gafur Residing at 23B Mafidul islam lane Kolkata-700014 shall henceforth be known asMd Shakil as declared before the Notary Public at Sealdahcourt, Kolkata vide affidavit 7236 Dated 26/07/2024, thatShokil and Md Shakil both are same and oneidentical person..

Name Change
I , Boby Begum daughter of late arif khan Residing at 23B Mofidul Islam lane Kolkata-700014 shall henceforth be known asBaby begum as declared before the Notary Public at Sealdahcourt, Kolkata vide affidavit no 7236 Dated 26/07/2024, thatBoby begum and baby begum both are same and oneidentical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Sangsaptak Jana (পুরাতন নাম) পিতা Sebak Kumar Jana ঠিকানা A3 Sonar Kella Apartment, Dakbunglow Road, P.O.+VTC - Midnapore, Dist.- Paschim Medinipur, Pin -721101, 1ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর Dated 28-03-2023 এর Affidavit no.5707 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sangshaptak Jana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sangshaptak Jana (নতুন নাম) ও Sangsaptak Jana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sevak Kumar Jana, Sebak Jana (পুরাতন নাম) পিতা Lalit Mohan Jana ঠিকানা A3 Sonar Kella Apartment, Dakbunglow Road, P.O.+VTC - Midnapore, Dist.- West Midnapore, Pin -721101, 1ম শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর Dated 19-10-2023 এর Affidavit no.16401 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sebak Kumar Jana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sebak Kumar Jana (নতুন নাম) ও Sevak Kumar Jana, Sebak Jana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Kazi Rafick (পুরাতন নাম) পিতা kaji Fazel ঠিকানা Tulsiberia Khalpar ,P.s.- Uluberia , Howrah Rural - 711401, কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 16-08-2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে kaji Rafik (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। kaji Rafik (নতুন নাম) ও Kazi Rafick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি লক্ষ্মী রানী মন্ডল স্বামীর আধার কার্ডে আবার কার্ডে আমার শ্বশুর এর নাম নিরাপদ মণ্ডল আছে। ১৩-৮-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টের এফিডেভিটে নিরাপদ মন্ডল ও নিরাপদ বিশ্বাস উভয়ে একই ব্যক্তি হইল। নিরাপদ মণ্ডন বর্তমানে মৃত। ঠিকানা লক্ষ্মী রানী মন্ডল স্বামী সুষীল মন্ডল আসান নগর নদীয়া।

Name Change
I, Suraj Zamadar S/o. Zakir Zamadar R/o. Vill + P.o - Dosotina, P.s - Bishnupur, Dist - 24 pgs (S) Pin - 743503 ,W.B shall henceforth be known as Md . Suraj Zamadar. I declare that Md.Suraj Zamadar and Suraj Zamadar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-08-2024.

Name Change
I, Rashda Parveen Chand W/o. Shabbir Ahmed Quadri R/o. 57/1, Pilkhana 2nd Bye Lane, P.o - Pilkhana, P.s - Golabari, Dist - Howrah, Pin - 711101,W.B shall henceforth be known as Rashda Parveen. I declare that Rashda Parveen and Rashda Parveen Chand is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 17-08-2024.

Name Change
I, Sk Sultan on behalf my minor son Md Tousi (old name) residing at 32/8, Kustia Road, Tiljala, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed his name and he shall henceforth be known as Tousi Ahmed (new name) as declared before the Notary Public at City Civil Court Kolkata on 17/08/2024. Md Tousi (old name) and Tousi Ahmed (new name) both are same and one identical person.

Name Change
I NAMRATA KOTHARI & NAMRATA CHHAJLANI, W/O VISHAL CHHAJLANI, R/O BINAYAK ENCLAVE, BLOCK V, FLAT 403, BARANAGAR, SINTHEE, NORTH 24 PARGANAS, PIN-700050, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAMRATA CHHAJLANI KOTHARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT NAMRATA KOTHARI & NAMRATA CHHAJLANI AND NAMRATA CHHAJLANI KOTHARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANTOSH PAUL, S/O LATE SURYA KANTA PAUL, R/O HANSKHALI, SARDAR PARA, NADIA-741505, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTOSH PAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SANTOSH PAUL AND SANTOSH PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD ABDUL KHALEK BISWAS, S/O MD NURISLAM BISWAS, R/O GROUN-FR, FL-G1, 34, BAGUIHATI 4TH LANE, PS BAGUIHATI, KOLKATA -700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL KHALEK BISWAS, VDIE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT MD ABDUL KHALEK BISWAS AND ABDUL KHALEK BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PALAS BARMAN, S/O TARAPADA BARMAN, R/O VILL+PO SHIBRAMPUR, PS NAMKHANA, SUNDARBAN, PIN-743357, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PALASH BARMAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT PALAS BARMAN AND PALASH BARMAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DONA SENGUPTA BHOWMICK, W/O VIVEKANANDA BHOWMICK, R/O 4/3K/255, SARSUNA, SATELLITE TOWNSHIP, SHAKUNTALA PARK, KOLKATA -700061, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DONA SENGUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT DONA SENGUPTA BHOWMICK AND DONA SENGUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAIKAT BOSE, S/O MALAY BOSE, R/O 47/8, P K GUHA LANE, DUMDUM (M), NORTH 24 PARGANAS, PIN- 700028, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIKAT BASU, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SAIKAT BOSE AND SAIKAT BASU ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BINAY KUMAR JAISWAL, S/O LATE BENODH JAISWAL, R/O 1/2A, RAJA GOPI MOHAN STREET, KOLKATA -700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BINAY JAISWAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT BINAY JAISWAL AND BINAY KUMAR JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MURTAZA ZAVERY,S/O MOHAMMED YUSUFBHAI ZAVERY,R/O 16/1E/1 EAST TOPSIA ROAD,TOWER-MARINA,FLAT-15F,IDEAL LAKEVIEW, PS-PRAGATI MAIDAN,KOLKATA-700046,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MURTAZA MOHAMMED BHAI ZAVERY,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024,THAT MURTAZA ZAVERY AND MURTAZA MOHAMMED BHAI ZAVERY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KHUZAM VAKHARIA,S/O ABBAS BHAI VAKHARIA,R/O SWASTIC BUILDING 46,SRIDHAR ROY ROAD, FLAT-138,3RD FLOOR, PICNIC GARDEN, TILJALA S.O, PS-TILJALA KOLKATA-700039,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KHUZAM ABBAS BHAI VAKHARIA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024,THAT KHUZAM VAKHARIA AND KHUZAM ABBAS BHAI VAKHARIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I Fransis Saikat Adhikary s/o Jayanta Adhikary of Jagannathbati, Krishnarampur, P.S. - Chanditala, Dist- Hooghly, 712705 by virtue of an affidavit Executive Magistrate at Serampore Court, Hooghly affirm & declare that Fransis Saikat Adhikary s/o Jayanta Adhikary and Fransis Saikat Adhikari s/o Jayanta Kumar Adhikary is the same person.

Name Change
I,Nitai Adhikari(old name) s/o-Debaprasad Adhikary,r/o-Vill-Karak, po-Kalyanpur, Ps-Nandakumar, Dist-East Medinipur Pin-721632, WB,INDIA. I Have changed My name to(Shall henceforth be known as)Nitai Adhikary (new name) vide an affidavit sworn before the notary public at kolkata on 19/08/2024. That the avobe old name and new name both are the same and one identical person.

Name Change
I ANAR MANDAL, S/O AJIR BAKS MANDAL, R/O VILL GOBINDAPUR, PO MAHANANDA PARA, PS BAGDAH, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANAR HOSSAIN MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT ANAR MANDAL AND ANAR HOSSAIN MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mithu Agarwal (old name) S/O Sagarmal Agarwala, residing at Vill.- Hamirpur, P.O.- Balichak, P.S.- Debra, Dist.- Paschim Medinipur, Pin-721124, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Purusottam Agarwala (new name) vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 19/08/2024. Purusottam Agarwala (new name) and Mithu Agarwal (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Th. Ibotombi (old name) S/O Thongam Baruni Singh, residing at Ningomthong Pebiya Pandit Leikai, Kitna Panung, Imphal East, Pin-795008, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Thongam Ibotombi Singh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Thongam Ibotombi Singh (new name) and Th. Ibotombi (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Mousumi Halder (old name) W/O Late Namit Kumar Halder, residing at P-61, Ramnarayan Pally, P.O.- Sarsuna, P.S.- Parnasree, Kolkata- 700061, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Mousumi Haldar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Mousumi Haldar (new name) and Mousumi Halder (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Monotosh Bhattacharya & Manotosh Kr Bhattacharya (old name) S/O Binode Behari Bhattacharya, residing at 330 Kalikasharm New Barrackpore, Ward No-6, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700131, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Monotosh Kumar Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Monotosh Kumar Bhattacharya (new name) and Monotosh Bhattacharya & Manotosh Kr Bhattacharya (old name) all are same identical person.

Name Change
I, Monojit Bhattacharya M (old name) S/O Monotosh Kumar Bhattacharya, residing at 330 Kalikasharm New Barrackpore, Ward No-6, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700131, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Monojit Bhattacharya (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Monojit Bhattacharya (new name) and Monojit Bhattacharya M (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rehana Begum (old name) W/O Late Ilias Rahaman Sekh, residing at Vill.- Banharishpur Layek Para, P.O.- Banharishpur, P.S.- Panchla, Dist.- Howrah, Pin- 711322, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rehana Begum Sekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Rehana Begum Sekh (new name) and Rehana Begum (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Rejaul Hassan Seikh & Sk Rejaul Hassan (old name) S/O Late Ilias Rahaman Sekh, residing at Vill.- Banharishpur Layek Para, P.O.- Banharishpur, P.S.- Panchla, Dist.- Howrah, Pin-711322, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Rejaul Hassan Sekh (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 19/08/2024. Rejaul Hassan Sekh (new name) and Rejaul Hassan Seikh & Sk Rejaul Hassan (old name) both are same identical person.

Name Change
I KIRAN JAISWAL, D/O BINOD KUMAR JAISWAL, R/O 1/2 A, RAJA GOPI MOHAN STREET, KOLKATA - 700006, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KIRAN LAXMI JAISWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT KIRAN LAXMI JAISWAL AND KIRAN JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MUNIRA VAKHARIA,W/O KHUZAM VAKHARIA,R/O SWASTIC BUILDING 46,SRIDHAR ROY ROAD,FLAT-138,3RD FLOOR, PICNIC GARDEN, TILJALA S.O, PS-TILJALA KOLKATA-700039, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUNIRA KHUZAM VAKHARIA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 31/07/2024, THAT MUNIRA VAKHARIA AND MUNIRA KHUZAM VAKHARIA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MONOARA BEGUM, D/O SAMSU DDIN MOLLICK, W/O ROMJAN ALI MOLLAH, R/O MONOHARPUR MOLLA PARA, PO + PS DANKUNI, HOOGHLY -712311, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MONOWARA MOLLAH, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT MONOARA BEGUM AND MONOWARA MOLLAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SK ILEYAS HOSSAIN, S/O ABDUL HAFIJ, R/O DARGAPARA, UTTAR BABNAN, PO BABNAN, PS DADPUR, HOOGHLY -712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ILIYAS HOSEN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024, THAT SK ILEYAS HOSSAIN AND ILIYAS HOSEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUMITA GOPE,D/O SANJIT GOPE,R/O 51,SIRAJ MONDAL ROAD,LICHU BAGAN,KANCHRAPARA,PS-BIZPUR BARRACKPORE-743145,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUMITA GOPE PRASAD,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 17/08/2024,THAT SUMITA GOPE AND SUMITA GOPE PRASAD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I NURHOSSEN MANDAL, S/O ADAMALI MONDAL, R/O NOKARI, MUSLIMPARA, NOKARI, RANAGHAT-II, NADIA-741202, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NUR HOSSAIN MONDAL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/07/2024,THAT NURHOSSEN MANDAL AND NUR HOSSAIN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SADHAN CH KHAN & SADHANCHANDRA KHAN, S/O LATE MUKUNDALAL KHAN, R/O BIJOYPUR, NILGUNJ BAZAR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700121, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SADHAN CHANDRA KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARRACKPORE ON 19/08/2024, THAT SADHAN CH KHAN & SADHANCHANDRA KHAN AND SADHAN CHANDRA KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SAGAR KR KHAN, S/O SADHAN CHANDRA KHAN, R/O BIJOYPUR, NILGUNJ BAZAR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700121, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAGAR KUMAR KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BARRACKPORE ON 11/06/2024, THAT SAGAR KR KHAN AND SAGAR KUMAR KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, (Old Name) MOHIBUR RAHAMAN S/o-LATE SAFIRUDDIN SK, Residing at, Vill-Kumbhira, Post- Sabdalpur, Ps- Baishnabnagar, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHIBUR RAHAMAN To MAHIBUR SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAHIBUR SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MAHIBUR SK and MOHIBUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MOHALINE SK S/o- JERMAN SEKH, Residing at, Vill- Nagrajol, Post- Nagrajol, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MOHALINE SK To MAHALINE SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAHALINE SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MAHALINE SK and MOHIBUR MOHALINE SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) JAMAT SK S/o- ISLAM SK, Residing at, Vill- Basbari, Post-Chourigacha, Ps- Berhampore, Dist-Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JAMAT SK To JUMAT SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JUMAT SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, JUMAT SK and JAMAT SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) AAINURA SEKH S/o-KIBRIYA SEKH, Residing at, Vill-Bindarpur, Post- Harishchandra pur, Ps-Bharatpur, Dist- Murshidabad, Pin-742161, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from AAINURA SEKH To AINUR SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) AINUR SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, AINUR SK and AAINURA SEKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) GOLSM HOSSAIN S/o-IYAKUB SK, Residing at, Vill- Ranipur, Post- Masla, Ps- Kandi, Dist- Murshidabad, Pin- 742301, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from GOLSM HOSSAIN To GOLAM HOSSAIN SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GOLAM HOSSAIN SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, GOLAM HOSSAIN SK and GOLSM HOSSAIN both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) REJAUL KARIM S/o- SUJJED ALI, Residing at, Vill- Budhia, Post-Budhia, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin-732128, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from REJAUL KARIM To MD REJAUL HOQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MD REJAUL HOQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 08 Aug 2024, MD REJAUL HOQUE and REJAUL KARIM both are Same and one identical person.

মানিকচকে ধর্ষণের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে 'নির্যাতিতার বাড়িতে রাজ্য মহিলা কমিশন

দুরন্ত বার্তা, মানিকচক, ১৯ আগস্ট ঃ মানিকচক ধর্ষণকাণ্ডের অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সেখানে গেলেন মহিল কমিশনের প্রতিনিধিরা। উল্লেখ্য, গত ১৩ আগস্ট গভীর রাতে ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ১৫ অগাস্ট পুলিশের খাতায় ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত হয়। আর জি কর কাণ্ডের পর ফের ধর্ষণের ঘটনা সামনে আসায় চাপে পড়ে যায় প্রশাসন। রাজ্য মহিলা কমিশনের দুইজন প্রতিনিধি সুজাতা পাকরাশি লাহিড়ী ও দেবযানী চক্রবর্তী রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ নির্যাতিতার সঙ্গে কথা বলতে মানিকচকের প্রত্যন্ত গ্রামে যান। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা নির্যাতিতার সঙ্গে একান্তে কথা বলেন। তবে তাঁরা সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। মহিলা কমিশনের দুই প্রতিনিধি আসার পর থেকেই মানিকচকের ধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে রহস্য দানা বাঁধতে শুরু করেছে। আদৌ কি সেই গৃহবধূর সঙ্গে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে নাকি কোন ঘটনা আড়াল করতে মিথ্যা গল্প বানিয়ে পুলিশের কাছে ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছে এমন কানাঘুষো শুরু হয়েছে। ধর্ষণের ঘটনা ঘটার পর প্রায় ছয় দিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত নির্যাতিতার মেডিকেল টেস্ট করানো হয়নি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দৈহিক সমস্যা থাকায় নির্যাতিতা গৃহবধূ মেডিকেল টেস্ট করাতে রাজি হননি। পুলিশকে দেওয়া নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী জানা গিয়েছে, ১৩ তারিখ গভীর রাতে আওয়াজ শুনে ঘর থেকে বেরোতেই তাকে চারজন যুবক তাকে বাড়ির পাশে আম বাগানে তুলে নিয়ে যায়। চাকু দেখিয়ে তাকে ভয় দেখিয়ে মারধরও করে যুবকেরা। এরপর ধর্ষণের অভিযোগও জানান ওই গৃহবধূ। তবে তাঁর কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ে। প্রথমে তিনি জানান, তিনজন যুবক তাকে ধর্ষণ করে। পরে বয়ান পরিবর্তন করে জানান, একজন অজ্ঞাত পরিচয়. যুবক তাকে ধর্ষণ করেছে। তবে পাড়ার দুই পরিচিত যুবক সেই ঘটনা মোবাইলে ভিডিওগ্রাফি করে। গৃহবধূর সেই বয়ান অনুযায়ী মানিকচক থানার পুলিশ ধর্ষণের মামলা দায়েক করা হয়। নির্যাতিতা গৃহবধুর পাড়া পড়শিদের দাবি অবশ্য ভিন্ন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন দাবি করেন, ওই গৃহবধূ টাকার বিনিময়ে দেহ ব্যবসা করেন। ১৩ তারিখ রাতে একজন যুবক টাকার বিনিময়ে সহবাস করতে গৃহবধুর বাড়িতে ঢোকে। কিন্তু এই ঘটনাটি পাড়ারই কয়েকজন যুবক জানতে পারে। তাঁরা হাতে নাতে গৃহবধূ ও ওই যুবককে ধরে ফেলে। তাদের ভিডিওগ্রাফিও করে। ঘটনাটি ধামাচাপা দিতে টাকার দাবি করে সেই যুবকেরা। তাদের হাত থেকে বাঁচতে এবং তাদেরকে ফাঁসাতে পুলিশের কাছে মিথ্যা মামলা দায়ের করে ওই গৃহবধূ। গৃহবধুর অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে মানিকচক থানার পুলিশ অজ্ঞাত পরিচয় সেই ধর্ষককে ধরে ফেলে। রবিবার তাকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে মানিকচক থানার পুলিশ। তবে পুলিশের কাছে যুবকের দাবি, মোবাইল মারফত যোগাযোগ করে টাকার বিনিময়ে সহবাস করতে সে ওই গৃহবধূর বাড়িতে যায়। এর মধ্যে কোনও ঘটনায় রহস্য রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিস।

উদয়পুরের নিহত শিক্ষক অভিজিৎ দে-র বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা

উদয়পুর, ১৯ আগস্ট ঃ রবিবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা উদয়পুরে নিহত শিক্ষক অভিজি দে-র বাড়িতে যান। সাথে ছিলেন অর্থমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার, বিধায়ক রনজি দাস, বিধায়ক অভিষেক দেবরায় সহ জেলা শাসক, পুলিশ সুপার সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। মূখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা প্রয়াত শিক্ষকের পরিবারের লোকজনদের সাথে কথা বলেন এবং ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন। পরে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন যে ঘটনা উদয়পুরে হয়েছে সেটা ভাবা যায় না। এভাবে একজন শিক্ষককে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করবে এটা ভাবা যায় না। সে যেই হোক তার সাজা হোক এবং আইন আইনের পথে চলবে। মূখ্যমন্ত্রী বলেন ঘটনা তিনি শোনা মাত্র নির্দেশ দিয়েছিলেন দোষীদের জালে তোলার জন্য এবং ইতিমধ্যে কয়েকজন ধরা পড়েছে। বাকিদেরও ধরার জন্য পুলিশ চেষ্টা চালিয়ে যাবে। এতে কোন ধরনের গাফিলতি হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাক্তার মানিক সাহা।

নালিশ করতে গিয়ে মালিকের মারে প্রাণ হারালেন বৃদ্ধা

দুরন্তার্তা, রায়গঞ্জ, ১৯ আগস্ট ঃ প্রতিবেশীর ছাগল খেতের শাকসবজি ও বাড়ির উঠোনে শুকোতে দেওয়া ধান-গম সব খেয়ে নিয়েছে। ছাগলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জনাত গিয়ে মৃত্যু এক বৃদ্ধার। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধা গিয়েছিলেন অভিযুক্ত ছাগলের বিরুদ্ধে তার মালিকের কাছে অভিযোগ জানাতে। বৃদ্ধার মুখ থেকে এই অভিযোগ শোনার পরই উত্তেজিত হয়ে পড়েন মালিক। ক্ষিপ্ত হয়ে বৃদ্ধার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করেন। এই ঘটনায় মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে ইটাহার থানার সুরুন গ্রামে। বৃদ্ধাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন ছেলে ও বৌমা। এই ঘটনায় ইটাহার থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে মূল অভিযুক্তকে। মৃত বৃদ্ধার নাম মোমেনা বেগম (৭৫)। জখমদের নাম আবেদা সুলতানা (২৯), ও ইশাক আলী (৩২)। ইশাক পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। জানা গিয়েছে, প্রতিবেশী নুরজাহানের ছাগল প্রতিদিন মোমেনা বেগমের বাড়ির শাকসবজি সহ বাড়ির উঠোনে শুকোতে দেওয়ার জন্য ধান গম চাল খেয়ে নেয়। সেই নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত বলে জানতে পারা গিয়েছে। গতকাল সেই ছাগল মোমেনার জমিতে সবজি খেয়ে নেয়। এই অভিযোগ জানাতে মোমেনা বেগম যান ছাগলের মালিকের কাছে। সেই সময় প্রতিবেশী আঁকালু শেখ, নুরজাহান বেগম সহ ১২ জন অতর্কিত হামলা চালায় বৃদ্ধার ওপর। শাশুড়িকে মারতে দেখে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বৌমা আবেদা সুলতানা। তাকেও বেধড়ক মারধর করে পরনের কাপড় ছিড়ে দেয় বলে অভিযোগ। পেশায় স্কুল শিক্ষক ইসাক আলী ঘটনাস্থলে মাকে ও স্ত্রীকে বাঁচাতে গেলে তার মাথায় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করে অভিযুক্তরা। তাদের চিৎকার ছুটে আসে গ্রামের বাসিন্দারা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। তাদের মধ্যে মোমেনা বেগমের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মালদা মেডিকেল কলেজের রেফার করা হয়। সেখানেই মৃত্যু হয় বৃদ্ধার। মাথায় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণেই মৃত্যু হয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, খুনের ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাকি অভিযুক্তরা পলাতক। ধৃতকে রাযগঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কর্তব্যরত ডাক্তার এবং নার্সদেরকে বেধড়ক মার এক নেতার

প্রসেনজি দাস, মালদা, ১৯ আগস্ট ঃ আবারো চিকিৎসক এর উপর হামলার অভিযোগ হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে। সম্প্রতি কলকাতার আরজি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ঘটে গিয়েছে এক মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ এবং নারকীয় হত্যাকাণ্ড। আর এই ঘটনার জেরে গোটা বাংলা জুড়ে হাসপাতালে ডাক্তার এবং নার্সদের রাত্রিকালীন ডিউটি তে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আর এই অবস্থায় মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে রবিবার রাত্রিকালীন ডিউটি চলার সময় কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং নার্সদের ওপর হামলা চালালো এলাকার এক নেতা। অভিযোগ অভিনাশ দাস নামে ওই নেতা হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালে মঙ্গলবার রাত্রি এগারোটা নাগাদ নার্সিং স্টেশনে ঢুকে হঠাৎ করে কর্তব্যরত নার্সদের দিকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করেন। অশ্রাব্য গালিগালাজ শুরু করেন নার্সদেরকে। এমনকি সেখানে উপস্থিত মেডিকেল অফিসার প্রভাকর সাহা, ঘটনার প্রতিবাদ করলে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। পাশাপাশি উপস্থিত নার্সদেরকে খুনের হুমকি দেন ওই নেতা। আরো অভিযোগ নার্সদের দিকে তিনি শারীরিক নিগ্রহ করতে তেড়ে যান। যদিও সেখানে উপস্থিত চিকিৎসক এবং জিডিএ কর্মীরা ওই নেতা কে আটকে দেন। এরপরই খবর দেওয়া হয় হরিশ্চন্দ্রপুর থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি, সঙ্গে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনা স্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করেন। আর এই ঘটনার পরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীণ হাসপাতালেও চিকিৎসক স্বাস্থ্য-কর্মীদের কোন নিরাপত্তা নেই। আতঙ্কে রয়েছেন নার্স ও চিকিৎসকরা। ইতিমধ্যেই হাসপাতালের পক্ষ থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রভাকর সাহা বলেন অভিযুক্ত ব্যক্তি এক রোগীর খোঁজ করতে এসে আমার সঙ্গে অশালীন ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন। উপস্থিত নার্সদেরকেও অস্ত্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন। আমি এর প্রতিবাদ করলে আমাকে মারধর করা হয়। এরপর সেখানে উপস্থিত নার্সদেরকেও তিনি মারতে যান। আমরা তাতে বাধা দিয়। এরপরই ওই ব্যক্তি আমাদেরকে খুনের হুমকি দেয়। আমরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছি। প্রসঙ্গত অভিনাশ দাস নামে ওই নেতা কে হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী এবং হরিশ্চন্দ্রপুর গ্রামীন হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তাজমুল হোসেনের সঙ্গে আরজিকর কাণ্ড ঘটনার প্রতিবাদ মিছিলে এক সঙ্গে হাঁটতে দেখা গিয়েছে। যদিও অন্যদিকে অঞ্চল সভাপতির সাফাই দলের কেউ না অভিযুক্ত। আইন আইনের পথেই চলবে বলে সাফাই দিয়ে ১৮০ও ঘুরে গেলেন। আর এতেই সরব হয়েছেন এলাকার বিরোধীরাও। তাদের দাবি এলাকায় শাসক দলের মাস্তানদের পিছনে দলের মন্ত্রীর হাত রয়েছে। অবিলম্বে ওই নেতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা না নিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন এলাকার বিরোধীরা। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় জুড়ে।

রাখিতেও প্রতিবাদের ছোঁয়া, উৎসব নয়, প্রকৃত মানুষ হওয়ার বার্তা ময়নাগুড়ির মহিলাদের

দুরন্ত বার্তা,ময়নাগুড়ি, ১৯ আগস্ট ঃ আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদ দেখ গেল রাখিতেও। ময়নাগুড়িতে নিজের হাতে রাখি তৈরি করছেন রাত দখলে পথে নামা প্রতিবাদী মহিলারা। উৎসব নয়, প্রকৃত অর্থে মানুষ হবার বার্তা দিতে চান তারা। আজ সোমবার রাখি বন্ধনের দিন ওই রাখি পথচারিদের হাতে পরিয়ে প্রতিবাদ জানান তারা। শুধু রাখি নয়, একই রকম ভাবে চকোলেটের মধ্যেও 'বার্তা লিখে সেই চকোলেট বিতরণ করে প্রতীকী প্রতিবাদ জানানো হবে। সেই সঙ্গে ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়ে শোকের রঙ ব্যবহার করে কালো ব্যাজ পরে রাস্তায় নামেন এই প্রতিবাদী মহিলারা। আরজি কর হাসপাতালের নারকীয় ঘটনায় ধর্ষিত এবং খুন হওয়া চিকিৎসকের নামে ওই রাখির নামকরন করেছেন তারা। প্রতিবাদীদের বক্তব্য, 'এটা একটা মিলনের উৎসব। কিন্তু এবছর আমরা এটা মিলনের উৎসব হিসেবে পালন করতে পারছি না। এখন সেই আবহ নেই। আমরা চাইনা আর এমন ঘটনা ঘটুক। এটা আমাদের আবেদন। গত বুধবার সোশ্যাল মিডিয়াতে পোষ্ট করে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছিলেন ময়নাগুড়ির মেয়েরা। এর পর বুধবার আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ময়নাগুড়ির রাস্তায় নেমে আসে হাজার হাজার মানুষ। মহিলাদের সঙ্গী হয়েছিলেন পুরুষ ও শিশুরাও। এবার রাখি বন্ধনের মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ের আন্দোলন জারি রাখতে চান তারা। একবেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকার কথায়, সোমবার সকাল থেকে ময়নাগুড়ি শহরের বিভিন্ন এলাকায় আমরা এই বার্তাবহ রাখি পরিয়ে প্রতিবাদে শামিল হই। অন্য একজন বলেন, রাখির পাশাপাশি আমরা ' বার্তা লেখা চকোলেট বাড়িতে তৈরি করেছি, সেই চকোলেটও বিতরন করছি।

রায়পুর চা বাগানকে খুব শীঘ্রই নতুন কাউকে দিয়ে পরিচালনা করার সুখবর মিলবে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ আগস্ট ঃ বন্ধ রায়পুর চা বাগান। সেই চা বাগানকে বিক্রি করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শামিল হন বাগানের সমস্ত শ্রমিকরা। শ্রমিক ও কর্মচারীদের অন্ধকারে রেখে প্রতারণা করা হচ্ছে, অভিযোগ উঠছে। খোঁজখবর নিয়ে বিক্রির সঙ্গে জড়িত সকলকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার হুমকি দেয় রায়পুরের শ্রমিকরা। এদিকে সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, বন্ধ রায়পুর চা বাগানকে খুব শীঘ্রই নতুন কোনও পরিচালন কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস রেগুলেশনস ২০১৬-র ৩৬ (১) ধারা অনুযায়ী রায়পুরের প্রকৃত মালিক অমৃতপুর টি কোম্পানি অন্য কাউকে দিয়ে পরিচালনার জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ২০১৮ সালে রায়পুর বাগান থেকে ম্যানেজার চলে যান। সেই সময় চা বাগানের উৎপাদিত চায়ের পরিমাণ ছিল ৫ লক্ষ কেজি। চা বাগানের শেষ বিক্রির অর্থমূল্য ছিল ১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা। বাগানের কর্মী সংখ্যা ২৪ জন এবং শ্রমিক সংখ্যা ৩৯৪ জন। এই তথ্যই এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট প্রস্তাবে দেখিয়েছে অমৃতপুর টি কোম্পানি। কোম্পানির ব্যাংকের কাছে আর্থিক ঋণের বোঝা থাকায় ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংকরাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়ার নির্দেশে এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট প্রস্তাব দিয়েছে অমৃতপুর টি কোম্পানি। রায়পুরের এক শ্রমিক জানান 'চা বাগান খুলুক সেটা আমরাও চাই। কিন্তু আমরা কিছুই জানি না। প্রশাসন থেকেও কিছুই জানানো হয়নি। অথচ বাইরের কারা এইসব ধান্ধাবাজি করার পরিকল্পনা নিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করতে আমরাও খোঁজখবর শুরু করেছি।' রায়পুর চা বাগান খোলার দাবিতে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করেছেন বাগানের শ্রমিকরা। কিন্তু প্রশাসন উদ্যোগী হলেও বাগান আজ পর্যন্ত খোলেনি। অথচ বাইরে থেকে ব্রোকাররা সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বাগান খোলার জন্য বেআইনিভাবে তৎপরতা শুরু করেছে বলে শ্রমিকরা অভিযোগ তুলছে। বাগানের শ্রমিক ও কর্মীরাই খোঁজখবর শুরু করেছেন কারা বাগান বিক্রি করার পরিকল্পনা করছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, রায়পুর চা বাগানকে খুব শীঘ্রই নতুন কাউকে দিয়ে পরিচালনা করার সুখবর মিলবে।

হাতি হত্যার প্রতিবাদে গজরাজকে বিশালাকার রাখি পরিয়ে হস্তিকূল রক্ষার শপথ গ্রহণ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ আগস্ট ঃ ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতি হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে, গজরাজকে বিশালাকার রাখি পরিয়ে হস্তিকূল রক্ষার শপথ গভীর জঙ্গলে। দক্ষিণে যখন আগুনের গোলায় ঝলসানোর যন্ত্রণা, তখন উত্তরের জঙ্গলে গজরাজকে রাখী! আজ রাখি বন্ধন দেশের অন্যান্য প্রান্তের সঙ্গে এই পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্রই পালিত হচ্ছে সুরক্ষার প্রদানের শপথের দিনটি, কখনও তিস্তা পাড়ে, আবার কখনো শহরের বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে, তবে এরই মধ্যে গভীর জঙ্গলে কিছু বাছাই করা জনতার উপস্থিতে অন্যান্য বারের মতো এবারেও হাতিকে রাখি পরিয়ে উদযাপন করা হয় সুরক্ষা প্রদানের শপথ গ্রহণের বিশেষ দিনটি। যদিও এই অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মানবতা সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ বাসীর মনে উঁকি দিচ্ছে আর জি কর কাণ্ড সহ ঝাড়গ্রাম জেলার জঙ্গল এলাকায় বন দফতরের উপস্থিতিতে হুলা পার্টির ছোড়া আগুনের গোলায় ঝলসে মৃত গর্ভবতী হস্তির মৃত্যুর সেই করুন দৃশ্য। সোমবার দেশ জুড়ে রাখি উৎসব পালন করা হলেও, রবিবার জলপাইগুড়ি জেলার গরুমারা জাতীয় উদ্যানের রামসাই বন বিভাগের মেদলা হাতি পিলখানায় থাকা বন বিভাগের কুনকি হাতিদের রাখি পরিয়ে এই মুহূর্তে পৃথিবীর বুকে টিকে থাকা সর্ববৃহ প্রাণীর সুরক্ষার শপথ নেয় স্বেচ্ছা সেবি সংগঠণের কচিকাঁচা থেকে বন বিভাগের মাহুত সহ কর্মীরা।

এই প্রসঙ্গে পরিবেশ কর্মী অনির্বাণ মজুমদার জানিয়েছেন, ঝাড় গ্রামে যে ভাবে হাতিটিকে মেরে ফেলা হয়েছে তার তীব্র বিরোধীতা করে দোষী দের শাস্তির দাবি জানিয়ে বলছি, বিগত সাত বছর ধরে আমরা এই ভাবেই হাতি ও মানুষের সংঘাত নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাখি বন্ধন উৎসবের সময় রাখি পরিয়ে হস্তিকুলকে রক্ষার শপথ গ্রহণ করি।

মেয়েদের আত্মরক্ষার্থে বিনামূল্যে ক্যারেটে প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট,১৯ আগস্ট ঃ আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসকের মৃত্যু ঘিরে তোলপাড় রাজ্য। ঘটনার পর নারীদের সুরক্ষার বিষয়টি আরও বেশি করে প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই মেয়েদের আত্মরক্ষার্থে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করা হল বালুরঘাটে। ওয়ার্ল্ড ট্র্যাডিশনাল ক্যারাটে ফেডারেশনের উত্তরবঙ্গ শাখার উদ্যোগে এই শিবির চলবে বলে জানা গিয়েছে। প্রশিক্ষক শংকর কুমার মণ্ডল জানান,প্রতি রবিবার বালুরঘাটের দুটি ক্লাবে খালি হাতে ও সাধারণ বস্তুকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে কিভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, তা শেখানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বালুরঘাটের মেয়েরা বিষয়টিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও এই বিষয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে স্কুল, কলেজের মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য মার্শাল আর্টস শেখানোর দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। যদিও ইতিমধ্যেই সমগ্র শিক্ষা মিশনের অধীনে জেলার শতাধিক স্কুলে ক্যারাটে ও তাইকোন্ডোর মতো মার্শাল আর্টসের প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন ছাত্রীরা। বিষয়টি মাথায় রেখে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্থ নিয়েছে ক্যারাটে সংগঠন। এবার সাধারণ মহিলাদের জন্য কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন ক্যারাটে ফেডারেশন। বিনামূল্যেই তাঁরা মেয়েদের আত্মরক্ষার বিভিন্ন কৌশল শেখাবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংগঠনের তরফে এই প্রশিক্ষণের নাম দেওয়া. হয়েছে মা ভবানী দুর্গা বাহিনী প্রশিক্ষণ শিবির। প্রতি রবিবার বালুরঘাট টাউন ক্লাব ও নেতাজি স্পোর্টিং ক্লাবে ইচ্ছুক মহিলাদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। প্রশিক্ষক শংকর কুমার মণ্ডল বলেন, ' মহিলারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে বিনামূল্যে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নিতে পারবেন। গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর, কুশমণ্ডি, কালিয়াগঞ্জ, ফুলবাড়ি, ও দৌলতপুর থেকেও যোগাযোগ করতে পারেন।' উত্তমাশা এলাকার অদিতি চক্রবর্তী বলেন, 'এই সময়ে দাঁড়িয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। নিজেদের বাঁচাতে মেয়েদের এই প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই।'

পাটনায় রেল হাসপাতালে আগুন-আতঙ্ক! দগ্ধ ও আহত বেশ কয়েকজন

পাটনা, ১৯ আগস্ট ঃ আগুন লাগল পাটনা জংশন রেল হাসপাতালে। সোমবারের এই অগ্নিকাণ্ডে বেশ কয়েকজন দগ্ধ ও আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে একজন রোগীও রয়েছেন। আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি। হাসপাতালের প্রথম তলায় স্টোরেজ রুম থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। খবর পাওয়ার পর আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের ৪টি ইঞ্জিন। প্রচুর ভিড়ের কারণে হাসপাতালে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় দমকল কর্মীদের। এই হাসপাতালে কমপক্ষে ১৫০ জন রোগী চিকিৎসাধীন ছিলেন। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়তেই সবাইকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্ত রোগী সুরক্ষিত রয়েছেন। শেষ খবর অনুযায়ী, আগুন আয়ত্তে এসেছে।

জওয়ানদের হাতে রাখী বেঁধে মিষ্টিমুখ করালেন উপত্যকার মহিলারা

শ্রীনগর, ১৯ আগস্ট ঃ সোমবার দেশ জুড়ে পালিত হচ্ছে রাখীবন্ধন উৎসব। এই উৎসব থেকে বাদ পড়লেন না দেশের জওয়ানরাও। জম্মু ও কাশ্মীরের উরি সেক্টরের সোনি গ্রামে কর্তব্যরত সেনাবাহিনীর হাতে রাখী বেঁধে দিলেন স্থানীয় মহিলারা। সঙ্গে সেনাদের তাঁরা মিষ্টিমুখও করালেন। উল্লেখ্য, রাখীবন্ধন হিন্দুদের এক বিশেষ উৎসব যা শ্রাবণ মাসে পালিত হয়। রাখীবন্ধন উৎসব মূলত ভাই ও বোনের বন্ধন ও ভালবাসার সম্পর্ককে উৎসাহিত করার উৎসব। এই দিনটি একে অপরের প্রতি আরও দায়বদ্ধ হওয়ার দিন। এই দিন বোন বা দিদিরা তাদের ভাই বা দাদার হাতে রাখি পরিয়ে ভালবাসা জানায় এবং জীবনভর দাদা বা ভাইয়েরা তাদের নিঃস্বার্থভাবে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আদিবাসী যুবক যুবতিদের ঠকাতে জলপাইগুড়ি শহরেই সক্রিয় প্রতারক চক্র

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ আগস্ট ঃ কলকাতা নিবাসী,শহরের ডেড়া গেড়ে, আদিবাসী যুবুক যুবতীদের প্রতারণার অভিযোগে, পুলিশের চোখে ফাঁকি দিয়ে নগদ টাকা ফেরত দিতে শহরে প্রতারক সংস্থা। সম্প্রতি এমনই এক প্রতারণা চক্রের খপ্পরে পরে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত করলা ভ্যালী চা বাগানের বেশ কিছু আদিবাসী যুবক যুবতি প্রতারিত হয়েছে, এমনটাই অভিযোগ করলেন কাজল নায়েক, ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, মেয়েকে কম্পিউটার শেখানোর জন্য শিলিগুড়িতে সেন্টার জেনে চা বাগানের বিবেক কুজুর মারফত শুভজিৎ সরকারকে নগদ টাকা দিয়েছিলাম, কিন্তু পরে বুঝলাম অনলাইনে মার্কেটিং এর কিছু কাজ শেখানো হচ্ছে, কম্পিউটার শেখানোর কোনো ব্যাপার নেই। এরপর আজকে টাকা ফেরত দিতে এসেছে একজন।

অপরদিকে এই প্রতারণা চক্রের থেকে অর্থ ফেরত সহ তদন্তের জন্য কোতয়ালী থানায় অভিযোগ জমা হয়েছিল, বলে জানান সিটু সংগঠণের অমিত দাস জানান, এর পরিবারের পক্ষ থেকে কোতয়ালী থানায় অভিযোগ করার পাশাপাশি আমাদের কাছে সাহায্য সহযোগিতা চেয়েছিল, সেই কারনেই আজকে ভুয়ো কমপিউটার সেন্টারের একজন প্রতিনিধি টাকা ফেরত দিতে এসেছে, আগামিতে অন্যান্য সকল প্রতারিত দের অর্থ যাতে ফেরত পায় সেই দিকে নজর থাকবে আমাদের।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন ফড়নবীশঃ সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৯ আগস্ট ঃ বিজেপি নেতা তথা মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী দেবেঃদ্র ফ।নবীশকে তীব্র কটাক্ষ করলেন উদ্ধব ঠাকরের শিবিরের নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কটাক্ষ করে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছেন ফড়নবীশ। সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মহারাষ্ট্রে কেউই দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে আর গুরুত্ব দেন না। একটা সময় ছিল যখন মানুষ তাঁকে গুরুত্ব দিত। কিন্তু গত পাঁচ বছর ধরে দেবেন্দ্র ফড়নবীশকে মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে পুরোপুরিভাবে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি জম্মু ও কাশ্মীর এবং হরিয়ানায় বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু, মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, কারণ তাঁরা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে তাঁর পদ থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

অন্যভাবে রাখীবন্ধন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

পাটনা, ১৯ আগস্ট ঃ অন্যভাবে রাখীবন্ধন উসব উদযাপন করলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। গাছকে রাখী পরালেন তিনি, চারাগাছও রোপণ করেছেন। রাখীবন্ধন উসব উপলক্ষ্যে সোমবার পাটনার ইকো পার্কে একটি গাছে রাখী বাঁধেন নীতীশ কুমার। বিহারে এদিন গাছ সুরক্ষা দিবসও পালিত হয়েছে। গাছে রাখি বেঁধে, গাছ রক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দেন নীতীশ কুমার। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিহারের মন্ত্রী প্রেম কুমার। তিনি বলেছেন, প্রতি বছরের মতো এ বছরও রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, গাছের সুরক্ষা অপরিহার্য। এরই প্রেক্ষিতে বিহারে বন সুরক্ষা দিবস উদযাপন করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী

 KOL RMS/422/2023-2025 DI. No.: 42/2023 Dated 13.12.23 RNI No. 64730/1995

কলকাতা, চেন্নাইয়ের মতো দল টাকা নষ্ট করছে সুনীল গাভাস্কর

মুম্বই, ১৯ আগস্টঃ এ বারের আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স কিনেছিল অঙ্গকৃশ রঘুবংশীকে। ভারতের হয়ে অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ খেলা ক্রিকেটার দু'-একটি ম্যাচে ভাল খেললেও ধারাবাহিক ভাবে খেলতে পারেননি। আবার উত্তরপ্রদেশ টি-টোয়েন্টি লিগে দ্রুততম শতরান করায় ৮ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দিয়ে সমীর রিজভিকে কিনেছিল চেন্নাই সুপার কিংস। তিনিও বিশেষ কিছু করতে পারেননি। প্রতি বার আইপিএলে নজর কাড়েন বেশ কিছু তরুণ ক্রিকেটার। তাঁদের নেওয়ার ক্ষেত্রে দলগুলির কিছু বিষয় মাথায় রাখা উচিত বলে মনে করেন সুনীল গাভাস্কর। ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটারের মতে, প্রতিটি ফ্র্যাঞ্চাইজির মনে রাখা উচিত যে, অনূর্ধ্ব-১৯ বা রাজ্য লিগে খেলা আর আইপিএলে বিশ্বের সেরা ক্রিকেটারদের বিরুদ্ধে খেলা এক নয়। তিনি বলেন, ''আমরা আগেও দেখেছি অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরে খেলা বেশির ভাগ ক্রিকেটারেরই প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে খেলতে সমস্যা হয়। কারণ, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটের মান অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরের থেকে ভাল। তা হলে ওরা কী ভাবে আইপিএল ভাল খেলবে?'' রাজ্যের টি-টোয়েন্টি লিগে ভাল খেলা ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও একই ছবি দেখা যায় বলে জানিয়েছেন গাভাস্কর। তিনি বলেন, ''রাজ্য লিগে যারা ভাল খেলে তারা সৈয়দ মুস্তাক আলি বা আইপিএলে ভাল খেলবে তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। কারণ, এই প্রতিযোগিতাগুলোর মান অনেক ভাল। তাই আমার মনে হয়, যে সব ফ্র্যাঞ্চাইজি এই তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ করে তারা আসলে পয়সা নষ্ট করে। ক্রিকেটার কেনার সময় এটা তাদের মাথায় রাখা উচিত।'' প্রতি বছর আইপিএলের নিলামে ঘরোয়া ক্রিকেটারদের দিকে নজর থাকে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির। বেশ কয়েক জন ক্রিকেটার ভাল দাম পান। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ হয়তো ভাল খেলেন। কিন্তু অনেকেই তেমন নজর কাড়তে পারেন না। ফলে এক মরসুমের পরেই অনেককে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়। সেই কারণেই পরামর্শ দিয়েছেন গাভাস্কর।

'শামি অস্ট্রেলিয়া সিরিজে খেলবে'

পেসারের চোট সারার আগেই জানিয়ে দিলেন বোর্ড সচিব শাহ

মুম্বই, ১৯ আগস্টঃ গত বছর এক দিনের বিশ্বকাপের ফাইনালের পর থেকে আর মাঠে নামেননি তিনি। মাঝে হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছে মহম্মদ শামির। চোট সারিয়ে ধীরে ধীরে বল করা শুরু করেছেন তিনি। তবে মাঠে নামতে এখনও দেরি আছে শামির। তার মাঝেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সচিব জয় শাহ জানিয়ে দিলেন যে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলবেন ভারতীয় পেসার। অস্ট্রেলিয়া সফর নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মুখ খোলেন জয়। বিসিসিআই সচিব বলেন, ''আমাদের দল এখনই তৈরি। আমরা যশপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দিয়েছি। আশা করছি শামিও সময়ের মধ্যে সুস্থ হয়ে উঠব। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিও ফিট। আমাদের দল যথেষ্ট অভিজ্ঞ।'' তার পরেই শামিকে তাঁদের কতটা দরকার তা জানান জয়। তাঁর কথায়, ''শামি অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে। ওর অভিজ্ঞতা রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের শামিকে দরকার।'' তবে চোট সারিয়ে সরাসরি জাতীয় দলে ঢুকতে পারবেন না শামি। প্রথমে জানা গিয়েছিল, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিনি খেলতে পারেন। এখন জানা যাচ্ছে, রঞ্জি খেলে জাতীয় দলে ফেরার প্রস্তুতি সারতে হবে তাঁকে। এই প্রসঙ্গে বাংলার ক্রিকেট সংস্থার সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, ''শামি অস্ট্রেলিয়া সফরে যেতে চায়। তবে তার আগে ওকে রঞ্জি খেলে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে।'' ২০১৪-১৫ সালের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ হারেনি ভারত। এই ১০ বছরের মধ্যে দু'বার অস্ট্রেলিয়াকে তাদের ঘরের মাঠে হারিয়েছে তারা। এ বার জিততে পারলে জয়ের হ্যাটট্রিক হবে। সেটা যে সহজ হবে না তা জানে ভারতীয় বোর্ড। সেই কারণে, নিজেদের সেরা দল পাঠানোর চেষ্টা করছে তারা। অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে গেলে বোলিং আক্রমণ শক্তিশালী হতে হবে। বুমরার সঙ্গে শামি থাকলে ভারতকে সামলানো অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটারদের পক্ষে সহজ হবে না। সেই কারণে, শামিকে এতটা চাইছেন জয়। ২২ নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। ২২ নভেম্বর থেকে পার্থে প্রথম টেস্ট। ৬ ডিসেম্বর থেকে দ্বিতীয় টেস্ট শুরু অ্যাডিলেডে। ১৪ ডিসেম্বর থেকে ব্রিসবেনে তৃতীয়, ২৬ ডিসেম্বর থেকে মেলবোর্নে চতুর্থ ও ৩ জানুয়ারি থেকে সিডনিতে হবে পঞ্চম টেস্ট। এর আগের দুই সিরিজে চারটি করে টেস্ট হয়েছিল। তবে এ বার দু'দলের মধ্যে পাঁচটি টেস্ট হবে।

আইপিএল মেগা নিলামের আগে 'বিরাট' ইচ্ছাপ্রকাশ, কেকেআরে কি আর থাকতে চান না রিঙ্কু

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কলকাতা নাইট রাইডার্স তাঁকে অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছে। জীবনের প্রথম আইপিএল ট্রফি এই দলের হয়েই জিতেছেন রিঙ্কু সিং। পাশাপাশি কেকেআর শিবির থেকেই রিঙ্কু জায়গা করে নিতে পেরেছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলে। এখন দেশের প্রতিটি ঘর কার্যত তাঁকে চেনে। কিন্তু এই মরশুমে কি আর কেকেআরে থাকতে চান না রিঙ্কু? মেগা নিলামের আগে সেই নিয়ে চর্চা

শুরু। ২০২৩ সালের আইপিল থেকেই রিঙ্কু নিজের জন্য আলাদা নাম করে নিয়েছেন। তাঁর ৫ বলে ৫ ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতানো থেকে শুরু করে দলের হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে রান পাওয়া, ক্রিকেটপ্রেমীদের উচ্ছ্বসিত করে। অনেকেই তাঁকে ভারতের ভবিষ্যতের তারকা বলে গণ্য করে ফেলেছেন। কেকেআর থেকে তাঁর উঠে আসা বলা যায়। কিন্তু আইপিএল মেগা নিলামের আগে তিনি অন্য দলে যেতে পারেন, এমন মনে করছেন অনেকে। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, কেকেআর যে ক'টি প্লেয়ারকে এই সিজনে রিটেন করবে, তাঁদের মধ্যে অবশ্যই রয়েছেন রিঙ্কু সিং। কিন্তু তাঁকে যদি দল না রাখতে চায়, তখন? কোন দল তাঁকে কিনলে তিনি খুশি হবেন, বা কোন দলে তিনি নিজে খেলতে চান, এই প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন রিঙ্কু। তাঁর স্পষ্ট কথা, কেকেআরে না খেললে তিনি আরসিবির হয়ে খেলতে চান। তার কারণ একটাই, বিরাট কোহলি। ভারতের প্রাক্তন অধিনায়কের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যথেষ্ট ভাল। আগেই দেখা গেছে বিরাটের থেকে ব্যাট চেয়ে নিয়েছিলেন রিঙ্কু। যদিও পরে তা ভেঙেও ফেলেন! এরপর আবার বিরাটের কাছে ব্যাট চান তিনি। তাঁদের এই নিয়ে হাস্যকর কথোপকথনের ভিডিও ভাইরালও হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এখন সরকারি বিরাটের সঙ্গেই খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন রিঙ্কু সিং। যদিও আপাতত সেটা তখনই সম্ভব যখন কেকেআর তাঁকে ছাড়বে আর আরসিবি তাঁকে কিনবে। ততদিন বেঙ্গালুরু ফ্যানদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

বিরাটের যে 'দক্ষতা' নিজের মধ্যেও আনতে চান জুরেল

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

বিশ্ব ক্রিকেটের কিংবদন্তি বিরাট কোহলি। তরুণ প্রজন্ম তাঁকে আদর্শ হিসেবেই দেখেন। ভারতের তরুণ ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নন। এমনকি অন্য দেশের ক্রিকেটারদের কাছেও আদর্শ বিরাট। ভারতীয় দলের তরুণ ক্রিকেটার ধ্রুব জুরেলও বিরাটকে আদর্শ মানেন। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলার সুবাদে বিরাটের সঙ্গে কথা বলারও সুযোগ হয়েছে। তাঁর খেলা দেখারও। ভারতীয় ক্রিকেট এবং বিশ্ব ক্রিকেটে বিরাট কোহলির অবদান ভোলার নয়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৬ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন বিরাট কোহলি। ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের প্রত্যাশা আরও অন্তত ২-৩ বছর খেলা চালিয়ে যাবেন বিরাট কোহলি। তাঁর একটি দক্ষতা বিশেষ পছন্দ কিপার ব্যাটার ধ্রুব জুরেলের। দেশের হয়ে সীমিত সুযোগই পেয়েছেন ধ্রুব জুরেল। তবে সেরা পারফরম্যান্স বলতে হয় ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। অভিষেক সিরিজেই ম্যাচ জেতানো ইনিংস খেলেছেন। আপাতত তাঁর নজরে উত্তরপ্রদেশ প্রিমিয়ার লিগে ভালো পারফর্ম করা। দলীপ ট্রফির টিমেও রয়েছেন ধ্রুব জুরেল। এখানে ভালো পারফর্ম করতে পারলে ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা ধরে রাখতে পারেন ধ্রুব। তার আগে বিরাটকে নিয়ে কী বলছেন এই তরুণ ব্যাটার? স্পোর্টস তক-এ একটি সাক্ষাৎকারে ধ্রুব জুরেল বলেন, ''আমি সব সময়ই তাঁর কাছ থেকে শেখার চেষ্টা করি। বিরাট ভাই ক্রিকেটের কিংবদন্তি। যেভাবে পরিশ্রম করে এই জায়গায় পৌঁছেছে, এখনও নতুন কিছু শেখার জন্য মরিয়া। যখনই বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলি, ক্রিকেট নিয়েই আলোচনা হয়। এটা ভেবেই একটা অদ্ভুত তৃপ্তি হয়, আমি বিরাট কোহলির প্রজন্মে খেলার সুযোগ পাচ্ছি। আমরা বলে থাকি, প্রত্যেক প্রজন্মে এমন একজন ক্রিকেটার আসেন, যিনি রাজত্ব করেন। বিরাট কোহলি তেমনই একজন। এর চেয়ে বড় প্রেরণা আর কী হতে পারে! আমি নিজের মধ্যে সেই পরিশ্রম, দক্ষতাই আনতে চাই।''

উই আর টিকেআর! নাইট শিবিরে যোগ দিলেন ঝুলন-জেমাইমারা

ত্রিনিদাদ, ১৯ আগস্টঃ একদিন পর শুরু হবে মেয়েদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ। ভারতীয় কিংবদন্তি ঝুলন গোস্বামী এ বছর যুক্ত হয়েছেন ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সে। বার্বাডোস রয়্যালস টিমের বিরুদ্ধে ২২ তারিখ ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের প্রথম ম্যাচ। এ বার এই টুর্নামেন্টের জন্য টিকেআর শিবিরে হল এক। টিকেআর টিমের পক্ষ থেকে একটি ভিডিয়ো শেয়ার করা হয়েছে। যেখানে ক্যাপশনে লেখা, 'দ্য নাইট রাইডার্স ফ্রম ইন্ডিয়া হ্যাড অ্যারাইভড।' যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, ভারত থেকে নাইট রাইডার্সরা। ওই ভিডিয়োতে একসঙ্গে দেখা যায়, ঝুলন গোস্বামী, জেমাইমা রডরিগজ ও শিখা

যোগ দিলেন ঝুলন গোস্বামী। এবং তাঁর সঙ্গে ভারত থেকে গিয়েছেন জেমাইমা রডরিগজ এবং শিখা পাণ্ডেও। ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্স টিমের ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্বে রয়েছেন ডিয়েন্ড্রা ডট্টিন। সেই টিমের হয়ে প্রথম বার মহিলাদের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে খেলবেন জেমাইমা রডরিগজ ও শিখা পাণ্ডে। তাঁরা দু'জনই উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে খেলে। এ বার সিপিএলেও তাঁদের ঠিকানা পাণ্ডেকে। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে অবসর জানান ঝুলন গোস্বামী। মেয়েদের সিপিএলের এই মরসুমে টিকেআরের মেন্টর হিসেবে কাজ করবেন। এর আগে উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগে তাঁকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স টিমের বোলিং কোচ ও মেন্টরের দায়িত্বে দেখা গিয়েছে। সেখানে সফল হয়েছেন তিনি। এ বার দেখার সিপিএলে তিনি দলকে কতটা এগিয়ে দিতে পারেন। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ২৯ আগস্ট।

হরিয়ানাতে মঞ্চের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন ভিনেশ

হরিয়ানা, ১৯ আগস্টঃ প্যারিস অলিম্পিক্স থেকে পদক না পেয়েও তিনি স্বপ্নের রানি। দেশের মানুষের হৃদয় ও ভালবাসা দুটোই জিতেছেন ভিনেশ ফোগত। যেভাবে তাঁকে দিল্লিতে বরণ করে নেওয়া হয়েছে, তাতে বলা হচ্ছে, ভারতের কুস্তিগির ফের অবসর ভেঙে ফিরে আসতে পারেন। সেদিন চোখের জল বাঁধ মানেনি। প্যারিসে কুস্তির ফাইনালে নামতে পারেননি ওজন ১০০ গ্রাম বেশি থাকায়। সেই কারণে আন্তর্জাতিক আদালত তিনবার রায় পিছিয়েও সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, ভিনেশ এবার রুপোও পাবেন না। তারপরেও তাঁর জন্য মানুষের ভালবাসা কমেনি। বরং দেশে ফিরেও তিনি সংবর্ধনার জোয়ারে ভেসে যাচ্ছেন। ভিনেশের পাশে থাকছেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিকরা। যাঁদের সঙ্গে যৌথভাবে তিনি কুস্তি সংস্থার বিদায়ী সভাপতি ব্রিজভূষণ সিংয়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন। হরিয়ানায় নিজের গ্রাম বলালিতে ভিনেশকে সংবর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেইসময় আচমকা দেখা যায়, দঙ্গল কন্যা অসুস্থ হয়ে

চেয়ারের পিছন দিকে মাথা এলিয়ে দিয়েছেন। সেইসময় বক্তব্য রাখছিলেন আয়োজক সংস্থার এক কর্তা। তিনিও খেয়াল করেননি। পাশাপাশি মঞ্চে বসে ভিনেশের সতীর্থরাও প্রথমে তাঁকে দেখে বোঝেননি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্যারিসে ফাইনালের নামার আগেরদিনও প্রচণ্ড খাটুনির পরে দেখা যায় তাঁর শরীরে জলের অভাব ঘটেছে। সেদিনও ভিনেশ অসুস্থ হয়ে যেতে তাঁকে প্যারিসের গেমস ভিলেজের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। তিনদিন চিকিৎসার পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সেই অসুস্থতাই কি আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কারণ ভিনেশের যা ওজন, তার থেকে প্রায় ১৫ কেজি ওজন তাঁকে ঝরাতে হয়েছে। দুম করে এতটা ওজন কমে যাওয়াতেই কি তাঁর বিপত্তি ঘটল? এই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। ভিনেশকে অবশ্য তারপরেই মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে তারপর প্রাথমিক চিকিৎসাও করা হয়েছিল। এমনকী দেখা গিয়েছে, ভিনেশের পালস রেট দেখছেন বজরং। মনে করা হচ্ছে, ২০ ঘণ্টার বিমানযাত্রা শেষে তিনি এতটুকু বিশ্রাম পর্যন্ত নিতে পারেননি। সেই ধকলই নিতে ব্যর্থ এই নামী তারকা। জানা গিয়েছে, ভিনেশ এই মুহূর্তে বিপদমুক্ত।

টেনিসে ভিডিয়ো রিপ্লে ব্যবহারের দাবি ক্ষুব্ধ জকোভিচের

ওহিও, ১৯ আগস্টঃ টেনিসে ভিডিয়ো রিপ্লে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তুললেন নোভাক জকোভিচ। সিনসিনাটি মাস্টার্সে জ্যাক ড্রাপার এবং ফেলিক্স অ্যাগার-আলিয়াসিমের ম্যাচ বিতর্কিত ভাবে শেষ হয়। টেনিস প্রেমীদের একাংশের দাবি। যে ভলিতে ড্রাপার ম্যাচ জিতেছেন, তাতে বল মাটিতে পড়ার পর উঠেছিল। এই বিতর্কের পর ভিডিয়ো রিপ্লের দাবি তুলেছেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক। বিভিন্ন খেলায় ব্যবহার করা হয় ভিডিয়ো রিপ্লে। কোনও বিষয় স্পষ্ট ভাবে বোঝা না গেলে, রিপ্লে দেখে নিশ্চিত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন আম্পায়ার বা রেফারিরা। কিন্তু টেনিসে এই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় না। সিনসিনাটি মাস্টার্সের কোয়ার্টার ফাইনালে ব্রিটেনের ড্রাপার ৫-৭, ৬-৪, ৬-৪ ব্যবধানে হারিয়েছেন কানাডার অ্যাগারকে। হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে ড্রাপারের জয়ের পয়েন্ট নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। অ্যাগার দাবি করেন, বল ড্রাপারের র‍্যাকেটে লাগার পর মাটিতে পড়েছিল। ড্রপ খেয়ে তাঁর দিকে এসেছে। রিপ্লে প্রযুক্তি না থাকায় চেয়ার আম্পায়ার গ্রেগ অ্যালেনসওর্থ খতিয়ে দেখার সুযোগ পাননি। ড্রাপার জানান, তিনি বুঝতে পারেননি। তবে অ্যাগার রিটার্ন না দেওয়ায় আম্পায়ার পয়েন্ট দিয়ে দেন ড্রাপারকে। এই পয়েন্ট পেয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জয় পান ব্রিটিশ খেলোয়াড়। বিতর্কিত পয়েন্ট নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন একাধিক টেনিস খেলোয়াড়। স্তেফানো চিচিপাস সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'মনে হয় না আগে এ রকম কোনও শট দেখেছি।' তাঁর কথার সূত্র ধরে জকোভিচ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'টেনিস কোর্টে রিপ্লে দেখার কোনও সুযোগ না থাকাতেই এই বিব্রতকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। আরও হাস্যকর হচ্ছে, কোর্টের বাইরের ভিডিয়ো দেখেও আম্পায়ার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে পারেন না।' তিনি আরও লিখেছেন, 'টেলিভিশনে এ রকম ক্ষেত্রে রিপ্লে দেখার সুযোগ থাকে। অথচ খেলোয়াড়েরা কোর্টের মধ্যে সম্পূর্ণ অন্ধকারে থাকে। হক আই প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয় টেনিসে লাইন কলের জন্য। আমরা প্রযুক্তি উন্নত একবিংশ শতাব্দী রয়েছি। অথচ আমরা প্রযুক্তি ব্যবহার করছি না। এমন ঘটনা যাতে আর না ঘটে, তা নিশ্চিত করা উচিত।' ড্রাপার-অ্যাগার ম্যাচের শেষ পয়েন্ট নিয়ে তৈরি হওয়া বিতর্কে যোগ দিয়েছেন টেনিসপ্রেমীদের একাংশও। অনেকে জকারের দাবিকে সমর্থন করেছেন।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে কোন ক্লাবে কত দেশের খেলোয়াড়

লন্ডন, ২০ আগস্টঃ লিগ ইংল্যান্ডের। সব দলের সব খেলাও হয় সে দেশেই। একই সূত্রে আয়ের সিংহভাগ আর প্রচার-প্রসারও হয় ইংল্যান্ডের। তবে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা প্রতিটি ক্লাবই 'বহুজাতিক'। একেকটি ক্লাবেই যে অন্তত দশের বেশি বিদেশি খেলোয়াড় আছেন। যাঁরা পৃথিবীর নানা দেশ থেকে স্রেফ ফুটবলীয় দক্ষতার জোরে সেখানে হাজির হন। এবার যেমন এক ব্রাইটনেই আছে ২১টি দেশের ফুটবলার। লিভারপুলে আছে ১৭ দেশের খেলোয়াড়। বিদেশির সংখ্যায় খুব একটা পিছিয়ে নেই টানা চারবারের চ্যাম্পিয়ন ম্যানচেস্টার সিটি আর চেলসিও। ২০২৪-২৫ মরসুমে অংশ নেওয়া দলগুলোর মূল দলের বিশ্লেষণে উঠে এসেছে এমন তথ্য। এ সপ্তাহে শুরু হওয়া প্রিমিয়ার লিগের ২০ ক্লাবের মূল দলের খেলোয়াড়দের জাতীয়তা বিশ্লেষণ করেছে ট্রান্সফারমার্কেটডটকম। মূল দল বলতে বোঝানো হয় লিগ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া খেলোয়াড় তালিকা। দলগুলো এই তালিকার বাইরে থাকা ক্লাবের বয়সভিত্তিক দল থেকেও পরবর্তী সময়ে অনুমতিক্রমে খেলোয়াড় মাঠে নামাতে পারে। এ ছাড়া জানুয়ারির দলবদল বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর হালনাগাদও করতে পারে। ট্রান্সফারমার্কেটের হিসাব অনুসারে, এই মুহূর্তে ব্রাইটনে ইংল্যান্ড ছাড়া আরও ২০টি দেশের খেলোয়াড় আছেন। মহাদেশের দিক থেকে দেখলে সাত মহাদেশের মধ্যে ৬টিরই খেলোয়াড় আছে এই দলে। জনবিরল অ্যান্টার্কটিকার কারও থাকার অবশ্য উপায়ও নেই। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৯টি ভিন্ন জাতীয়তার

খেলোয়াড় আছে বোর্নমাউথে। ১৮ দেশের খেলোয়াড় নিয়ে তৃতীয় স্থানে উলভারহ্যাম্পটন। প্রিমিয়ার লিগে যে দলগুলোকে 'বিগ সিক্স' বলা হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জাতীয়তার খেলোয়াড় লিভারপুলে-১৭। চেলসি আর ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে আছে ১৬ দেশের প্রতিনিধিত্ব। ২০ দলের তালিকায় ১৫ দেশের খেলোয়াড় নিয়ে ১১ নম্বরে অবস্থান আর্সেনালের। আর ম্যানচেস্টার সিটি আছে ১৭ নম্বরে, ভিন্ন জাতীয়তার সংখ্যা ১২। সবচেয়ে কম জাতীয়তার উপস্থিতি এভারটনে-৯। এর চেয়ে এক বেশি আছে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ থেকে উঠে আসা ইপসউইচে। ট্রান্সফারমার্কেটের অন্য একটি তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ২০২৪-২৫ মরসুমে সবচেয়ে বড় স্কোয়াড চেলসির। টানা তিন বছর ধরে দলবদল বাজারে প্রচুর কেনাকাটা করা ক্লাবটিতে এখন খেলোয়াড়সংখ্যা ৪২। এদের মধ্যে বিদেশিই ২৫ জন। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৮ জন খেলোয়াড় আছে ব্রাইটনে, বিদেশি ২৬। ৩৫ খেলোয়াড় নিয়ে নিউক্যাসল ইউনাইটেড তৃতীয় এবং ৩৩ জন করে খেলোয়াড় নিয়ে উলভস ও সাউদাম্পটন যৌথভাবে চারে আছে। গত মরসুমের বেশির ভাগজুড়ে শিরোপা লড়াইয়ে থাকা দলগুলোর স্কোয়াড অবশ্য খুব বড় নয়। সিটির ২৬, লিভারপুলের ২৭ আর আর্সেনালের ২৩। এই তিন দলের বিদেশির সংখ্যা যথাক্রমে ১৮, ২০ ও ১৭। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিদেশি ২১ জন, স্কোয়াড ৩২ জনের। এ বছরের এপ্রিলে প্রিমিয়ার লিগের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে, ১৯৯২ থেকে ২০২৩-২৪ পর্যন্ত মোট ১২৩টি দেশের খেলোয়াড়েরা প্রিমিয়ার লিগে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বশেষ মরসুমে ২০ ক্লাবে ছিল ৬৮টি দেশের খেলোয়াড়।

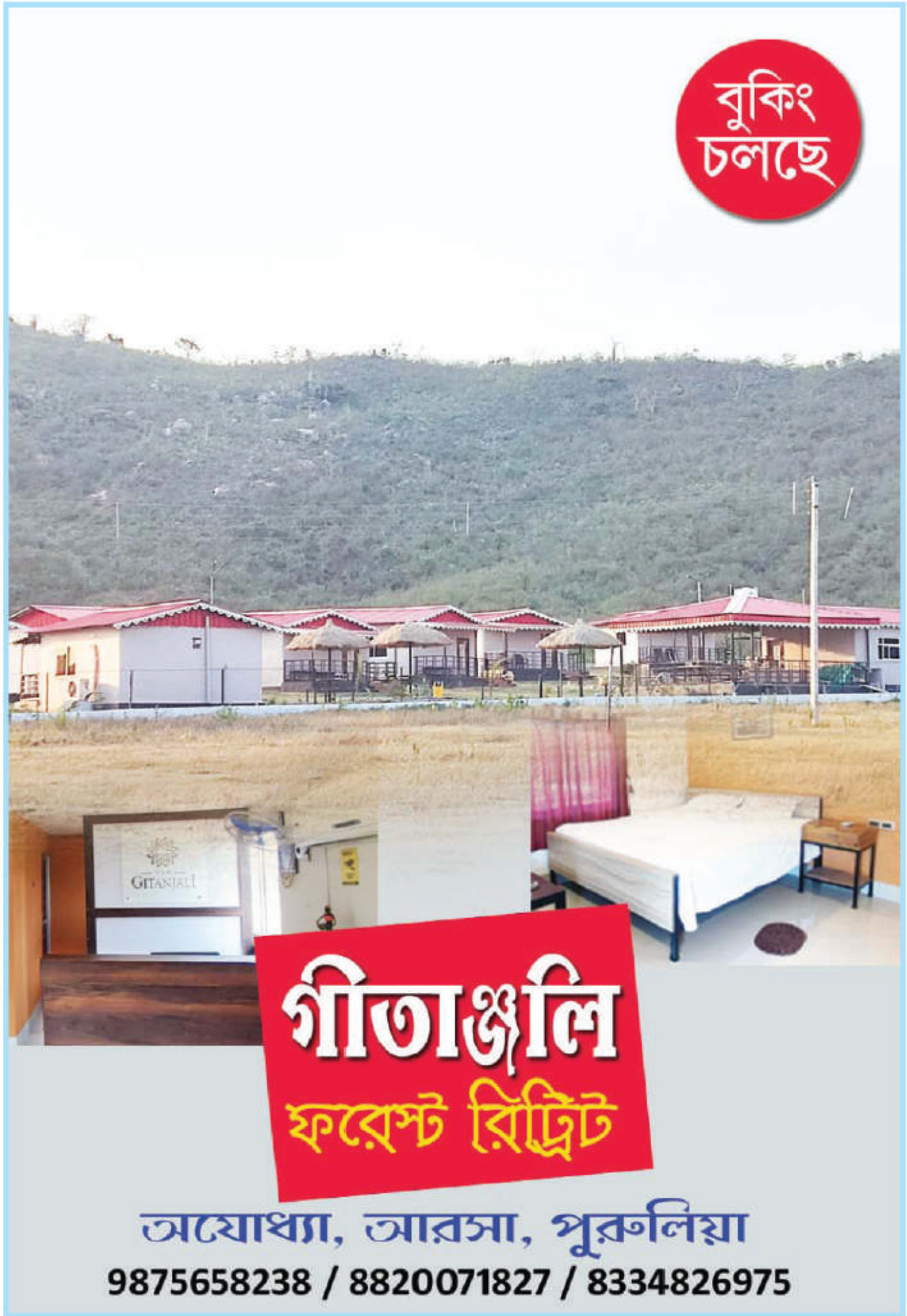

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com